প্রথম সংস্করণ, জুলাই, ১৯৬৭
দ্বিতীয় সংস্করণ, জুলাই ১৯৭১

প্রচ্ছদ অঙ্কণে
বিনোদ মণ্ডল

ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলাবাজার, ঢাকা—১ হইতে মোহাম্মদ ওহিদ উল্লাহ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্যারাগণ প্রিন্টার্স, ২৬, কুমারটুলি লেন, ঢাকা—১ হইতে শফিউদ্দিন খান কর্তৃক মুদ্রিত।

সম্পাদনা প্রসঙ্গে

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য একটি উল্লেখযোগ্য শাখা। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়তে গিয়ে আমাদের অনার্স ও এম-এ শ্রেণীর ছাত্রদের এ-শাখার কবি, তাঁদের কাব্য ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হ'তে হয়। তা যেন নিছক নাম মাত্র পরিচয়ে পর্যবসিত না হয় সেজন্য আমাদের জীবনদর্শন ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন সত্ত্বেও দু' একটি মঙ্গলকাব্য অনার্সের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত রাখার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

মধ্যযুগে ষোড়শ শতাব্দীর (১৫৪০ ?—১৬০০ ?) কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর মতো এতবড় বাস্তবধর্মী জীবনবাদী কবি আর কেউ জন্মগ্রহণ করেননি। মঙ্গলকাব্যের দেবনির্ভর গতানুগতিক বিষয়বস্তুর ভেতর দিয়ে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর বাংলাদেশও নামগোত্রহীন সাধারণ বাঙালীদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের যে পরিচয় তিনি তুলে ধরেছেন, সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তার দৃষ্টান্ত বিরল। এ-কারণে মুখ্যতঃ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর প্রতিভার সঙ্গ এবং গৌণতঃ মঙ্গল-কাব্যের সঙ্গ আমাদের ছাত্রদের পরিচিত করার জন্যে তাঁর চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের 'কালকেতু' অংশটি আমাদের অনার্সের পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা হয়েছে। অনিবার্য কারণে বাংলাদেশে এ-সব কাব্য এখন দুষ্প্রাপ্য। আমাদের ছাত্রদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত এসব বইয়ের অভাব পূরণ উদ্দেশ্যে কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের 'কালকেতু উপাখ্যান, অংশটি সম্পাদন ক'রে প্রকাশ করা হ'ল।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' মধ্যযুগের একখানি সুবৃহৎ ও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য কাব্য। সেই সুবৃহৎ 'চণ্ডীমঙ্গল' প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত বলা যেতে পারে—(১) দেবখণ্ড (২) আক্ষেটিক খণ্ড (৩) বণিক খণ্ড। দেবখণ্ড স্বর্গলোকের কাহিনী, কিন্তু বাকি দু'খণ্ডের কাহিনী মর্ত্যলোকের। আক্ষেটিক খণ্ড হচ্ছে কালকেতু-ফুল্লরা উপাখ্যান এবং বণিক খণ্ডের কাহিনী ধনপতি-খুল্লনাকে নিয়ে। দেবখণ্ডে প্রথমেই আছে গণেশ, মহাদেব,

সরস্বতী, লক্ষ্মী—প্রভৃতি দেব-দেবীর বন্দনা—চৈতন্য-বন্দনাও আছে। তার পরেই সৃষ্টি-প্রকাশ—কিভাবে প্রজাপতির সৃষ্টি-লীলা শুরু হ'ল তারই বর্ণনা। এই সৃষ্টিধারার শুরুতেই শিবের শ্বশুর দক্ষের সঙ্গে শিবের বিরোধের চিত্র আছে। দক্ষ-যজ্ঞে শিব-নিন্দা শুনে তাঁর স্ত্রী সতী দেহ ত্যাগ করলেন, তার ফলেই সংঘটিত হ'ল শিবের দক্ষ-যজ্ঞ নাশ। সতী পুনর্বার হিমালয়ের ঘরে জন্ম নিলেন গৌরী নামে, হিমালয় পর্বতের কন্যা ব'লে তাঁকে পার্বতীও বলা হয়। এই পার্বতী বা গৌরী বয়ঃপ্রাপ্তা হ'লে আবার শিবকেই স্বামী হিসেবে পেতে চাইলেন, কিন্তু পত্নী-হারা শিব তখন তপস্যায় রত ছিলেন। এই স্থানে কালিদাসের কুমারসম্ভবের প্রভাব আছে, কালিদাসের অনুসরণে এইখানে তারকাসুরবধের জন্য কুমার-জন্মের আবশ্যকতা বর্ণিত হয়েছে। সেজন্য তপস্যারত শিবকে সংসারী হ'তে হয়, অতএব তপস্যা-ভঙ্গের জরুরী প্রয়োজনে মদনকে পাঠানো হ'ল। মদনদেব গৌরীকে সহায়তা করতে এসে শিবের তৃতীয় নয়ন-বিচ্ছুরিত অগ্নিরাশিতে ভস্মীভূত হলেন। শুরু হ'ল মদন-পত্নী রতি দেবীর বিলাপ এবং গৌরীর তপস্যা। তপস্যায় তুষ্ট হয়ে অবশেষে শিব গৌরীকে স্ত্রী হিসেবে বরণ করলেন। বিয়ের পর স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুর-বাড়িতেই বসবাস শুরু করলেন শিব—গণেশ-কার্তিকের জন্ম হ'ল। কিন্তু ঘরজামাই থাকার কুফল শীঘ্রই দেখা দিল, মা মেনকার সঙ্গে কন্যা গৌরীর কিছুতেই বনিবনা হয়না। বরং জামাতা কোনোই কাজ করেননা, কেবলি ব'সে ব'সে খান—এটি মেনকার অসহ্য। অগত্যা স্বামীসহ গৌরী কৈলাস যাত্রা করলেন।—এই সব অংশ অনেকখানি তৎকালীন বাঙালী জীবনের বাস্তব আলেখ্য হয়ে উঠেছে।

কৈলাসে গিয়ে এই গৌরীই দুর্গা, চণ্ডী, কালী ইত্যাদি নামে পরিচিতা হয়েছেন। দেবলোকে থাকতে থাকতে দেবতাদের মতোই দুর্গা, বা চণ্ডীদেবীর মনেও সাধ জাগল যে তিনিও মর্তবাসীদের দ্বারা পূজিতা হবেন। মর্তে তখন শিবের প্রবল প্রতাপ, সবত্রই শিব-পূজার ঘটা। দেবী চেষ্টা ক'রে মর্তে পূজা পেলেন কেবল কলিঙ্গ-রাজার এবং পশুদের কাছে। সার্বজনীন পূজা পেতে হ'লে কোনো দেবতাকে শাপ দিয়ে মর্তে পাঠাতে হয়, তিনি মর্তে গিয়ে দেবী পূজা করলে তবেই সর্বস্তরে তাঁর পূজা প্রচলিত

হবে। দেবী বেছে বেছে ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরকে মর্ত্তে পাঠানোর জন্য মনস্থ করলেন, কিন্তু দেবীর অনুরোধেও শিব বিনা অপরাধে তাঁকে শাপ দিতে পারবেন না ব'লে জানালেন। চণ্ডী তখন কীটরূপ ধারণ ক'রে ফুলের মধ্যে লুকিয়ে রইলেন। নীলাম্বর সেই ফুল শিবের পূজা দিলে ফুল থেকে বেরিয়ে কীট শিবকে দংশন করল এবং কীট-থাকা ফুলে পূজো দেবার অপরাধে শিব নীলাম্বরকে অভিশাপ দিলেন—মর্ত্তলোকে গিয়ে ব্যাধরূপে জন্ম নাওগে'। নীলাম্বর তখন কালাকেতু নাম নিয়ে ধর্মকেতুর ঘরে জন্ম নিলেন, তার স্ত্রী ছায়া ফুল্লরা নামে জন্ম নিলেন অন্য এক ব্যাধের ঘরে।—এই থান থেকেই মর্তলোকের কাহিনী শুরু।

মর্ত্তলীলা শেষ ক'রে কালকেতু স্বর্গলোকে গমন করলে দেবী আবার ইচ্ছা করলেন এবার স্বর্গের কোনো অপ্সরাকে মর্ত্তে পাঠিয়ে তার দ্বারা আপন পূজো আরো ভালোভাবে প্রচার করবেন। কিছুদিনের মধ্যেই সুযোগ পাওয়া গেল। ইন্দ্রের নর্তকী রত্নমালা নৃত্যের তাল ভুল করলে তাকে অভিশাপ দিয়ে মর্ত্তে পাঠানো হ'ল—খুল্লনা নাম ধারণ ক'রে লক্ষপতি। ঘরে জন্ম নিলেন তিনি, সূচনা হ'ল ধনপতি-খুল্লনা উপাখ্যানের।—চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের এই বিপুল-বিস্তৃত বিচিত্র কাহিনীর মধ্য থেকে কালকেতু উপাখ্যান-টুকু অর্থাৎ কালকেতুর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অংশটুকু পৃথকভাবে সঙ্কলন ক'রে প্রকাশ করা হ'ল। প্রার্থনা এবং গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ অধ্যায় দুটি রয়ে গেল কেবল মধ্যযুগীয় কাব্যের ও-দুটি অপরিহার্য অঙ্গ ব'লে। অতঃপর মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাব্য আস্বাদনের ইচ্ছা যাঁদের আছে, অথচ মধ্যযুগীয় মানসিকতার অভাবে সে ইচ্ছা কাব্য-পাঠে প্রবৃত্ত হওয়া মাত্রই দেব-বন্দনা ও পুরাণ- কাহিনীর এক ঘেয়েমী লেগে ক্ষয় পেতে পেতে বিতৃষ্ণায় রূপান্তরিত হয়ে যায় সেই পাঠকদের পক্ষে মুকুন্দরামকে আস্বাদন করা সহজসাধ্য হবে। মধ্যযুগের কবিকে কাব্য-প্রকরণগত নানাবিধ প্রচলিত রীতিনীতি মেনে চলতে হ'ত যার ফলে সেখানে বহু জিনিসের সমাবেশ হ'ত কেবল সেই রীতি রক্ষার খাতিরেই। মূল কাহিনীর পক্ষে একেবারে অবান্তর সেই সব অংশ আজকের পাঠকের কাছে বিরক্তিকর এবং কাব্যপাঠের পক্ষে

বাধা স্বরূপ। মঙ্গলকাব্য মাত্রেই কয়েকটি পালায় বিভক্ত হয়ে কয়েকদিন ধ'রে গীত হ'ত; চণ্ডীমঙ্গল কাব্য এক মঙ্গলবারে শুরু হয়ে আর-এক মঙ্গলবারে আটদিনের দিন শেষ হ'ত। আটদিনের উপযোগী করার জন্য কাহিনীকে নানা ভাবে টেনে বাড়িয়ে নিতে হ'ত কবিকে।—এই সব নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার মধ্যে কাব্য রচনা করতে গিয়ে স্বাভাবিক কবিত্বের বিকাশ-সম্ভাবনা কম ছিল। এরই মধ্যে যাঁরা সৃষ্টি-ক্ষমতায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হয়ে আছেন, কবিকঙ্কণ তাঁদের মধ্যে একজন। আমরা বিশষভাবে কবি-কঙ্কণের প্রতিভার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেবার উদেশ্য নিয়ে এই কাব্য-সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হয়েছি। তাই বিভিন্ন দেবদেবী-বন্দনা, শিব-পার্বতী সংবাদ, চৌতিশা স্তব প্রভৃতি যে সব অংশ কেবল মঙ্গলকাব্যের রীতি রক্ষার খাতিরেই রচিত হয়েছিল সেগুলি এখানে বাদ দেওয়া হয়েছে। কাহিনীর নিজস্ব প্রয়োজনে নয়, তাকে অষ্ট দিনের উপ-যোগী করার জন্য বা কেবলি একটা গতানুগতিক রীতি-রক্ষার খাতিরে যেসব অংশ অকারণে পল্লবিত করা হয়েছে, অথচ কাব্য-সৌন্দর্যেও সেগুলি নিম্নমানের—এমন কিছু কিছু অংশ, যেমন, বিভিন্ন যুদ্ধ বর্ণনা, কাঁচুলি নির্মাণ প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত ক'রে নেওয়া হয়েছে। তবে যে সব অংশ কবিত্বে, অথবা সমসাময়িক স্থান-কালের পরিচয়ে সমৃদ্ধ সেগুলি কাহিনীর পক্ষে অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হ'লেও বাদ দেওয়া হয়নি। এই কারণেই বনকর্তন, গুজরাট নগরে বিভিন্ন জাতির আগমন প্রভৃতি অংশ হুবহু রেখে দেওয়া হল। ঐ সব অংশে সেকালের বাংলাদেশের মানুষ ও প্রকৃতি-জগতের বহু তথ্য লাভ ক'রে এ-যুগের পাঠক পুলকিত হবে। গুজরাট নগরে নানা ধর্মাবলম্বী ও বিভিন্ন বৃত্তিধারী নরনারীর আগমনকে উপলক্ষ ক'রে লেখক মধ্যযুগের বাঙালী জাতির সমাজ-বিন্যাসের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা অনন্য উদাহরণ না হ'লেও সর্বাধিক প্রশংসার যোগ্য তাতে সন্দেহ নেই। এখনও কথায় কথায় আমরা ছায়া-ঢাকা পাখি-ডাকা আমাদের এই পূর্ব পাকিস্তানের কথা ব'লে গর্ব অনুভব করি, কিন্তু আমাদের এ-কালের সাহিত্যে বাংলাদেশের কটি গাছ বা পাখির সাক্ষাৎ

আমরা পাই ? শুধু রবীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দ-জসীমউদ্দীন প্রভৃতি স্বল্প কয়েক-জন কবির কাব্যেই বাংলাদেশ নামে একটা দেশের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। কবিকঙ্কণের 'বনকর্তন'-অধ্যায়ে এদেশের উদ্ভিদ-জগতের যে পরিচয় মেলে তা বিস্ময়কর। কবিকঙ্কণ যতো গাছের উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে কয়েকটি সঠিক কী গাছ বা' কোন্ ধরণের গাছ তা আমরা অনেক চেষ্টা ক'রেও উদ্ধার করতে পারিনি। সম্ভবত সেকালের কোনো স্থানীয় নাম কবি ব্যবহার ক'রে থাকবেন।

এই গ্রন্থ সঙ্কলনের ব্যাপারে আমরা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত বিভিন্ন 'কবিকঙ্কণচণ্ডী' পরীক্ষা ক'রে দেখেছি এবং বিভিন্ন পাঠান্তর মিলিয়ে যে পাঠ যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছে তাই গ্রহণ করেছি। পাদটীকায় যথাসম্ভব পাঠভেদও উল্লেখ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে যাঁরা এই গ্রন্থ হাতে লেখা পুঁথি থেকে সঙ্কলন করেছিলেন কেউই তাঁরা পাঠ-ভেদ সম্পর্কে কোনো ঐকমত্যে পৌঁছুতে পারেননি, পারা সম্ভবও ছিল না। কবিকঙ্কণের কাব্যের আদি অকৃত্রিম রূপ উদ্ধার করা এখন এক প্রকার অসম্ভব বললেই চলে। কাব্যখানি অশেষ জনপ্রিয় হওয়াই বহুবার লিপিকরের দ্বারা নকল করানো হয়েছে এবং প্রত্যেকবারেই লিপিকরের হাতে তার কিছু-না-কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, মধ্যযুগের সব কবির ক্ষেত্রেই এমনটি ঘটেছে। সেকালের কোনো লিপিকরই এমন নিষ্ঠার পরিচয় দেননি যাতে কোনো মধ্যযুগীয় কবি তাঁর আদি ও অকৃত্রিম রূপে আমাদের কাছে পৌঁছুতে পারতেন। পূর্বে বলা হয়েছে যে কবিকঙ্কণের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের অন্তর্গত নানাগুণে সমৃদ্ধ কালকেতু-উপাখ্যানটিকেই তুলে ধরা আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা আশাকরি আমাদের সম্পাদিত এ-অংশটুকু থেকে কবি মুকুন্দরামের কাব্য আস্বাদনে পাঠকের কোনো অসুবিধা হবেনা।

সূচীপত্র

বিষয় | | | পৃষ্ঠাঙ্ক

প্রার্থনা

তেজিয়া কৈলাস গিরি উর মা মরতপুরী
ভৃত্যের করিতে পরিত্রাণ।
বিশ্রাম দিবস আট শুন গীত দেখ নাট
আসরে করহ অধিষ্ঠান ॥
লিখি পড়ি নানা গ্রন্থ না জানি সঙ্গীত পন্থ
কৃপা করি দিলে গুরুভার।
অনভিজ্ঞ তালমানে কেমনে বুঝাব আনে
দোষগুণ সকলি তোমার ॥
যে বোল বলাও তুমি সেই বোল বলি আমি
তুমি কর মোরে উপদেশ।
প্রচার যেমন কাব্য নহে গো যেমন ভাব্য
করি চিন্তা, হর মোর ক্লেশ ॥
বলি হোম ধূপ দীপে তোমা পূজে সপ্ত দ্বীপে
তোমার সেবক জন জন।
নায়কের থাকে দোষ দূর করি অভিরোষ
কর সর্ব্ব দুঃখবিমোচন ॥
যোগময়ী জোগত্রাণী শক্তিভূতা সনাতনী
ত্রৈবিদ্যা অনাদি বাসনা।
মহাযোগ কালরাত্রি গায়ত্রী ভুবনধাত্রী
শক্তিরূপা সংসার বাসনা ॥
সলিলে ডুবিলে মহী আশ্রয় করিয়া অহি
শয়ন করিলা নারায়ণ।
সেই অবসান কালে প্রভুর শ্রবণ মূলে
দুই দৈত্য কৈলা মহারণ ॥

মধু সে কৈটভ নাম দুই দৈত্য অনুপাম
বিধাতারে করে বিড়ম্বন।
নাভিপদ্মে প্রজাপতি তোমারে করিল স্তুতি
তার তুমি হইলে শরণ ॥
যে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি রজ তম সত্ত্ব
বেদমাতা সাবিত্রীরূপিণী।
তুমি আদ্যা মহামায়া শঙ্করী শঙ্করকায়া
আমি নর কি বলিতে জানি ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয় নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

১—১ তুমি কবি মোর ব্যপদেশ (খ);
২—২ প্রচরে যেমনে কাব্য লয় বা তেমনে ভব্য (খ);
প্রচরে যেমত কাব্য শুনয়ে যেমতি ভব্য (গ);
৩—৩ কর মাতা কৃপাবলোকন।

গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ

শুন ভায়্যা সভাজন কবিত্বের বিবরণ
এই গীত হইল যেমতে ।
উরিয়া মায়ের বেশে কবির শিয়র দেশে
চণ্ডী দেখা দিলা আচম্বিতে ।।
সহর সিলিমাবাজ তাহাতে সজ্জন-রাজ
নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ ।
তাহার তালুকে বসি দামিন্যায় চাষ চষি
নিবাস পুরুষ ছয় সাত ।।
ধন্য রাজা মানসিংহ কৃষ্ণপদে লোল ভৃঙ্গ
গৌড় বঙ্গে উৎকল মহীপ ।
রাজা মানসিংহকালে প্রজার পাপের ফলে
হল্য রাজা মামুদ সরীপ ।।
উজীর হল্য রায়জাদা বেপারীরে দেয় খেদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল্য অরি ।
মাপে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি ।।
সরকার হৈল কাল খীল ভূমি লেখে লাল
বিনি উপকারে খায় ধুতি ।
পোতদার হৈল যম টাকা আড়াই আনা কম
পাই লভ্য খায় দিন প্রতি ।।
ডিহিদার অবোধ খোজ কড়ি দিলে নাহি রোজ
ধান্য গরু কেহ নাহি কেনে ।
প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হইলা বন্দী
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে ।।

[৮]পেয়াদা সবার কাছে[৮]   প্রজারা পালায় পাছে
দুয়ার চাপিয়া[৯] দেয় থানা।
প্রজা [১০]করে বিয়াকুলি[১০]   বেচে [১১]ফাল কোদালি[১১]
টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা॥
সহায় শ্রীমন্ত খাঁ   চণ্ডীবাটী যার গা।
যুক্তি কৈলা গরিব খাঁ[১২] সনে।
দামন্যা ছাড়িয়া যাই   সঙ্গে [১৩]রামানন্দ[১৩] ভাই
পথে চণ্ডী দিলা দরশনে॥
ভেঠনায় [১৪] উপনীত   রূপরায় নিল বিত্ত।
যদু কুণ্ডু তেলি কৈল রক্ষা।
দিয়া আপনার ঘর   নিবারণ কৈল ডর
তিন দিবসের দিল ভিক্ষা॥
বাহিয়া মুড়াই নদী   সদাই সোঙরি বিধি
তেউট্যায় হৈল উপনীত।
দারিকেশ্বর তরি   পাইল বাতন গিরি [১]
গঙ্গাদাস বড় কৈলা হিত॥
নারায়ণ পরাশর   পার হয়্যা দামোদর
উপনীত কুচট্যা নগরে।
তৈল বিনে কৈল স্নান   করিল উদক পান
শিশু কান্দে ওদনের তরে॥
আশ্রম [১৬] পুখুর আড়া   নৈবেদ্য শালুক পোড়া
পূজা কৈলা কুমুদ প্রসূনে।
ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে   নিদ্রা যাই সেই ধামে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে॥
[১৭] করিলা অনেক দয়া [১৭]   দিলা চরণের ছায়া
আজ্ঞা দিলা রচিতে সঙ্গীত।

চণ্ডীর আদেশ পাই　　　সিলাই তরিয়া যাই
আড়রায় হইলুঁ উপনীত ॥
আড়রা ব্রাহ্মণ ভূমি　　　ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী
নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ববাণী　　　সম্ভাষিলুঁ নৃপমণি
[১৮]পাঁচ আড়া মাপি দিলা ধান ॥[১৮]
সুধন্য বাঁকুড়া রায়　　　ভাঙ্গিল সকল দায়
সুতপাঠে [১৯] কৈল নিয়োজিত।
তাঁর সুত রঘুনাথ　　　রাজগুণে অবদাত
গুরু কর্যা করিল পূজিত ॥
সঙ্গে দামোদর নন্দী　　　যে জানে স্বরূপ সন্ধি
অনুদিন করয়ে যতন।
নিত্য দেয় অনুমতি　　　রঘুনাথ নরপতি
গায়নেরে দিলেন ভূষণ ॥
বীর মাধবের সুত　　　রূপে গুণে অদ্‌ভুত
[২০]রঘুনাথ নৃপতিভূষণ[২০]।
মুকুন্দরচিত পুথি　　　শুনি সুখে নরপতি
ক্ষাতি দিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

১ যেন মতে (ক) ২–২ চণ্ডিকা বসিলা (ক) ৩-৩ বিষ্ণুপদাম্বুজ ভৃঙ্গ (ক) ৪ অধিপ (ক) ৫ ডিহিদার (ক) ৬-৬ বেপারি ক্ষত্রিয় খেদা (খ) ৭-৭ বৈষ্ণবজনে অরি (খ) ৮-৮ জাঁদা রহে প্রতি নাছে (খ) ৯ জাঁতিয়া (খ) ১০-১০ হইল ব্যাকুলি (ক)

১১-১১ { ঘর কুটত্তালি (খ)
ঘরের কুড়ালি (ক) }

১২ মুনিব খাঁ (ক) ১৩ রমানাথ (ক)

১৪ ভালিয়ায় (খ) ১৫ পাওলপুরী (খ) ১৬ আশ্রয় (খ) ১৭-১৭ দেবী চণ্ডী মহামায়া (ক) ১৮-১৮ রাজা দিলা দশ আড়া ধান (খ) ১৯ শিশুপাছে (ক) ২০-২০ বীর বাঁকুড়া ভাগ্যবান (ক)

নিদয়ার গর্ভ

প্রথম মাসের গর্ভ জানি বা না জানি।
দুই মাসে যত লোক করে কানাকানি॥
তিন মাসে করে রামা ভূতলে শয়ন।
চারি মাসে করে রামা মৃত্তিকা ভক্ষণ॥
পাঁচ মাসে নিদয়ার না রুচে ওদন।
ছয় মাসে নাহি চলে অবশ চরণ॥
সাত মাসে নববস্ত্র দিল ধর্ম্মকেতু।
গণকে জিজ্ঞাসে পুত্র-জনমের হেতু॥
অষ্ট মাসে নিদয়ার বেড়ে যায় পেট।
চলিতে না পারে রামা চাহিতে নারে হেঁট॥
নয় মাসে নিদয়ার সাধ দেয় ব্যাধ।
নিদয়া স্বামীকে কহে ভাবিয়া বিষাদ॥
রচিয়া মধুর পদ একপদী ছন্দ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গাইল মুকুন্দ॥

সাধ ভক্ষণ

প্রাণনাথ ! কাল গর্ভ হৈল কোন ফলে।
অরুচি করিল বল [১]না রুচে ওদন জল[১]
পেটে ক্ষুধা মুখে নাহি চলে ॥
[২]নিকটে নাহিক মায় নিজ কথা কহি তায়[২]
পিসি মাসী বহিনী মাতুলী।
জ্ঞাতি বন্ধু নাহি আর যে বহে ঘরের ভার
নিয়তি আমার প্রতিকূলী ॥
দেখিয়া গর্ভের ভর মনে বড় লাগে ডর
ক্ষুধাতৃষা নাহি দিন দশ।
আপনার মত পাই তবে গ্রাস কত খাই
পোড়া মাছে জামিরের রস ॥
নিধানী করিয়া খই তথি মহিশের দই
কুল করঞ্জা প্রাণসম বাসি।
যদি পাই মিঠা ঘোল পাকা চালিতার ঝোল
প্রাণ পাই পাইলে আমসী ॥
আমার সাধের সিমা হেলঞ্চ কলমী গিমা
বোয়ালী[৩] কুটিয়া কর পাক।
ঘন কাটি খর জ্বালে সাঁতলিবে কটু তেলে
দিবে তাতে পলতার শাক ॥
পুঁই-ডগা মুখী-কচু তাহে ফুলবড়ি কিছু
[৪]কাঠালের বিচি গণ্ডা দশ।[৪]

রান্ধিবে চিঙ্গুড়ি মিনে   শাতুলিবে কটু তেলে
অবশেষে দিবে আদারস ।।
লবণ কিছু দিয়ে বাড়া   নকুল গোধিকা পোড়া
হংসডিমে কিছু তোল বড়া ।
কিছু ভাজ রাই-খড়া   চিঙ্গুড়ির তোল বড়া
সজারু করহ শিকপোড়া ।।
পোড়া মৎসে লেম্বুরস   কই মৎসে রান্ধ ঝশ
দিবে তথি মরিচের ঝাল ।
হরিদ্রারঞ্জিত কাঞ্জী   উদর পুরিয়া ভুঞ্জী
প্রাণ পাই পাইলে পাকাতাল ।।
সদাই নাকার উঠে   দিনে দিনে বল টুটে
সদাই বদনে উঠে জল ।
মূলাতে বেগুন সীম   [৫]তথি মিশাইয়া নিম[৫]
[৬]কিছু দিবে উড়ম্বর ফল ।।[৬]
নিদয়ার সাধ হেতু   ঘরে ঘরে ধর্ম্মকেতু
চাহিয়া আনিল আয়োজন ।
আপনি রান্ধিয়া সাধ   নিদয়ারে দেয় ব্যাধ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ।।

১-১ ওদন ব্যঞ্জন জল (খ) ২-২ নিকটে নাহিক মাতা কারে কব দুঃখ কথা (ক) ৩ বোদালি (গ) ৪-৪ আর দিবে মরিচের ঝাল (ক) ৫-৫ তাহে কিছু দিহ নিম (ক ৬-৬ আর দেহ উড়ুম্বর ফল (ক)

কালকেতুর জন্ম

পূর্ণ হৈল দশ মাস [১]নিদয়ার বাড়িল ত্রাস[১]
আছিল আপন কর্ম্মফলে ।[২]
প্রসূতিমারূত নড়ে অনুক্ষণ ব্যথা বাড়ে
নিদয়া লোটায় ভূমিতলে ॥
সখিস্কন্ধে দিয়া ভর আইসে বাহির ঘর
কেহ অঙ্গে দেয় তৈলপানী ।
আসি কেহ প্রিয় সই মুখে তুলে দেয় দই
নিদয়া স্বামীরে[৩] বলে বাণী ॥
প্রাণনাথ ! হেঁট হইতে বড় পাই ক্লেশ ।
কেশমূলে পড়ে টান কি জানি করয়ে প্রাণ
করিবে কেমন উপদেশ ॥
[৪]হইল উদর ভারি বসিলে উঠিতে নারি[৪]
শুইলে ফিরাতে নারি পাশ ।
চাহিতে না পারি হেঁট সূঁচে যেন বিন্ধে পেট
দুর হইল জীবনের আশ ॥
সংশয় প্রাণের আশা হইল মরণ দশা
বুকে পেটে বিন্ধে যেন বাণ ।
[৫]সশঙ্ক আমি জায়া[৫] কেবল তোমার দয়া
জীউ মোর হইল নিদান ॥
[৬]যদি দইয়া থাকে মোরে ডাকি আন পড়শীরে[৬]
জানে যেই প্রসবসন্ধান ।
খুঁজিয়া নগরে জ্ঞানী আনহ ঔষধ পানী
নিদয়ার রাখহ পরাণ ॥
[৭]নিদয়া কহিল যত মনে ভাবি ব্যাধসুত[৭]
চলে ব্যাধ কলিঙ্গনগরে ।

সেবকসন্তাপখণ্ডী   ব্রাহ্মণীর বেশে চণ্ডী
উরিলেন ব্যাধের মন্দিরে ।।
[৮]কেবল পূর্ব্বের পুণ্যে   পথে দেখা ব্যাধ শনে,[৮]
ধর্ম্মকেতু পড়িলা চরণে ।
[৯]গর্ভের কারণ জত   নিবেদয়ে ব্যাধসুত[৯]
নিদয়ারে রাখহ পরাণে ।।
শুনিয়া প্রসব-ব্যথা   জানি জিজ্ঞাসেন মাতা
কপটে মন্ত্রিত কৈলা জলে ।
কেবল পুণ্যের ফল   নিদয়া খাইল জল
কুমার পড়িল মহীতলে ।।
উঙা উঙা ডাকে সুত   [১০]দোঁহে প্রেমানন্দযুত[১০]
পূর্ণ হইল সকল মানস ।
সুতের কল্যাণ হেতু   স্নান কৈলা ধর্ম্মকেতু
দ্বিজে দিল মৃগ গোটা দশ ।।

পুত্র হৈল ধর্ম্মকেতু হরষিত মনে ।
চাল ফাঁড়ি অগ্নি জ্বালে সূতিকা-ভবনে ।।
সঘনে হুলই পড়ে নাভির ছেদনে ।
ব্যোমযানে ভগবতী উঠিলা গগনে ।।
গোমুণ্ড স্থাপিল ষষ্ঠী দ্বার ডানিভাগে ।
পূজা করি ধর্ম্মকেতু তারে বর মাগে ।।
[১১]তিনদিনে পান্ন সুপত্য করাইয়া ।
ষ্যাট্যারা করিল ব্যাধ রজনী জাগিয়া ।।[১১]
অষ্টদিনে অষ্টকলাই কৈল ধর্ম্মকেতু ।
[১২]নয়দিনে নবনত্তা কৈল শুভ হেতু[১২] ।।
আনরূপ ব্যাধসুত দিবসে দিবসে ।
ষষ্ঠী পূজা কৈল তার একত্রিশ দিবসে ।।

পূজিল সোমাই ওঝা দিয়া বলিদান।
দক্ষিণে ঘোড়ারু দিল বামে ঢোলকাণ ॥
ক্ষণে নিদ্রা যায় বালা করয়ে দেহালা।
ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসে অক্ষটীর বালা ॥
নিরাতঙ্কে যায় তার দুই তিন মাস।
কিরাত-নন্দন দেয় উলটিয়া পাশ ॥
চারি পাঁচ মাস গেল ছয়ে পরবেশ।
ভোজন [১৩]করাল্য বলি দিয়া ছাগ মেষ ॥
দৈবজ্ঞ আনিয়া নাম থুইল কালকেতু।
গণকে দক্ষিণা দিল কল্যাণের হেতু ॥
সাত আট মাস গেল হৈল নয় মাস।
মুকুতা জিনিয়া দুই দশন প্রকাশ ॥
দশমাসে ধায় বালা দিয়া হামাগুড়ি।
[১৪]ধরিতে ধরিতে যায় [১৪] বাঁকুড়ি বাঁকুড়ি ॥
একাদশ মাস গেল হইল বৎসর।
ঘরে ঘরে ফিরে শিশু মনে নাহি ডর ॥
দুই তিন সমা গেলে শিশুগণে মেলে।
ভল্লুক শরভ ধরি কালকেতু খেলে ॥
পঞ্চম বরষে কৈল কর্ণের বেধন।
অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

১-১ ইন্দ্রসুত গর্ভবাস (ক) ২-২ ভুঞ্জেন আপন কর্ম্ম ফলে (ক) ৩ প্রভুরে (ক) ৪-৪ পুন নাথ যদি বসী উঠিতে সঙ্কট বাসী (খ) ৫-৫ শত সংখ্যা আমি জায়া (গ) ৬-৬ আমার বচন শুন পাশ-পড়সীকে আন (ক) ৭-৭ শুনি বনিতার কথা হৃদয়ে ভাবিয়া ব্যথা (ক) ৮-৮ কি কব পুণ্যের লেখা ব্যাধ সনে পথে দেখা (ক) ৯-৯ কৃপা কর ঠাকুরাণী জান কি ঔষধ পানী (ক)

১০-১০ | দুজনে পুলকযুত (গ)
| দুহেঁ হৈল মুদ-জুত (খ)

১১-১১ তিন দিনে নিদয়ার সুপথ্যি পাচন (ক) ১২-১২ লক্তী কৈলা নয়দিনে সুত-শুভ হেতু (খ) ১৩ ওদন (ক) ১৪-১৪ ধীরে ধীরে যায় শিশু (ক)

কালকেতুর বাল্যক্রীড়া

দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু
জিনিয়া মাতঙ্গ গতি[১] জেন নব রতিপতি
সবার লোচনসুখহেতু ॥
নাক মুখ চক্ষু কান কুন্দে জেন নিরমাণ
দুই বাহু লোহার শাবল।
রূপে গুণে শীলে বাড়া বাড়ে যেন হাথি কড়া
[৩]জিনি শ্যামচামর কুন্তল ॥[৩]
বিচিত্র কপালতটি গলাতে জালের কাঁঠী
করে জোড়া লোহার শিকলী।
বুকে দোলে বাঘনখে রাঙ্গা ধুলা গায়ে মাখে
তনু মাঝে শোভিছে ত্রিবলী ॥
কপাটবিশাল বুক নিন্দি ইন্দীবর মুখ
আকর্ণ দীঘল বিলোচন।
গতি জিনি গজরাজ কেশরী জিনিয়া মাঝ
মোতিপাঁতি জিনিয়া দশন ॥
দুই চক্ষু যেন নাটা খেলে টিক কুচ ভাটা
কানে শোভে ফটিক কুণ্ডল।
[৪]রাঙ্গা ধুলা মাখি গায় পবন গমনে জায়[৪]
শিশু মধ্যে যেমন মণ্ডল ॥
[৫]লইয়া পাবড়া ঢেলা[৫] যার সঙ্গে করে খেলা
তার হয় জীবন সংশয়।

যে জনে আঁকাড়ি ধরে তুলিয়া আছাড়ে তারে
ভয়ে কেহ নিয়ড় না হয় ॥
শিশুগণ সঙ্গে ফিরে তাড়িয়া শশারু ধরে
দুরে পশু পালাইতে নারে।
বিহঙ্গ বাটুয়ালে বধে লতাতে জড়ায়ে বান্ধে
কান্ধে ভার বীর আস্থে ঘরে ॥
গণকে আনিয়া ঘরে শুভদিন শুভবারে
ধনু দিল ব্যাধসুত-করে।
ফোটা দিয়ে বিন্ধে রেজা ছাড়িতে শিখয়ে নেজা
চামের টাপর শোভে শিরে ॥
ইচ্ছা লয় যেই দিনে বন জায় পিতা সনে
আগে ধায় জিনিয়া পবনে।
তাড়ায়্যা হরিণ ধরে কি কাজ ধনুক শরে
বিভা হেতু ব্যাধ ভাবে মনে ॥
দৈবযোগে নিয়া ভার পিতাপুত্রে একবার
হাটে গেলা নিদয়ার সনে।
হিরা নিদয়ার কাছে মাংসের পশরা বেচে
যুল্লরা তাহার সন্নিধানে ॥
হিরা নিদয়ারে বলে ক সুত হইয়াছে কোলে
ইহা শুনি বলেন নিদয়া।
সুত জিয়া থাকু সই হউক বহু পরমাই
বর দেহ ঝাট হৌক বিয়া ॥"
দৈবের নির্ব্বন্ধ বড় একত্রে দুজনে জড়
মনে মনে ভাবে হিরাবতী।
'মোর যুল্লরার তরে বিভা দিব এই বরে
কামসম মোহনমুরতি ॥'

হেনকালে আল্য ওঝা কান্ধে কুশ পুথি বোঝা
গেলা ধর্ম্মকেতু সন্নিধান।
শরট কমঠ ভেঠ দিয়া কৈলা মাথা হেঁট
ওঝা তারে করিলা কল্যাণ ॥

১-১ ধূলে মাতজজ-গতি (খ) ২-২ যেন সে শালের কোঁড়া (গ)
৩-৩ ঘন জিনি সুচারু কুন্তল (ক) ৪-৪ পরিধান বীর-ধড়ী মাথাতে জালের দড়ি (ক) ৫-৫ লইয়া ফাউড়া ডেলা (গ)
৬-৬ দেবীর প্রসাদহেতু এই পুত্র কালকেতু
আশীষ করহ হ'ক বিয়া (ক)
৭-৭ সুন্দরা সেবিলা হয় তবে মিলে এই বর
রূপে যেন মদন-মূরতি। (ক)

কালকেতুর বিবাহের অনুবন্ধ

সোমাই পণ্ডিত সনে বসিয়া বিরলে।
চরণে ধরিয়া ধর্ম্মকেতু কিছু বলে ॥
সাত সাত পুরুষের তুমি পুরোহিত।
দেবতা সমান বুঝি তোমার চরিত ॥
পুত্রের বিবাহহেতু করি অভিলাষ।
কিরাত নগরে কর কন্যার তল্লাস ॥
এত যদি বলে ব্যাধ দ্বিজের চরণে।
ফুল্লরা সঞ্জয়সুতা পড়ে তার মনে ॥
অঙ্গীকার করি দ্বিজ চলি গেল ঝাট।
সবে গেলা নিজ ঘরে সমাপিয়া হাট ॥
সঞ্জয়কেতুর ঘরে গেলা সোম দ্বিজ।
বন্দিল সঞ্জয় তার পদসরসিজ ॥
এমন সময়ে আসি ফুল্লরা সুন্দরী।
দ্বিজেরে প্রণতি কৈলা জোড়কর করি ॥
[২]বলে ব্যাধ এই কন্যা[২] নামেতে ফুল্লরা।
কিনিতে বেচিতে ভাল জানয়ে পশরা ॥
রন্ধন করিতে ভাল এই কন্যা জানে।
বন্ধু মিলি রূপ গুণ ইহার বাখানে ॥
কহিলা সঞ্জয়কেতু দিব এক ভার।
ফুল্লরার বরহেতু উদ্যোগ তোমার ॥
[২]ইহা শুনি দ্বিজ তারে দিলান উত্তর।
ইহার উচিত আছে কালকেতু বর ॥[১]
[৩]চন্দ্রকেতু পিতামহ পিতা ধর্ম্মকেতু।
তার পুত্র কালকেতু কুলযশহেতু ॥[৩]

[৪]একাদশ বৎসরের যেন মত্ত হাতী[৪] ।
অর্জ্জুন সমান তার ধনুকে খেয়াতি ॥
সেই বরযোগ্য কন্যা তোমার ফুল্লরা ।
খুঁজিয়া পাইল যেন হাঁড়ির মত সরা ॥
একে চায় আরে পায় জায়া হীরাবতী ।
সঞ্জয়কেতুর সনে নিরালে যুকতি ॥
[৫]পণের নির্ণয় কৈল দ্বাদশ কাহন ।
ঘটকালী পাবে ওঝা তুমি চারিপণ ॥[৫]
পাঁচগণ্ডা গুয়া দিব গুড় পাঁচসের ।
ইহা দিলে আর কিছু না করিবে ফের ॥
ত্বরা করি গেল দ্বিজ যথা ধর্ম্মকেতু ।
কহিল নির্ণয় যত বিবাহের হেতু ॥
ভক্ষ্যদ্রব্য করি কৈল বান্ধবের মেলা ।
সঞ্জয় আনিয়া বরে দিল বরমালা ॥
তিনটা পাতনকাণ্ড দিল জামাতারে ।
দু-বিহাই কোলাকুলি করি গেলা ঘরে ॥
গোলাহাটে শোধ দিলা দ্বাদশ কাহন ।
কন্যা-দরশনী দিয়া করিলা লগন ॥
[৬]রবিবার ত্রয়োদশী তারকা[৬] রেবতী ।
বিবাহে সঞ্জয়কেতু দিলা অনুমতি ॥

১-১ এই কন্যা রূপে গুণে (গ) ২-২ এমন শুনিয়া দ্বিজ তাহার বচন। অঙ্গীকার করি তারে বলেন তখন॥ (ক) ৩-৩ ধর্ম্মকেতুসুত শেই সুকেতুর নাতি। অর্জুন শমান জার ধনুক-খেয়াতি। (খ) ৪-৪ দৌড়িয়ে ধরয়ে বাঘ রণে মাতা হাথী। (গ) ৫-৫ পণের নিয়ম কৈলা পঞ্চম কাহন। দ্বিজের দক্ষিণা ফুরাইলা পাঁচ পণ॥ (খ)
৬-৬ ত্রয়োদশী গুরুবারে নক্ষত্র (ক

কালকেতুর বিবাহ-উদ্যোগ

নানা বস্তু কেনে হাটে হরিণ মহিষ কাটে
নিমন্ত্রিয়া আনে বন্ধুজন।
নিয়া অধিবাস-ডালা কিরাত নগরে গেলা
বন্ধু মেলি সোমাই ব্রাহ্মণ।।
বন্দি পদ-সরসিজ আসনে বসাল্য দ্বিজ
শুভক্ষণে বান্ধিল ছান্দলা।
গোময়ে লেপিয়া মাটি আলিপনা পরিপাটি
চারিদিকে বন্ধুগণ মেলা।।

ফুল্লরার গন্ধ-অধিবাস।
[1]ছায়ামণ্ডপের মাঝে ঢেমচা দগড় বাজে[1]
হিরাবতী হৃদয়ে উল্লাস।।
পরিয়া হরিদ্রাবাসে কটাক্ষ করিয়া হাসে
যত সর্ব্ব পরিহাসী জনে।[1]
সুবেশা ফুল্লরা নারী সঙ্গে সখী জনা চারি
বসিলা পিতার সন্নিধানে।।
ব্রাহ্মণ বসিয়া পীঠে বেদমন্ত্র পড়ি ঘটে
গনেশেরে কৈল আবাহন।
দিয়া পঞ্চ উপচারে পূজা কৈলে দিবাকরে
শুভক্ষণে গন্ধাধিবাসন।।
মহী আর গন্ধ শিলা দূর্ব্বা ধান্য পুষ্পমালা
দধি ঘৃত স্বস্তিক সিন্দূর।
শঙ্খ কজ্জল সোণা তাম্র রৌপ্য গোরোচনা
চামর দর্পণ কর্ণপুর।।

৩দ্বিজ সুতা বান্ধে হাথে মণ্ডল্যা বান্ধিলা মাথে৩
আয়্যা দেয় জয় চারিভিতে।
ষোড়শ মাতৃকাপূজা ঘৃত ঢালি চেদিরাজা
পূজা তথি কৈলা পুরোহিতে ॥
কর্ম্মকাণ্ড ছিল যত সমাধিল পুরোহিত
দেখি ধর্ম্মকেতুর কৌতুক।
তথা অধিবাস আদি কৈলা ব্যাধ যথাবিধি
আনন্দে করিলা নান্দীমুখ ॥
একে একে কৈল কর্ম্ম যে ছিল কুলের ধর্ম্ম
ধর্ম্মকেতু কৈলা সমাপন।
মুকুটমণ্ডিত শির কালকেতু মহাবীর
বন্দে গুরু দ্বিজের চরণ ॥

১-১ নৃত্য গীত সুবাদন কোলাহল বন্ধুজন (খ)

২-২ ফুল্লরা বাহিরে আসে
দেখি সুখী সব বন্ধুজনে ॥ (ক)

৩-৩ দ্বিজ সূত্র বান্ধে করে বান্ধিল মুড়লা শিরে (ক)

কালকেতুর বিবাহ

গমনের শুভ বেলা বাউরী যোগায় দোলা
তথি বীর কৈল আরোহণ ।
বর যাত্রা পড়ে সাড়া বাজয়ে ঢেমচা কাড়া
চারিদিকে[১] বাজয়ে বাজন ।।

কালকেতুর বিবাহমঙ্গল ।
চৌদিকে হুলুই ধ্বনি দেই ব্যাধ-নিতম্বিনী
নিদয়ার মানস সফল ।।
আইল বরযাত্রিগণ সঞ্জয়ের নিকেতন
নমস্কার হৈল কোলাহল ।
কেহ আগাইয়া বীরে গুড় চাউলী মারে
গুয়া কাটায় হৈল গণ্ডগোল ।।
সমুখে[২] দেউটি জ্বলে হাস্য কথা কুতূহলে
কহে যত বরযাত্রিগণ ।
জামাতা-গৌরব হেতু আসিয়া সঞ্জয়কেতু
সবারে করিলা সম্ভাষণ ।।
ছায়ামণ্ডপের তলে বসাল্য কুঞ্জরছালে
বন্ধুগণ মেলি কুতুহলে ।
স্বস্তিবাক্য দ্বিজে করে বরণ করিলা বরে
বীর-ধড়া স্ফটিক কুণ্ডলে ।।
করিয়া বিরল স্থান জামাতারে করে মান
প্রেমবতী ব্যাধের অবলা ।
[৩]দুর্ব্বাধান্য দিয়া শিরে মঙ্গল আচার করে
গলে তার দিলা পুষ্পমালা ।।[৩]
চারিদিকে গীত-নাটে ফুল্লরা বসিলা পাটে
কুঞ্জরের চর্ম্ম মধ্যে ধরে ।

চৌদিকে ব্যাধের নারী উচ্চস্বরে বলে হরি
ছাউনী হইল কন্যাবরে ।।
বাপের পুণ্যের হেতু আনন্দে সঞ্জয়কেতু
কুশহস্তে করে কন্যাদান ।
যৌতুক ধনুকখান দিলে খর তিন বাণ
[4]জামাতারে করিল বহু মান ।।[4]
বাজায়্যা ঢেমচা পড়া দ্বিজে বান্ধে গাঁটিছড়া
বরকন্যা দেখে অরুন্ধতী ।
বন্দিয়া রোহিণী সোম লাজাহুতি কৈল হোম
দোঁহে কৈলা অনলে প্রণতি ।।
দোঁহে প্রবেশিয়া ঘরে মীন মাংস ভোগ করে
রাত্রি গেল কুসুমশয্যায় ।
চিন্তাযুক্ত ধর্ম্মকেতু কুটুম্বভোজন হেতু
বেহাইরে মাগিলা বিদায় ।।
বেহাইর পায়ে পড়ি ব্যবহার কৈল কড়ি
সাতনলা আঠাজাল ফান্দে ।
[5]পাথরে আমানী ভরি[5] দিলা সঞ্জয়ের নারী
ফুল্লরা করিয়া কোলে কান্দে ।।
[6]ইষ্ট কুটুম্ব আদি[6] সঞ্জয়ের যত জ্ঞাতি
অভিলাষ পূরিলা যৌতুকে ।
রচিয়া ত্রিপদীছন্দ গান করে শ্রীমুকুন্দ
রাজা রঘুনাথের কৌতুকে ।।

১ বর বেড়ি (খ) ২ চৌদিকে (খ)
৩-৩ শিরে দিয়া দূর্ব্বাধান নিছিয়া ফেলিলা পান
গলে দিল বন ফুল মালা (ক)
৪-৪ মূর্ব্বা গুণ অঙ্গুলীর ত্রাণ (খ) ৫-৫ মাট্যা শিলা চালু পুরি (খ)
৬-৬ ইষ্টবন্ধু নানা জাতি (খ)

কালকেতুর স্বদেশে গমন

শ্বশুরে বিদায় করি আল্যা বীর নিজ পুরী
ফুল্লরা সহিত কুতূহলী।
[১]পুত্রেরে আশীস দিয়া পান নিছে পেলাইয়া[১]
নিদয়া দিলেন হুলাহুলী॥
[২]ছায়ামণ্ডপের মাঝে ঢেমচা দগড়ি বাজে
বন্ধুজন দিলেন যৌতুকে।[২]
অন্নপানে করি সুখী পঞ্চদিন ঘরে রাখি
বিদায় দিলেন সকৌতুকে॥
[৩]সম্পাদ-অর্জ্জনে ধীর[৩] হৈলা কালকেতু বীর
দেখি সুখী হৈলা ধর্ম্মকেতু।
[৪]নিদয়া হরিস[৪] বড় বধূ গৃহকর্ম্মে দড়
কুলযশ রক্ষণের হেতু॥
যেদিনে যতেক পায় সেদিনে তাহাই খায়
দেড়ি অন্ন নাহি থাকে ঘরে।
তিন বাণ শরাসন বিনা আর নাহি ধন
বান্ধা দিতে পারেনা উধারে॥
প্রভাতে সম্বল তরে মৃগ খগ বরা ধরে
প্রতিদিন করয়ে মৃগয়া।
পুত্রহেতু ধর্ম্মকেতু নিশ্চিন্ত সম্বল হেতু
আনন্দিত হৃদয়ে নিদয়া॥

নিদয়া বইসে ঘাটে মাংস নিয়া গিয়া হাটে
অনুদিন বেচয়ে ফুল্লরা।
শাশুড়ী যেমন ভণে [৪]তেন মত বিচে কিনে[৪]
শিরে কাঁখে মাংসের পসরা ॥
মাংস বেচি নিয়া কড়ি কিনে চালু ডালি বড়ি
তৈল লোণ কেনয়ে বেসাতি।
যেদিনে যে দ্রব্য হয় তাহা রামা কিনি লয়
চলে রামা পূর্ণ করি পাথি ॥
ফুল্লরা আইলে ঘরে নিদয়া জিজ্ঞাসা করে
কহে রামা হাট-বিবরণ।
আজ্ঞা নিদয়ার ধরে ফুল্লরা রন্ধন করে
আগে ধর্ম্মকেতুর ভোজন ॥
[৫]নানাবিধ বেঞ্জনে ফুল্লরার রন্ধনে[৫]
সুখে ভুঞ্জে কিরাতনন্দন।
যোগান ফুল্লরা বধূ ক্ষীর খণ্ড দধি মধু
নিদয়ার সফল জীবন ॥
ব্যাধের উত্তম দৈব যেমন আছিল শৈব
তেঞি হইল হেন বংশধর।
চিরদিন সাধুসঙ্গ বিপথ করয়ে ভঙ্গ
ধর্ম্মকেতু চিন্তে পুরহর ॥
মুক্তিপথে দিয়া মন শিবে ভক্তি অনুক্ষণ
গুরুগৃহে শুনেন পুরাণ।
জায়াসঙ্গে ধর্ম্মকেতু ভাবিয়া মুক্তির হেতু
বারাণসী করিল পয়াণ ॥

পুত্রবধূ পড়ি কান্দে   কেশবাস নাহি বান্ধে
মাসে মাসে পাঠান সম্বল।
সুধন্য আরড়া স্থান   শ্রীকবিকঙ্কণ গান
"অভয়ার নূতন মঙ্গল॥"

১—১ শিরে দিয়া দূর্ব্বাধান   নিছিয়া ফেলিল পান (ক)
২—২ নৃত্যগীত বাদ্যরোলে   আনীয়াত কুতুহলে
বন্ধুজনে শমাজ জৌতুক (খ)
৩—৩ সম্পদ অর্জ্জনে বীর (গ) সম্বল উদ্যোগে বীর (খ)
৪—৪ নিদয়ার সুখ (ক)
৫—৫ মৎস্য মাংস আদি করি   পরশে ফুল্লরা নারী (ক)
তনয়ে বাগুরা জাল   শমর্পিয়া জথাকাল (খ)
৬—৬ হৈমবতি-সঙ্গিত মঙ্গল (খ)

কালকেতুর মৃগয়া

অনুদিন পশু বধে বীর মহাবল ।
কুরুরাজ সেনা যেন বধে বৃহন্নল ।।
শুণ্ডে ধরি মাতঙ্গেরে আছাড়িয়া মারে ।
দন্ত উপাড়িয়া বীর আনে ভারে ভারে ।।
চুবড়ি মেলায়ে দন্ত বেচেন ফুল্লরা ।
কৃষাণে যেমন দেই মূলার পসরা ।।
সাঁজুড়িয়া পালে পালে আনয়ে চামরী ।
লেজ কাটি গছায়ে ফুল্লরা বরাবরি ।।
ফুল্লরা পসার করে নগর-চাতরে ।
হাঁড়িয়া চামর বেচে চারিপণ দরে ।।
ভল্লুক [1]সান্ধায় গর্ত্তে[1] ভয়ে কম্পবান্ ।
তাড়ায়্যা মহিষ ধরে উপাড়ে বিষাণ ।।
শৃঙ্গের পসরা দেয় ফুল্লরা বাজারে ।
পণদরে বেচে শিঙ্গা নেয় শিঙ্গাদারে ।।
[2]বাঘ ধরি উপাড়ি নেয় যে নখ-ছাল[2]
বিষ-নখ খুদ দিয়া কেনয়ে ছাওয়াল ।।
হাটে বাঘছাল বেচে ফুল্লরা রূপসী ।
যতন করি কিনে নেয় কাপালী সন্ন্যাসী ।।
শরভে শরভে মারে চুসাইয়া মুণ্ডে ।
গণ্ডার বান্ধিয়া কাণ্ডে খড়্গ দিয়া ছিণ্ডে ।।
ফুল্লরা বেচয়ে খড়্গ দরে এক পণ ।
ব্রাহ্মণ সজ্জন নেয় করিতে তর্পণ ।।

বন বেড়ি এড়ে জাল ঝোপে মারে বাড়ি।
জালে পড়ে ছোট পশু পায়্যা তাড়াতাড়ি ॥
শশারু হরিণ মারি লতাপাশে বান্ধে।
ঘরে আইলা মহাবীর ভার লৈয়া কান্ধে ॥
ফুল্লরা বীরের তরে করিছে রন্ধন।
[3]পাঁচালী করিল গীত[3] শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

১—১ ,সন্তায় গাছে (গ) ২—২ যন্ত্র পাতি ব্যাঘ্র মারে আনে বাঘছাল (ক ও খ)
৩—৩ চণ্ডিকামঙ্গল গান (ক)

কালকেতুর ভোজন

দূর হৈতে ফুল্লরা বীরের পাল্য সাড়া ।
সম্ভ্রমে বসিতে দিল হরিণের ছড়া ।।
বোঁচা নারিকেলেতে পূরিয়া দিল জল ।
করিল ফুল্লরা তবে ভোজনের স্থল ।।
চরণ পাখালি বীর জল দিল মুখে ।
ভোজন করিতে বৈসে মনের কৌতুকে ।।
সম্ভ্রমে ফুল্লরা পাতে মাটিয়া পাথরা ।
ব্যঞ্জনের তরে দিলা নূতন খাপরা ।।
মোচড়িয়া গোঁফ দুটা বান্ধিলেন ঘাড়ে ।
এক শ্বাসে সাত হাঁড়ি আমানি উজাড়ে ।।
চারি হাড়ি মহাবীর খায় খুদ জাউ ।
ছয় হাণ্ডি মুসুরী-সুপ মিশ্যা তথি লাউ ।।
ঝুড়ি দুই তিন খায় আলু ওল পোড়া ।
[1]কচুর সহিত খায় করঞ্জা আমড়া[1] ।।
অম্বল খাইয়া বীর বনিতারে পুছে ।
রন্ধন কর‍্যাছ ভাল আর কিছু আছে ।।
এন্যাছি হরিণী দিয়া দধি এক হাঁড়ি ।
[2]তাহা দিয়া অন্ন বীর খায় তিন হাঁড়ি[2] ।
ভোজন করিয়া সাঙ্গ কৈল আচমন ।
হরীতকী খায়্যা কৈল মুখের শোধন ।।
নিশাকাল হইল বীর করিলা শয়নে ।
নিবেদিল পশুগণ রাজার চরণে ।।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ।।

১—১ তার দুই বন-পুই কলম্বী কাচড়া (খ)
২—২ দধি দিয়া অন্ন বীর খায় তিন বাড়ী (খ)

সিংহের নিকট পশুগণের নিবেদন

বার দিয়া বৈসে গিরিশেখরে কেশরী।
ছোট বড় পশু আইল করিতে গোহারি॥
যাইয়া সিংহের কাছে যত পশুগণ।
ভবানী সোঙরি সবে করয়ে ক্রন্দন॥
কান্দে গজঘটা সিংহে নিবেদিয়া দুঃখ।
তোমা সেবি দশনবর্জ্জিত হইল মুখ॥
মহিষ আইল মুণ্ডে গলয়ে রুধির।
কহয়ে যতেক দুঃখ দেয় মহাবীর॥
আদ্দাশ করয়ে আসি চমরীর ঘটা।
দেখহ পশুর রাজা সবার লেজ কাটা॥
গণ্ডার কহয়ে আমি বড় দুঃখ পাই।
খড়্গের কারণে মোর মরে দুই ভাই॥
কপি বলে রায় মুই হইনু নির্ব্বংশ।
কালকেতু বান্ধিয়া বেচিল মোর বংশ॥
বারশিঙ্গা তুলারু পোড়ারু ঢোলকাণ।
অবনী লোটায়্যা কান্দে করি অভিমান॥
করিল নিধন কালকেতু পরিবার।
বিফল জনম হৈল মৈল সুত-দার॥
[২]পতিহীনা হরিণী কান্দে উভরায়।
[৩]পতি-সুত-হীন হৈল[৩] প্রাণ নাহি যায়॥

বাঘিনীর আবেদন

শুন শুন রায় মাঙ্গিয়ে বিদায়
ছাড়িব তোমার বন।
পাত্র অধিকারী না শুনে গোহারি
বিপাকে তেজি জীবন ॥
নারীগণ সঙ্গে থাক লীলারঙ্গে
না কর দোষ বিচার।[৪]
বীর কালকেতু পশুবধ হেতু
নিত্য পাড়ে মহামার ॥
একা মহাবীর নিয়া তিন তীর
কুলিতা কাঠের ধনু।
পশুগণে কাল বনে এড়ে জাল
ধায় যেন নব ভানু ॥[৫]
ভুবনে বিখ্যাত মোর প্রাণনাথ
কালকেতু মারে বাণে।
দেখি সুতমুখ তেজি পতিদুখ
না গেনু পতির সনে ॥
রূপে গুণে যুত মোর দুই সুত
কালকেতু কৈল বধ।
হাট নিরমিল বেসতি না পাল্য
হরিল বিধি সম্পদ ॥
তোমার কিংকরে ছার নরে মারে
ইথে নাহি বাস লাজ।

যদি পশুগণ　　　না কৈলা পালন
কেনে হৈলা মৃগরাজ ।।
বহু পশুগণ　　　আসিয়া তখন
রাজারে করে গোহারী ।
তিনপদি ছন্দ　　　গাহিলা মুকুন্দ
চণ্ডিরে প্রণাম করি ।।

১-১ ভাবয়ে বিশাদ সভাকার লেঞ্জকাটা (খ) ২-২ রাণ্ডিহয়্যা হরিনী (গ)
৩-৩ রতিসুখহীন হৈল (ক) ৪-৪ দেশের বিচার (গ) ৫-৫ ধায়ে বায়ে যেন রেণ (গ)

পশুরাজের সহিত কালকেতুর যুদ্ধ

পশুর ক্রন্দন শুনি রাজা পঞ্চানন।
কোটাল কোটাল ডাক পাড়ে ঘন ঘন ॥
আসিয়া কোটাল নৃপে দিল দরশন।
ভয়ে কম্পবান তনু মুদিতলোচন ॥
পশুমধ্যে তোমারে দেখিয়ে বড়লোক।
রায়বার তোমারে [2]করিয়ে আমি কোক ॥
পশু মারে কালকেতু[1] দিয়া মোরে ব্যথা।
ভালমন্দ নাহি দেহ দেশের বারতা।
আজিকালি যদি না দেখাও মহাবীর।
তোর বুক[3] চিরি পান করিব রুধির[3] ॥
বাঘ বলে রায় তুমি আজি হও স্থির।
কালি প্রাতে আমি দেখাব মহাবীর ॥

প্রভাতে পরিয়া ধড়া শরাসনে দিয়া চড়া
খরতীক্ষ্ণ বাছিল তিনবাণ।
মাথাতে জালের দড়ি কানে ফটিকের কড়ি
মহাবনে করিলা পয়ান ॥
দূরে থাকি দেখে চর কহে সিংহ-বরাবর
কালকেতু ওই আসে বন।
শুনি কোপে জ্বলে অঙ্গ পথে আগুলিল সিংহ
দুই জনে করে মহারণ ॥
মার মার বলি ডাকে বাণ এড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
সঘনে বাজায় জয়শঙ্খ।

সঘনে পড়য়ে গুলি ⁴ভাঙ্গয়ে মাথার খুলি⁴
ত্রিভুবনে লাগয়ে আতঙ্ক ॥
গগনে উঠিয়া লাফে বীরেরে কেশরী ঝাঁপে
হানিতে চাপড় চাহে বুকে ।
উঠিয়া মহিষা চালে সিংহেরে হানিল ভালে
দারুণ মুটকি মারে মুখে ॥
সিংহ⁵ বড় বলে⁵ দড় বীরকে মারিল চড়
লাফ দিয়া উঠিলা গগনে ।
পড়িতে বীরের গায় ঢালে লুকাইলা কায়
সিংহ রহে চাপিয়া চরণে ॥
⁶পরাক্রম নাহি টুটে⁶ কেশরী ঠেলিয়া উঠে
যেন ক্ষিতি হইতে তপন ।
⁷বীর অতি কোপে যুঝে⁷ ধরিল সিংহের লেজে
বিষধরে গরুড় যেমন ॥
লেজে ধরি দেয় পাক সিংহ যেন ঘোরে চাক
তথাপি সিংহের বড় বল ।
তুলিয়া আছাড়ে ভুঞে শোণিত নিকলে মুঞে
দুই অঙ্গে বহে ঘর্ম্মজল ॥
পিঠে মারে ধনু বাড়ি তাহা দেখি তাড়াতাড়ি
ভল্লুক প্রবেশ করে গাড়ে ।
শরভ পালায়্যা যায় বীর পদে ধরে তায়
পাক দিয়া তুলিয়া আছাড়ে ॥
মাথাতে লাঙ্গুড় তুলি বাঘা আইসে মুখ মেলি
বাকসনা কুল হেন দাড়া ।
ফেলিয়া মারিল টাঙ্গী বাঘের দশন ভাঙ্গি
লেজে ধরি দেয় পাক নাড়া ॥

ভঙ্গ দিল সেনাগণে সিংহ প্রবেশিলা রণে
লাজে মনে হইয়া ব্যাকুলা।
কবাট-বিশাল পাটা গগনে লাগিল ছটা
মূলার সমান দন্তগুলা॥
পুন সিংহ কোপদৃষ্টে আঁচড়ে বীরের পৃষ্ঠে
কবচ করিল ছারখার
বিষনখ যমধারে [৮]জর্জ্জর করিল বীরে
[৯]অঙ্গে বহে রুধিরের ধার॥[৯]
দোঁহে বাহু-কশাকশি যেন যিরে রাহু শশী
প্রখর নখর যমধার।
ঠেকিয়া বীরের অঙ্গে সিংহের নখর ভাঙ্গে
অঙ্গ যেন জাঁতয়ে কিঙ্কর॥
[১০]সিংহেরে ধরিয়া বলে[১০] পাঁজর ভাঙ্গিল কিলে
কৃপা করি ছাড়ি দিল বীর॥
সিংহ পালাইয়া যায় ঘন পাছু পানে চায়
ত্রাসে সিংহ পান করে নীর॥
কালকেতু রণ জিতে আনন্দে সরস চিতে
আইল আপন নিকেতন।
রণে হারি পশুগণ সিংহের নিল শরণ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

১—১ দেখিলাম আমি কোক (খ) ২ এক নর (ক)
৩—৩ নখেতে করিব দুই চির (ক ও খ)
৪—৪ শ্রবণে লাগয়ে তাস্রী (খ ও গ) ৫—৫ তেজে বড় (ক)
৬—৬ পুন বীর যোহা হঠে (খ) ৭—৭ ধাইয়া কানন মাঝে (খ ও গ)
৮—৮ যুদ্ধ করে দুই বীর (গ) রক্তদুহাকার গাত্র (খ)
৯—৯ সিংহে রণ নাহি সহে আর (খ) ১০—১০ আকাড়ি করিয়া তোলে (গ)

পশুগণের ক্রন্দন

কান্দে সিংহ আদি পশু সোঙরি অভয়া।
অপরাধ বিনে কেনে দূর কৈলে দয়া ॥
ভালে টীকা দিয়া মাগো করিলে মৃগরাজ।
করিব তোমার সেবা রাজ্যে নাহি কাজ ॥
সুখে রাজ্য করিতে অকটি হৈলা কাল।
কেন হেন দিলা মাতা বিষম জঞ্জাল ॥
শরভ করভ কান্দে করি অভিমান।
আমার যেমন কুল তোমাতে প্রমাণ ॥
আন ধায়ে পদ চার্য্যে আমি পদ আঠে।
সকল বিক্রম টুটে বীরের নিকটে ॥
স্বামীরে বর্ণিয়া কান্দে গণ্ডকি রণ্ডিকা।
সদাই শোঙরে শুভা মঙ্গলচণ্ডিকা ॥
প্রাণের দোসর ভাই গেল পরলোক।
উদরের জ্বালা আর সোদরের শোক ॥
হাতে পদে দড়ি দিয়া বান্ধে দুই তোক।
গড়াগড়ি দিয়া কান্দে রায়বার কোক ॥
দয়াসিন্ধু পার কর অপার সংসার।
তোমার স্মরণে মাতা আপন উদ্ধার ॥
উই চারা খাই আমি নামেতে ভালুক।
নেউগী চৌধুরী নই না করি তালুক ॥
সাত পুত্র নিলা বীর বান্ধিয়া জাল পাশে
সবংশে মজিনু মাতা তোমার আশ্বাসে ॥
প্রতিদিন মহাভয়[১] বীরের তরাসে।
'নারী পুত্র মৈল নাতি মৈল অবশেষে'॥'

কান্দয়ে ভল্লুক শিরে করি আত্মঘাতী[৩] ।
জরাকালে হৈল মোর এতেক দুর্গতি ॥
[৪]বরাহ বলেন মুথা আমার ভক্ষণ[৪] ।
কার হিংসা নাহি করি নাহি প্রয়োজন ॥
ধরণী লোটায়ে কান্দে বীর আদি বরা ।
অরুণ লোচন-যুগে বহে জলধারা ॥
শাশুড়ী-ননদ মরে দেওর ভাসুর ।
পতি গেল রতিসুখ বিধি কৈল দূর ॥
ছিল মাত্র অভাগীর কোলে এক পো[৫] ।
পাশরিতে নারি গো তাহার মায়া মো ॥
ধূলায়ে ধূসর হয়্যা কান্দয়ে হস্তিনী ।
সোঙরে ভৈরবী ভীমা ভবানী ভাবিনী ॥
বড় নাম বড় গ্রাম বড় কলেবর ।
লুকাইতে স্থল নাহি অরণ্য ভিতর ॥[৬]
কি করিব কোথা যাব কোথা গেলে তরি ।
আপনার দন্ত হৈল আপনার বৈরী ॥
শুণ্ডে ধরি মহাবীর উপাড়ে দশন ।
এত অপমান মাতা সহে কোনজন ॥
হুক হুক করি কান্দে বানর মর্কটে[৭] ।
মিরাসে নাহিক কাজ বীর সনে হটে ॥
বৃদ্ধ পিতামহ ছিল রাম-সেনাপতি ।
সাগর বান্ধিয়া কৈল শ্রীরামের হিতি ॥
কি মোর দারুণ বিধি লিখিল কপালে ।
সাত পুত্র মহাবীর বান্ধি নিল জালে ॥
বারশিঙ্গা তুলারু ঝোড়ারু চোলকান ।
ধরণী লোটায়্যা কান্দে করি অভিমান ॥

কেন হেন জন্ম বিধি কৈল পাপবংশে।
হরিণ ভুবনে বৈরী আপনার মাংসে ॥
ভূমে গড়াগড়ি কান্দে শশারু শজারু।
দুখ না ঘুচিল মোর সেবি কল্পতরু।
গাড়ের ভিতরে থাকি লুকি ভালে জানি।
কি কদি পোয় বীর তথি দেয় পানী ॥
চারি পুত্র মৈল মোর মৈল চারি ঝি।
মাগু মৈল বুড়া কালে জীয়া কাজ কি ॥
কান্দয়ে নকুল সুত-দারার হুতাশে।
সবংশে মজিনু আমি তোমার আশ্বাসে ॥
পশুগণ সোডরে সবে চণ্ডীর চরণ।
ধেয়ানে জানিল মাতা পশুর রোদন ॥

১ নিদা নাহি (খ)
২-২ মাগু মৈল পো মৈল দুটি নাতি শেষে (ক ও খ)
৩-৩ মাদে কবামাতী (ক), কবি অত্যাহতি (খ)
৪-৪ বরাটিয়া চ্যাঙ্গা মুখা আমার ভক্ষণ (গ)
৫-৫ ছিলা অভাগীর মোর পেট-রাগুপোঞ (খ)
ছিল অভাগীর পেটে রণ্ডা এক পো (গ)
৬-৬ লুকাইতে নাহি ঠাঁই বীনেব গোচর (গ)
৭-৭ হুঁডুঁপ করিয়া কান্দে বানর কটকে (খ)

চণ্ডীর নিকটে পশুগণ

চণ্ডী জিজ্ঞাসেন পশুগণে।

একা বীর কালকেতু সবার বধের হেতু

শুনিতে কৌতুক বড় মনে ।।

লাজে হয়্যা হেঁট মুখ নিবেদন কৈল দুখ

একে একে চণ্ডীর চরণে।

শুনিয়া সবার কথা হৃদয়ে ভাবিয়া ব্যথা

চণ্ডিকা বলেন পশুগণে ।।

সিংহ তুমি মহাতেজা সকল পশুর রাজা

তোর নখে পাষাণ বিদরে।

শুনিলে তোমার রা কাঁপয়ে সবার গা

কি কারণে ভয় কর নরে ।।

[1]বীরখ্যাতি অদ্ভুত দোসর যমের দূত[1]

[2]সমরে হানয়ে বীরবত।

দেখিলে তাহার বাণ ভয়ে তনু কম্পমান

পালাইতে নাহি পাই পথ ।।

আদি ক্ষত্রি তুমি বাঘ কে পায় তোমার লাগ

[3]তোরে কেবা ধরিবারে পারে।[3]

নখ তোর হীরাধার দশন বজ্জরসার

কেন ভয় কর মহাবীরে ।।

নিবেদন করি মাতা শুন গো বীরের কথা

পশু মারে বিবিধ প্রকারে।

জানএ অনেক তন্ত্র আযড়ে বড়সি জন্ত্র

জিয়ন্ত বেচয়ে ঘরে ঘরে ।।

পশুমধ্যে তুমি গণ্ডা বিষম তোমার খাণ্ডা
বিক্রম না কর কেন রণে।
তুমি যদি মনে কর পর্ব্বত চিরিতে পার
নরে ভয় কর কি কারণে॥
কালকেতু মহাবীর দূরে থাকি মারে তীর
খড়্গে আমি কি করিতে পারি।
মোর খড়্গ সর্ব্বজনে তর্পণের তরে কেনে
এই হেতু আমি হইনু অরি॥
তুমি হস্তী মহাশয় তোমার কিসের ভয়
বজ্রসম তোমার দশন।
তোরে ক্রোধে যেই পড়ে যমের সদনে নড়ে
[8]কেবা ইচ্ছে তোর সনে রণ॥[8]
পৃষ্ঠেতে মারিয়া বাড়ি নিয়া যায় তাড়াতাড়ি
ফিরিতে মাথায় মোর খোঁচে।
দুই চারি ক্রোশ ধায় তবে মোর লাগ পায়
ছাগল-বদলে লয়্যা বেচে॥
শুনরে মহিষ বাণী মানুষ কিসেতে গুণি
তুমি বট যমের বাহন।
তুমি যদি মনে কর পর্ব্বত পাড়িতে পার
নরে ভয় কর কি কারণ॥
কালকেতু বড় রাঢ় নিত্য কোঁড়ে ডোবা গাড়
পড়িলে উঠিতে আর নারি।
জানে কত সন্ধান দূর হইতে মারে বাণ
নরমধ্যে তারে আমি ডরি॥
তুমি ধাও দিবানিশ পবন জিনিয়া শশ
কালকেতু কি করিতে পারে।

মহাবীর বড় কাল [6]বনে এড়ে বেড়াজাল[6]

জীয়স্তে বেচয়ে ঘরে ঘরে ॥

সভে জানে তুমি শিবা ভক্ষণ তাহার কিবা

কালকেতু হৈতে কিবা ভয়।

[7]কালকেতু বধে নিত্য করিবারে শিবা ঘৃত[7]

বৈদ্যজনে করয়ে বিক্রয় ॥

তুলারু ঘোড়ারু মৃগ, পবন জিনিয়া বেগ

কালসার বীর মহাশয়।

তোরা যদি মনে কর পবন জিনিতে পার

কি কারণে কর তারে ভয় ॥

কেশরী যাহারে হারে তাড়ায়্যা কুঞ্জর ধরে

আমরা তাহার আগে মশা।

কৃপা কর কৃপাময়ী তোমার কিঙ্কর হই

চিরদিন চরণ ভরসা ॥

১-১ ক্ষেত্রী বড় বীরবর শমন শমান শর (খ)

২-২ সমরে রহায় রবিরথ (ক) ৩-৩ পবন জিনিতে পার জোরে (গ)

৪-৪ কেবা ইচ্ছে তোর দরশন (খ) কেবা ইচ্ছে তোমার দর্শন (গ)

৫-৫ অনেক সন্ধান জানে পাছে উঠি মেড়ে বাণে (খ)

৬-৬ কাননে এড়য়ে জাল (ক)

৭-৭ ধরে শিবাঘৃত হেতু নিত্য বধে কালকেতু (ক)

পশুগণকে ভগবতীর অভয়-দান ও গোধিকা-রূপ ধারণ

পশুর গোহারি শুনি সকল-মঙ্গলা।
আশ্বাসিয়া সিংহেরে দিলেন কণ্ঠমালা॥
আজি হইতে মনে কিছু না করিহ ভয়
না বিধিবে মহাবীর কহিনু নিশ্চয়॥
পশুগণে বর দিয়া উপায় চিন্তিলা।
সেইখানে সুবর্ণ গোধিকারূপ হইলা॥
কাঞ্চন জিনিয়া তনু দেখিতে সুন্দর।
হইলা গোধিকা-রূপ অতি মনোহর॥
[১]কালকেতু দেখা পাব অবশ্য জাইতে।
গোধিকা হইয়া মাতা রহিলেন পথে॥
হেথা বীর প্রতি নিত্য নিয়মিত করি।
বিপিনে করিলা যাত্রা সোঙরি শ্রীহরি॥
প্রভাতে উঠিয়া বীর চলিলা কানন।
অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

১-১ পথে রহে চণ্ডী হইয়া সুবর্ণ গোধিকা।
কালকেতু কাননে যাইতে পাব দেখা (ক)

কালকেতুর বনযাত্রা

কালকেতু দেখে সুমঙ্গল ।

দক্ষিণে গো মৃগ দ্বিজ   বিকশিত সরসিজ

বামে শিবা পূর্ণঘটজল ।।

চৌদিকে হুলুই ধ্বনি   কেহ জ্বালে গৃহমণি

দধি দধি ডাকে গোয়ালিনী ।

[১]দেখিল সুচারু তনু   বৎসের সহিত ধেনু[১]

পুরাঙ্গনা দেয় জয়ধ্বনি ।।

দূর্ব্বাধান্য পুষ্পমালা   হীরা নীলা মোতি পলা

বামভাগে বার-নিতম্বিনী ।

মৃদঙ্গ মন্দিরা বায়   কেহ নাচে কেহ গায়

শুনে বীর হরি হরি ধ্বনি ।।

[২]দেখি বীর সুললিত   আনন্দে সরস চিত[২]

প্রবেশ করিল বনভাগে ।

দেখিল রুচির তনু   রূপে জিনি হেমভানু

সুবর্ণ গোধিকা সর্ব্ব আগে ।।

সুবর্ণ-গোধিকা দেখি   [৩]চিন্তে বীর হৈয়া দুঃখিত[৩]

অযাত্রিক পাপ দরশনে ।

দেখিনু মঙ্গল যত   সকলি হইল হত

[৪]দৈব দুঃখ বিধির লিখনে ।।[৪]

গোধিকা যাত্রিক নয়   সকল পুরাণে কয়

কূর্ম্ম গণ্ডা শশক শল্লক ।

কৃপা কর গুণধাম   কমল-লোচন রাম

তব নাম শোক-নিবারক ।।

যদি বা মারিয়ে বাণ　　　গোধিকার লই প্রাণ
না ছুইব দিনমুখ-কালে ।
যদি মৃগ পাই আমি　　　জানিব দেবতা তুমি
নহে তোমা পোড়াব অনলে ॥

১-১ দক্ষিণে উদিত ভানু　　　শব্য সম্মুখে ধেনু (খ)

২-২ দেখি বীব সুনীমীতা　　　সানন্দে তবলচিত্য (খ)

৩-৩ চিত্তে বীব [illegible] দুখী (ক)

৪-৪ দৈন্য দোসে জেন সব্ব গুণে (খ), দৈব দুঃখ দেয় সব গুণে (গ)

ভগবতীর মৃগীরূপ ধারণ ও কালকেতুর খেদ

বীরের পাকাল্যা দেখি চিন্তিত ঈশ্বরী।
যুগে যুগে দৈত্যগণ সহ যুদ্ধ করি॥
মহিষ চিকুর জম্ভ শুম্ভ নিশুম্ভ।
বীরের সমান কেহ নাহি করে দম্ভ॥
মায়ামৃগ হয়্যা দেখি বীরের পাকাল্যা।
মৃগরূপ হৈলা বনে সকল মঙ্গলা॥
উত্তরিলা বীর কালকেতু সন্নিধানে।
দেখি বীর আকর্ণ পূরিয়া ধনু টানে॥
মৃগ অনুসারে বীর ধায় লঘুগতি।
ক্ষেণে ক্ষেণে ধূলায় লুকান ভগবতী॥
যদি শরাসনে বীর জুড়িলান শর।
য়েড়ি দিলা শর চণ্ডী উঠিলা অম্বর॥

এই মৃগ যদি ধরি বেচিয়া সম্বল করি
খুল্লনা পারিবে মৃগাল।
মণি সে মাণিক যত হেমময় মরকত
পাইলে ঘুচিবে দুঃখজাল॥
হেমময় মৃগ দেখি হেন মনে আমি লখি
ধন মোর মিলিব প্রচুর।
আমি যদি মনে করি পবন ধরিতে পারি
হরিণ পালাবে কতদূর॥
পুলকে দ্বিগুণ তনু ফেলিয়া লোফয়ে ধনু
ঘনে ঘনে গোঁফে দেয় তোলা।

দিয়া ধনু টঙ্কার ছাড়ে বীর হুহুঙ্কার

শরীরে মাখয়ে রাঙ্গা ধূলা ॥

[৪]ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে দৌড়ে[১] ক্ষেণে ক্ষেণে ভূমে পড়ে

মৃগ দেখি নাহি দেখি ছায়া।

ক্ষেণেক তাণ্ডব করে [৫]ক্ষেণে চক্র যেন ফিরে[৫]

মৃগ নহে দেবতার মায়া ॥

মৃগের দেখিয়া মুখ কালকেতু ভাবে দুখ

না করিতে পারিল সন্ধান।

আকর্ণ পূরিল শর কোথা গেল মৃগবর

দূরে গেল বীর অভিমান ॥

অপরূপ মায়ামৃগ দেখি মহাবীর।

গুণহীন কৈল ধনু সম্বরিলা তীর ॥

বংস নদীর জলে বীর কৈল স্নান।

তৃষ্ণাতে আকুল বীর করে জলপান ॥

পথে যাত্যে মহাবীর খায় বনফল।

মলিন বদনে চিন্তে ঘরের সম্বল ॥

দুখিনী ফুল্লরা মোর আছে প্রতি-আশে।

কি বলিয়া দাণ্ডাইব যেয়্যা তার পাশে ॥

তৈল লবণের কড়ি ধারি ছয় বুড়ি।

শ্বশুর ঘরের ধান্য ধারি দেড় আড়ি ॥

কিরাত পাড়াতে বসি না মেলে উধার।

হেন বন্ধুজন নাহি কেহ সহে ভার ॥

বিষম সম্বল-চিন্তা মহাবীরে লাগে।

এক চক্ষে নিদ্রা যায় এক চক্ষে জাগে ॥

ধড়ার অাচলে মোছে লোচনের নীর।

সুবর্ণ গোধিকা পুন দেখে মহাবীর ॥

কালকেতু মহাবীর করিছে তর্জ্জন।
তোমাকে পোড়ায়্যা আজি করিব ভক্ষণ ॥
যাত্রার সময়ে দেখি গেনু তোর মুখ।
বনে বনে বেড়ায়্যা পাইনু বড় দুঃখ ॥
যত দু'খ পাইনু অরণ্যে বেড়াইয়া।
নকুল বদলে তোমা খাব পোড়াইয়া ॥
এমন বিচার বীর মনেতে ভাবিয়া।
বান্ধিল গোধিকা বীর জাল-দড়ি দিয়া ॥
চারি পদে বান্ধি বীর যেলিল ধনুকে।
অভয়া লম্বিত উর্দ্ধপুচ্ছ হেটমুখে ॥
ধনুকের হুলে হেম গোধিকা বান্ধিয়া।
৫ঘরকে চলিলা বীর৬ বিষাদ ভাবিয়া ॥

১-১ য়েত বলা মৃগ হৈলা (খ) ২-২ অনুপদী (ক ও খ)
৩-৩ আকর্ণ পূরিয়া বীর ছাড়ে ধনু শর।
শর ছাড়ি দিতে বীর উঠিলা অম্বর ॥ (ক)
৪-৪ ক্ষেণে ক্ষেণে মৃগ উড়ে (ক)
৫-৫ ক্ষণে চক্রাবর্ত্তে ফিরে (গ) ৬-৬ জায় কালু মোহাবীর (খ)

গোধিকারূপিণী দেবীর চিন্তা

ধনুকে চিন্তেন চণ্ডী হৈয়া লম্বমান।
ব্যাধকে আইলাম ভাল দিতে বরদান ॥
যেইকালে জন্মিলাম যশোদা উদরে ॥
কৃষ্ণ হেতু পড়িলাম পাপ কংস করে ॥
সারিলুঁ অনেক যত্নে শিলার নিপাত।
[১]কেমনে এড়াব পাপ অক্ষটির হাত ॥[১]
উদ্যোগ করিল কংস করিতে নিধন ॥
কুন্তলে করিল দৃঢ় দারুণ বন্ধন ॥
নিজ ভয়হেতু কৈনু গগনে নিবাস।
জালের বন্ধনে বড় পাইলুঁ তরাস ॥
কিন্তু এক হৃদয়ে লাগয়ে বড় ডর।
অপমান কথা পাছে শুনেন শঙ্কর ॥
সুরপতি যারে নিতি পূজে বিধিমতে।
হেনজন বন্দী হইল অক্ষটীর হাতে ॥
আইলাম দিবারে ধন ব্যাধের নন্দনে।
বন্ধন আছিল মোর দৈব-নিয়োজনে ॥
গোধিকা হইয়া আমি কৈনু কোন কাজ।
দুঃখের উপরে দুঃখ বড় পাই লাজ ॥
গোধিকা লইয়া বীর চলে নিজ বাসা
চণ্ডিকার না ঘুচিল বন্ধনের দশা ॥
গোধিকা চুবড়ি দিয়া চাপিল পাষাণে।
অম্বিকা-মঙ্গল কবিকঙ্কণে ভণে ॥

১—১ এড়াইতে নারিলাম আক্ষটির হাথ (ক)

ফুল্লরার খেদ

ফুল্লরা নাহিক বাসে　　　　আক্ষটী অন্নের আসে
　　পড়সীরে জিজ্ঞাসে বারতা ।
পড়সী বারতা বলে　　　　গোলাহাটে বীর চলে
　　দূরে হইতে দেখয়ে বনিতা ।
বীরে দেখি শূন্যপাণি　　　　[1]কপালে আঘাত হানি[1]
　　করে রামা দৈব সোঙরণ ।
বিধাতা আমারে দণ্ডী　　　　জীয়ন্ত স্বামীতে রাণ্ডী
　　কৈল দৈব দুঃখের ভাজন ।।
ভালে করাঘাত হানি-　　　　কান্দে ব্যাধ-নিতম্বিনী
　　নিশ্বাসে মলিন মুখচান্দে ।
[2]কিবা সে দৈবের গতি　　　　সুন্দরীর দরিদ্র পতি[2]
　　ঠেকিনু সম্বলচিন্তা-ফান্দে ।।
অন্নবস্ত্র নাহি ঘরে　　　　বিভা দিলা হেন বরে
　　[3]প্রতিকূল বিধাতা আমারে ।[3]
হরিদ্রা চন্দন চুয়া　　　　কুমকুম কস্তুরী গুয়া
　　পায়্যাছিলাম বিবাহ-বাসরে ।।
ফুল্লরা করুণ ভাষে　　　　বীর আইলা তার পাশে
　　প্রিয়ভাষে বলেন বচন ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ　　　　পাঁচালী করিয়া বন্ধ
　　বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ।।

১—১ কপালে আরোপি পাণি (গ)

২—২ দারুণ দৈবের গতি　　　　কপালে দরিদ্র পতি (ক)

৩-৩ কণ বেধ জাতি-ব্যবহারে (ক)

ফুল্লরা ও কালকেতুর কথোপকথন

ফুল্লরা বলেন বাসি মাংস না বিকায়।
আজি বল মহাবীর সম্বল উপায়॥
আছয়ে তোমার সই বিমলার মাতা।
সেঙাতিয়া ভেট লয়্যা তুমি যাহ তথা॥
ক্ষুদ কিছু ধার নিবে সইয়ের ভবনে।
কাঁচড়া ক্ষুদের জাউ রান্ধিবে যতনে॥
রান্ধিবে নালিতা শাক হাঁড়ি দুই তিন।
লবণের তরে চারি কড়া কর ঋণ॥
সখারে দেহগা তুমি সম্বলের ভার।
তোমার বদলে আমি করিগে পসার॥
গোধিকা বান্ধিয়া আড়ি দিয়া জালদড়া।
ছাল ঘুচাইয়া তাহা কর শিকপোড়া॥
এমন শুনিয়া রামা করিল গমন।
সখির ভবনে গিয়া দিল দরশন॥
সেঙাতিয়া ভেট দিয়া কৈল নমস্কার।
দুই সখী কোলাকোলী কৈল পুনর্বার॥
আশ্বাসিয়া আইস আইস বলে তার সই।
এতদিন দেখা নাই গিয়াছিলে কই॥
বিধাতা করিল মোরে দরিদ্রের কান্তা।
চারি প্রহর করি সই উদরের চিন্তা॥
শিরে তৈল দিয়া তার বান্ধিল কবরী।
সরস সিন্দুর ভালে দিল সহচরী॥
আঁচল ভরিয়া তারে দিল খই মুড়ি।
চাপিয়া বসিতে দিল গাম্ভারের পিঁড়ি॥

ফুল্লরা দু-কাঠা ক্ষুদ মাগিল উধার।
কালি দিব বলি সই কৈলা অঙ্গীকার ॥
[১১]আস্যহ প্রাণের সই ধরগ চিরুণী ॥[১১]
মোর মাথায় গোটা কতক দেখহ উকুনী ॥
দুই সখী কথায় মজিয়া গেলা মন।
অভয়া লইয়া কিছু করিব রচন ॥

১—১ সম্বন্ধের তরে নাথ কহনা উপায় (খ)
২—২ লইয়া বেঙাচি ফল ঝাট যাহ তথা (খ)
৩—বনাতি (ক) ৪-৪ য়েড়্যাছি বান্ধি (খ) ৫—উতারিয়া (খ)
৬—৬ সম্ভ্রমে ফুল্লরা গেলা সখীর দুয়ার (ক)
৭—৭ শেয়াড়ীর ফল (খ) ৮—আশংশীয়া (খ)
৯—৯ ঝাড়ু কলা দিলা তারে (খ)
১০—১০ বসিবারে দিল তারে চৌখণ্ডিয়া পীড়ি (ক)
১১—১১ আস্য গো প্রাণের সই বস্য গো বুহিনী (ক)

ভগবতীর নিজ মূর্তি ধারণ

হুঙ্কারে ছিণ্ডিয়া দড়ি পরিয়া পাটের শাড়ী
যোল বৎসরের হৈল রামা।
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি অকলঙ্ক শশিমুখী
কেবা দিতে পারে রূপসীমা ॥
কণ্ঠে মণিহার সাজে চরণ পঙ্কজে রাজে
মণিময় কাঞ্চন-নূপুর।
বিমল অঙ্গের আভা নানা অলঙ্কার-শোভা
রবির কিরণ করে দূর ॥
ত্রিবলী-বলিত মাঝে কনক-কিঙ্কিণী সাজে
উরুযুগ রম্ভার সমান।
জিনিয়া কুঞ্জর কুম্ভ কুচযুগ ধরে দম্ভ
কি কহব রূপের বাখান ॥
চঞ্চল নয়ন কোণে মদন এড়িল গুণে
কাজল-গরল-জুত-শর।
বউলী[1] কেশের অন্ত শোভয়ে মদন-কুম্ভ
কবরীতে শোভিছে কেশর ॥
সর্ব্বাঙ্গে চন্দন পঙ্ক অঙ্গদ বলয়া শঙ্খ
বাহু-বিভূষণ সুশোভন।
[2]সকল অঙ্গুলি ভরি মাণিকের অঙ্গুরী
তনুরুচি ভুবন মোহন ॥
মুখচন্দ্র অনুপাম বিন্দু বিন্দু শোভে ঘাম
সিন্দুর-তিলক তিমিরারি।
[3]নাভিদেশ জেন কূপ গতি অতি অপরূপ[3]
নাসায় মাণিক্য মনোহারী ॥

পরি নানা আভরণে অবশেষে পড়ে মনে
হৃদয়ে কাঁচুলী আচ্ছাদন।
মনে করি ভগবতী কাঁচুলী-নির্ম্মাণে তথি
বিশ্বকর্ম্মে করিল সোঙরণ ॥
সোঙরণে বিশাই আলা দেবী তারে আদেশিল
কাঁচলি নির্ম্মাণে দিল মন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

১—বিউনী (ক) ২—২ অঙ্গুরী অঙ্গুলে দিল পাসুল চরণে ভাল (খ)
৩—৩ অধর বিদ্রুমদ্যুতি তাম্বুলরঞ্জিত তথি (ক)

কাঁচলি নির্ম্মাণ

বিশাই কাঁচলি লিখে ভারত পুরাণ দেখে
লিখে নানা পুরাণের সার ।[১]
করিয়া চণ্ডিকা ধ্যান তূলি ধরে সাবধান
আগে লিখে দশ অবতার ।।[২]

ডানিভাগে বিশ্বকর্ম্মা লিখে মুণিগণ ।
কপালে চন্দন ফোঁটা লোহিত বসন ।।
তার পরে বিশ্বকর্ম্মা লিখে খগগণে ।
প্রথমে বিষ্ণুর যান পন্নগ-অনশনে ।।
খেনে উঠে খেনে পড়ে খঞ্জনী-খঞ্জন ।
চাতক-চাতকী জল মাগে অনুক্ষণ ।।
বনপশু লিখে বিশাই হৈয়া সাবধান ।
তুলাক ঘোড়াক কৃষ্ণসার ঢোলকান ।।
জলচর মকর লিখিল সাবধানে ।
চারিপাশে নানা চিত্র করিল নির্ম্মাণে ।।
কাঁচলির মধ্য ভাগে লিখে বৃন্দাবন ।
তার মধ্যে দোলপিড়ি কদম্বকানন ।।
লিখিল আবর্ত্তশালী যমুনার তট ।
তালের কানন লিখে ভাণ্ডীরক বট ।।
অশ্বত্থ পাকুড়ি জাম পিপলী পনস ।
টগর তুলসী দল[৩] লবঙ্গ বেতস ।।
কেতকী ধাতকী আর লিখে নাগেশ্বর ।
জাতী যুথি পুষ্প লেখে গন্ধে মনোহর ।।

বিচিত্র কাঁচুলি বিশাই দিল চণ্ডিকারে।
আশীর্ব্বাদ পাইয়া বিশাই গেলা নিজ ঘরে ॥
কাঁচলি পরিয়া মাতা বসিলা ছয়ারে।
শ্রীকবিকঙ্কণে গান ষূল্লরা আল্য ঘরে ॥

১-১ লিখিলাম নিগমের শার (খ)
২-২ লিখে নিরঞ্জনঅবতার (খ) ও দোনা (ক)

চণ্ডীর সহিত ফুল্লরার সাক্ষাৎ

সখী-গৃহে ক্ষুদ সের করিয়া উধার।
সম্ভ্রমে ফুল্লরা চলে কুড়্যার দুয়ার ॥
বাম বাহু স্ফুরে তার নাচে বাম আঁখি।
কুড়্যার দুয়ারে দেখে রামা চন্দ্রমুখী ॥
প্রণাম করিয়া তারে করেন জিজ্ঞাসা।
কোন জাতি কার কন্যা কহ সত্যভাষা।
হাস্যমুখী অভয়ার হৃদয়ে উল্লাস।
ফুল্লরারে অভয়া করেন উপহাস ॥
ইলাব্রত দেশে ঘর জাতি গো ব্রাহ্মণী
শিশুকাল হৈতে আমি ভ্রমি একাকিনী।
বন্দ্যবংশে জন্ম স্বামী বাপেরা ঘোষাল
সাত সতা গৃহে মোর বিষম জঞ্জাল ॥
তুমি গো ফুল্লরা যদি দেহ অনুমতি।
এই স্থানে কতক দিন করিব বসতি ॥
হেন বাক্য হইল যদি অভয়ার তুণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে ফুল্লরার মুণ্ডে ॥
হৃদে বিষ মুখে মধু জিজ্ঞাসে ফুল্লরা।
দূরে গেল ক্ষুধা-তৃষা রন্ধনের ত্বরা ॥

ফুল্লরার সহিত চণ্ডীর কথোপকথন

এ নব যৌবনে ছাড়িয়া ভবনে
কেন আইলে পরবাস।
শুনগো সুন্দরী কেনে একেশ্বরী
[1]ভ্রমিতে না বাস ত্রাশ ॥
বড় সন্দেহ লাগয়ে মনে।
তুমি রূপবতী ছাড়িয়া সুকৃতি
আমার মন্দিরে কেনে ॥
[2]বহু রম্ভা দেখি[2] হেন মনে লখি
উর্ব্বশী আল্য আপনি।
কিবা আল্য রমা রম্ভা তিলোত্তমা
সাবিত্রী কিবা ইন্দ্রানী ॥
নাহি লখি তোমা কার বোলে রামা
কি হেতু ছাড়িলে পতি।
[3]সত্য কহ মোরে কে আনিল তোরে
ঔষধে ছাড়িয়া বসতি ॥
শাশুড়ী ননদ কি বা কৈল মন্দ
স্বরূপে বলনা বাণী।
তোর বিরহ জ্বরে স্বামী যদি মরে
কোন ঘাটে খাবে পানি ॥

চণ্ডী

কি আর জিজ্ঞাসা কর আইনু তোমার ঘর
বীরের দেখিতে নারি দুখ।
দিয়া আপনার ধন তুষিব বীরের মন
আজি [illegible] পাব বড় সুখ ॥

এতক্ষণে পরিচয় করি।

আমি সে জনম দুখি বসি গুপ্ত বারাণসী
স্বামী মোর জনম ভিখারী ॥

কি কব দুঃখের কথা গঙ্গা নামে মোর সতা
স্বামী তারে বন্দয়ে মস্তকে।

বরঞ্চ গরল খায় আমা পানে নাহি চায়
ভবন তেজিনু এই পাকে ॥

বিষকণ্ঠ মোর স্বামী সহিতে না পারি আমি
পঞ্চমুখে মোরে দেয় গালি।

একে সতীনের জ্বালা কত সহে অবলা
পরিতাপে হয়্যা গেনু কালী ॥

খাও পর যত তুমি সকল যোগাব আমি
মোরে তুমি না বাসিহ ভিন্।

সমরে কানন ভাগে থাকিব বারের আগে
আজি হৈতে সম্পদের চিন্ ॥

কতেক রাজার ধন অঙ্গে মোর আভরণ
ভুবন কিনিতে পারি ধনে।

সম্পদ অনেক দিব ভকতি কেবল নিব
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥

ফুল্লরা

তোরে আমি বলি ভাল স্বামীর বসতি চল
পরিণামে পাবে বড় সুখ।

শুনলো বিমূঢ়মতি যদি ছাড় নিজপতি
কেমনে চাহিবে লোকমুখ ॥

স্বামী বনিতার পতি স্বামী বনিতার গতি
স্বামী বনিতার সে বিধাতা।

স্বামী যে পরমধন স্বামী বিনে অন্যজন
কেহ নহে সুখ-মোক্ষ-দাতা ।।
দেখি গো উত্তম জাতি দেবতা-সমান ভাতি
কোপ কর নীচের সমান ।
ছাড়িয়া পতির পাশ কেন আল্যা পরবাস
আপনার কি সাধিলে মান ।।
সতিনী কন্দল করে দ্বিগুণ বলিবে তারে
অভিমানে ঘর ছাড় কেনি ।
কোপে কৈলে বিষপান আপনি তেজিবে প্রাণ
সতিনের কিবা হবে হানি ।।
কৌশল্যা রামের মাতা কৈকয়ী তাহার সতা
দুহাঁর কোন্দলে সর্ব্বনাশ ।
না গণিয়া হিতাহিত কৈল সেই অনুচিত
রামচন্দ্র গেলা বনবাস ।।
কুলবতি জেই হয় রোস করি ঘরে রয়
অভিমানে থাকে উপশীত ।
বন্ধুজন আসী ঘরে উচিত বিচার করে
স্বামী হয় আপনে লজ্জিত ।।
অধম অবলা জাতি যদি থাকে এক রাতি
পরের ভবনে কদাচিত ।
ছল ধরে বন্ধুজন লোকে করে গঞ্জন
অবিচার কৈলে অনুচিত ।।
যুড়িয়া উভয় পানি বলে ব্যাধ-নিতম্বিনী
শুন রামা দ্বিজের বনিতা ।
সরূপ কহিগো তোকে ঠেকিলি বিষম পাকে
কি কারণে আইলে তুমি হেথা ।।

চণ্ডী

ফুল্লরা সুন্দরী শুন ফুল্লরা সুন্দরী।
আইনু বীরের দুঃখ দেখিতে না পারি ॥
যে বল সে বল আমি বীরে না ছাড়িব।
দিয়া আপনার ধন দুঃখ ঘুচাইব ॥
কুলের বহুরি আমি কুলের নন্দিনী।
আপনার ভালমন্দ আপনি সে জানি ॥
মোর উপদেশে গো তোর কিবা কাজ।
আপনি সে রক্ষা কর আপনার লাজ ॥
আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে।
আনিয়াছে তোর স্বামী বান্ধি নিজ গুণে ॥
হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ যায়্যা বীরে।
যদি বীর বলে তবে যাব স্থানান্তরে ॥
আইনু তোমার বাড়ী হিত করিবারে।
কতনা বিরূপ বাণী বল বারে বারে ॥
মোরে এত জিজ্ঞাসায় তোর কিবা কাজ।
থাকিব দুজনে যদি না বাসহ লাজ ॥
এতেক বচন যদি বলিলা ভবানী।
না বুঝিয়া দুঃখ ভাবে ব্যাধের নন্দিনী ॥
বারমাসের দুঃখ রামা করে নিবেদন।
অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

১—১ ভ্রমিতে নাহি তরাস (খ), ২—২ করে সখ দে খ (গ)
৩—৩ কিসের কারণ একাকী ভ্রমণ
কেন কৈলে হেন মতি (ক)
৪—৪ আমার করম দুষী (ক), আমি বড় কর্ম্ম দোষী (খ)
৫—৫ সুন সঞ্জয়ের সুতা (খ), ৬ শতেক (ক)
৭ দ [illegible] (গ) ৮—৮ কর্বদ্ধি লাগিল লোকে (ক)

ফুল্লরার বারমাসের দুঃখ

পাশেতে বসিয়া রামা কহে দুঃখবাণী ।
ভাঙ্গা কুড়্যা ঘরখানি পত্রের ছাওনী ।।
ভেরাণ্ডার খাম তার আছে মধ্য ঘরে ।
প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে ।।
[১]পুণ্যকর্ম্ম বৈশাখেতে খরতর খরা ।[১]
তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা ।।
[২]পদ পোড়ে খরতর রবির কিরণ ।
শিরে দিতে নাহি আঁটে অঙ্গের[৩] বসন ।।
বৈশাখ হৈল আগো মোরে বড় বিষ ।
[৪]মাংস নাহি খায় সর্ব্ব লোক নিরামিষ ।।[৪]
[৫]পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রচণ্ড তপন ।
খরতর পোড়ে অঙ্গ রবির কিরণ ।।[৫]
পসরা এড়িয়া জল খাতো যাতো নারি ।
দেখিতে দেখিতে চিলে লয় আধা সারি ।।
পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস ।
বেঙচের ফল খায়্যা করি উপবাস ।।
আষাঢ়ে পুরিল মহী নবমেঘে জল ।
বড় বড় গৃহস্থের টুটয়ে সম্বল ।।
মাংসের পসরা লয়্যা বুলি ঘরে ঘরে ।
কিছু খুদ-কুড়া মিলে উদর না পূরে ।।
শ্রাবণে বরিষে মেঘ দিবস রজনী ।
সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি ।।
আচ্ছাদন নাহি অঙ্গে পড়ে মাংস-জল ।
কত মাছি খায় অঙ্গে করমের ফল ।।

অভাগ্য মনে গুণি অভাগ্য মনে গুণি।
কত শত খায় জোঁক নাহি খায় ফণী ॥
ভাদ্রপদ মাসে বড় দুরন্ত বাদল।
[৬]নদনদী একাকার আটদিকে জল ॥[৬]
কিরাত পাড়াতে বসি না মেলে উধার।
হেন বন্ধুজন নাহি যেবা সহে ভার ॥
কত নিবেদিব দুখ কত নিবেদিব দুখ।
বিপাখ পাইল স্বামী বিধাতা বিমুখ ॥
আশ্বিনে অম্বিকা [৮]জা করে [৭]জনে জনে[৭] ।
ছাগল মহিষ মেষ [৮]দিয়া বলি দানে ॥[৮]
উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা।
অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা ॥
মাংশ কেহ না আদরে মাংশ কেহ না আদরে।
দেবীর প্রসাদ-মাংশ প্রতি ঘরে ঘরে ॥
কার্ত্তিক মাসেতে হয় হিমের প্রকাশ।
যগজনে করে শীত-নিবারণ বাস ॥
নিযুক্ত করিলা বিধি সভার কাপড়।
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড় ॥
কত দুঃখ শহে গায় কত দুঃখ শহে গায়।
নিরামিশ্য করে লোক মাংশ না বিকায় ॥
মাস মধ্যে মার্গ্যর আগনে ভগবান।
হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সভাকার ধান ॥
উদর পুরিয়া অন্ন দৈবে দিলা যদি।
যম-শম শীত তথি নিরমিলা বিধি ॥
শুন দুঃখের কাহিনী শুন দুঃখের কাহিনী।
পুরাণ দোপাটা গায়ে দিতে করে পানী ॥

পউষে প্রবল শীত সুখী যগজন।
তুলি পাড়ি পাছড়ি শীতের নিবারণ ॥
হরিণী বদলে পাইনু পুরাণ খোসলা।
উড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধুলা ॥
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ ॥
মাঘে কুজ্ঝটিকা প্রভু মৃগয়াতে জায়।
আন্ধারে লুকায় মৃগ দেখিতে না পায় ॥
ফুল্লরার কত আছে কর্ম্মের বিপাক।
মাঘ মাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক ॥
শুন মোর বাণী রামা শুন মোর বাণী।
কোন সুখে মোর সাথে হইবো ব্যাধিনী ॥
সহজে শীতল ঋতু ফাগুন যে মাসে।
পোড়ায় রমণীগণ বসন্ত-বাতাসে ॥
মধুমাসে মালয়-মারুত বহে মন্দ।
মালতীর মধুকর পিয়ে মকরন্দ ॥
বণিতা-পুরুষ অঙ্গ পীড়য়ে মদনে।
[২]ফুল্লরার অঙ্গ পুড়ে উদর-দহনে ॥[২]
[১]অতি দুঃখ মধুমাসে অতি দুঃখ মধুমাসে।[১]
একত্র শয়নে স্বামী যেন ষোল ক্রোশে ॥
অনল সমান পোড়ে চইতের খরা।
চালুসেরে বান্ধা দিনু মাটিয়া পাথরা ॥
ফুল্লরার কত আছে করমের ফল।
মাটিয়া পাথরা বিনে অন্য নাহি স্থল ॥
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান ॥

ফুল্লরার অভিলাষ বুঝিয়া পার্ব্বতী।
[১১] আশ্বাস করিয়া তারে বলেন ভারতী ॥
আজি হৈতে মোর ধনে আছে তোর অংশ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গান ভৃগুবংশ ॥

১—১ অনল সমান পোড়ে বৈশাখের খরা (ক)
২—২ অগ্নিসম রবিতাপ না জায় শহন (খ) ৩ খুঞার (ক ও গ)
৪—৪ মাংশ না বিকায় সর্ব্বজন নিরামীস (খ)
৫—৫ জইষ্ঠের রবির তাপে কেহ নহে স্থির
তৃশাকুল হইগ নিকটে নাহি নীর (খ)
৬—৬ সকলে দরিদ্র বীর সম্বলে বিরল (গ)
৭—৭ ষগজন (খ) ৮-৮ করে নিজোজন (খ)
৯—৯ আমার পিড়িত অঙ্গ যঠর-দহন (খ)
১০—১০ দারুণ দৈব-দোষে গো দারুণ দৈব-দোষে (ক)
১১—১১ বলে মাতা আজি হৈতে খণ্ডিব দুর্গতি (খ)

কালকেতুর প্রতি ফুল্লরা

কান্দিতে কান্দিতে রামা গেলা হাট চলে।
তিতিল সকল অঙ্গ লোচনের জলে ॥[১]
গোলাহাটে বীরে গিয়া দিলা দরশন।
ফুল্লরা দেখিয়া বীরে সুচিন্তিত মন ॥
গদগদ বচনে রাঙ্গা চক্ষে বহে নীর।[২]
সবিস্ময় হইয়া জিজ্ঞাসা করে বীর ॥[৩]
শাশুড়ী ননদী নাহি নাহি তোর সতা।
কার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কৈলি রাতা ॥
সতা সতী নাহি প্রভু তুমি মোর সতা।
আজি হইতে ফুল্লরাবে বিমুখ বিধাতা ॥
পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।
কাহার ষোড়শী কন্যা আনিযাছ ঘরে ॥
বামন হইযা হাত বাড়াইলে শশী।
আখেটির ঘরে শোভা পাইবে উর্ব্বশী ॥
শিয়রে কলিঙ্গ-রাজা বড় দুরবার।
তোমারে বধিযা জাতি লইবে আমার ॥
এ বোল শুনিযা ক্রোধে বীর বলে বাণী।
পরস্ত্রী দেখিযে যেন নিদ্ধা জননী ॥
ব্যক্ত করি রামা মোরে কহ সত্যভাষা।
মিথ্যা হইলে চিযাড়ে কাটিব তোর নাসা ॥
সত মিথ্যা বাক্যে ধর্ম্ম আপনে প্রমান।
তিন দিবসের চাঁদ দেখি বিদ্যমান ॥

অহে বীর বচনে করহ অবগতি।[৪]
ত্রিভুবনে এক ধন্যা অতি বরতনু কন্যা
রতিপতি জিনিয়া মূরতি ॥

কুন্তলে কুসুম শোভে ষটপদ মধুলোভে
সীমন্তে সিন্দুর দিবাকর।
নাসা জিনি খগপতি স্মরধনু ভাঙ-ভাতি
মুখ দেখি জেন সুধাকর ॥[৫]
দশন দাড়িম্ববিচি চমকে দামিনী-রুচি
ওষ্ঠ জিনি পক্ক বিম্বফল।
সুরঙ্গ পাটের জাদ বিচিত্র কবরী বান্ধে
তথি বেড়ি মালতীর মাল ॥
খঞ্জন গঞ্জন আঁখি অনুমানে হেন লখি
কেশ জিনি নব জলধর।
সুচারু সে ক্ষীণ মাঝা জিনিয়া মৃগের রাজা
হেমকান্তি জিনি কলেবর ॥
গজকুম্ভ পয়োধর কিবা হেম গিরিধর
বিচিত্র কাঁচলি শোভে তায়।
কটিতে কিঙ্কিণী সাজে অতি সুললিত বাজে
রতন মঞ্জীর শোভে পায় ॥
কর জিনি করি-কর নাসা-ভূষা মনোহর
ভুবনমোহন শঙ্খধারী।
বিশেষ কহিব কত নানা আভরণ যত
বুঝি আদ্যা দেবী মহেশ্বরী ॥
শুনি ফুল্লরার বাণী সবিস্ময় বীরমণি
বলে রামা কর অবধান।
আমি কিছু নাহি জানি কেবল গোধিকা আনি
রাখিয়াছি চাপিয়া পাষাণ ॥

১-১ কান্দিতে কান্দিতে রামা করিল গমন
কি জানি কি করে বিধি ভাবে মনে মন (খ)
২-২ হা-কন্দ কান্দনে কান্দে চক্ষে বহে নীর (ক) ৩-৩ জিজ্ঞাসে মহাবীর (গ)
৪-৪ জন প্রভু আমার ভারতী (ক) ৫-৫ মুখচারু জিনি শশধর (ক)

ফুল্লরার প্রতি কালকেতু

শুন শুন আল প্রিয়ে বচন আমার।
আমার যেমন মতি গোচর তোমার॥
[1]কৈসর সমএ বিভা কৈরিনু তোমারে।[1]
মোর ভাল-মন্দ তুমি জানহ অন্তরে॥
পরের রমণী দেখি হেঁট করি মাথা।
তবে কেনে এত মোরে বল কটু কথা॥
কোথা না দেখিলে কন্যা পরম রূপসী।
নিশ্বাসে মলিন কেনে কৈলে মুখশশী॥
সেই কন্যা দেখাবারে পার যদি মোরে।
[2]জিবন বধিব তার যুড়ি এক সরে॥[2]
যদি দেখাইতে নার পরম সুন্দরী।
তোমার উচিত শাস্তি করিব বিচারী॥
পসরা চুবড়ী পাথি লইল ফুল্লরা।
[3]ছাড়িলেন গোলাহাট তুলিয়া পসরা॥[3]
আগে আগে চলিলা ফুল্লরা নারীজন।
পশ্চাতে চলিলা কালু হাতে শরাসন॥
নিজ নিকেতনে গিয়া দিল দরশন।
দেখিতে পাইল দুই অভয় চরণ॥
ভাঙ্গা কুড়্যা ঘরখানি করে ঝলমল।
কোটি চন্দ্র প্রকাশিছে গগনমণ্ডল॥
গাণ্ডীবাণ এড়ি বীর হৈল নতিমান।
অম্বিকামঙ্গল কবিকঙ্কণে গান॥

১—১ [illegible] কৈরিনু তোমারে (ক)

২—২ পরাণে মারিব তারে যুড়ি একশরে (ক)

৩—৩ সুন্দরী দেখিতে হৈল মহাবীর ত্বরা (খ)

চণ্ডীর প্রতি কালকেতুর উপদেশ

আমী ব্যাধ নীচ জাতি　　তুমি রামা কুলবতী

পরিচয় মাগে কালকেতু ।

ত্রিভুবনে এক ধন্যা　　কিবা দেব-দ্বিজকন্যা

ব্যাধের মন্দিরে কিবা হেতু ।।

স্থন স্থন জিজ্ঞাসি তোমারে ।

যেরূপ যৌবন তুমি　　তেজি নিজ বন্ধু স্বামী

কি কারণে অক্ষটের ঘরে ।।

অক্ষটি হিংশক রাড　　চৌদিকে শুর হাড়

[2]শ্মশান সমান যেই স্থান ।[2]

কহি আমি সত্যবাণী　　এই ঘরে ঠাকুরাণী

প্রবেশে উচিত হয় স্নান ।।

[3]তেজিয়া ব্যাধের বাস[3]　　চল বন্ধুজন-পাশ

থাকিতে থাকিতে দিননাথে ।

যদি আইসে কাল নিশা　　লোক পাবে শশখশা

রজনী বঞ্চিলে কার সাথে ।।

কিবা পথ-পরিশ্রমে　　আসিলা বিবের ভ্রমে

[4] আওয়াস ছাড়িয়া এই স্থান ।[4]

চল বন্ধুজন-সাথে　　ফুল্লরা চণ্ডক সাথে

পিছে লয়্যা যাব ধনুর্ব্বাণ ।।[5]

যেমন তিলক-পানি　　তেমন অসত্যবাণী

সত্যবাণী তিলক-চন্দন ।

অভয়াচরণে চিত　　রচিল নৌতন গীত

চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ।।

---

১ ব্যাধ গো (ক) ২-২ য়েই ঘর শ্মশান-সমান (খ)

৩-৩ ছাড়িয়া পরের বাস (খ)

৪-৪ আইয়াস ছাড়িতে য়েই ঘর (খ)

৫- ধনুশর (খ)

৫—

দেবীর প্রতি কালকেতুর ক্রোধ

মৌনব্রত করি যদি রহিলা ভবানী।
ঈষৎ কুপিত বীর যোড়ে দুই পাণি॥
বুঝিতে না পারি গো তোমার ব্যবহার।
[1]যে হও সে হও গো আমার নমস্কার॥
ছাড় এই স্থান মাগো ছাড় এই স্থান।
[2]আপনি রাখিলে রহে আপনার মান॥
একেলা যুবতী তুমি ছাড় নিজ ঘর।
উচিত বলিতে কেন না দেহ উত্তর॥
বড়র বহুড়ী তুমি বড় লোকের ঝি।
বুঝিয়া ব্যাধের ভাব তোমার লাভ কি॥
শতেক রাজার ধন আভরণ অঙ্গে।
ভয়হীনা হৈয়া ভ্রম কেহ নাহি সঙ্গে॥
চোরখণ্ড হৈতে মাতা নাহি কর ভয়।
চরণে ধরিয়া বলি ছাড়হ নিলয়॥
হিত উপদেশ বলি শুনগো বিচার।
শিয়রে[3] কলিঙ্গ রাজা বড়ই দুর্ব্বার॥
[4]এতেক বচনে যদি[4] না দিলা উত্তর।
ভানু সাক্ষী করি বীর যুড়িলেক শর॥
ছাড়িতে ছাড়িতে বাণ নাহি ছাড়ে বীর।
পুলকে পূরিত তনু চক্ষে বহে নীর॥
শরাসনে আকর্ণ পূরিত কৈল বাণ।
হাতে শর রহে যেন চিত্রের নির্ম্মাণ॥

নিবেদিতে মুখে নাহি নিঃসরে বচন।
বলবুদ্ধিহত হৈল আক্ষটী-নন্দন॥
নিতে চাহে ফুল্লরা হাতের ধনুশর।
ছাড়াইতে নারে শর হইল ফাঁপর॥

১—১ জেবা শেবা হয় গ (খ)
২—২ আপনে সে রক্ষা কবি আপনার মান (খ)
৩— নিকাট (খ) ৪- ৭ যেত থাকো চণ্ডী যদি (খ)

দেবীর পরিচয় প্রদান

শরধনু স্তম্ভিত দেখিয়া মহাবীরে।
[১]করুণা করিয়া মাতা বলে ধীরে ধীরে ॥[১]
শুন শুন মোর বাক্য বীর কালকেতু।
খণ্ডাব তোমার দুঃখ আইনু তার হেতু ॥
[২]আইনু পার্ব্বতি আমি[২] তোরে দিতে বর।
বর মাগ কালকেতু ত্যজ ধনুশর ॥
মাণিক অঙ্গুরী লহ সপ্ত রাজার ধন।
ভাঙ্গায়্যা বসাহ রাজ্য গুজরাট বন ॥
[৩]বসাইতে জনে তুমি দিবে গরু ধান।[৩]
পালিবে সকল প্রজা পুত্রের সমান ॥
এমন শুনিয়া বীর চণ্ডীর বচন।
জোড় হাত করিয়া করেন নিবেদন ॥
হিংসামতি আমি ব্যাধ অতি নীচ জাতি।
মোর ঘরে কি কারণে আসিব পার্ব্বতি ॥
আদ্যাশক্তি বট যদি নগেন্দ্রনন্দিনী।
[৪]নিবেদি তোমার পদে জুড়ি দুই পাণী ॥[৪]
নিজমূর্ত্তী ধরিলে প্রবোধ পাই মনে।
যেইরূপে লোক তোমা পূজযে আশ্বিনে ॥
শুনী সেই মূর্ত্তী ধরে ভকত-সদয়।
অম্বিকামঙ্গল কবি শ্রীমুকুন্দ কয় ॥

১—১ বলেন করুণাময়ী মৃদুমন্দস্বরে (ক ও খ)
২—২ আমি ভগবতী আনু (খ)
৩—৩ বসা শত জনে দিবে চাষু কড়ি ধান (খ)
৪—৪ তোমার চরণ বন্দি জোড় করি পাণি (ক)

মহিষমর্দ্দিনীরূপ ধারণ

মহিষমর্দ্দিনীরূপ ধরেন চণ্ডিকা ।
অষ্ট দিকে শোভা করে অষ্ট যে নায়িকা ।।
সিংহপৃষ্ঠে আরোপিলা দক্ষিণ চরণ ।
মহিষের পৃষ্ঠে বাম পদ আরোপন ।।
বাম করে মহিষাসুরের ধরি চুল ।
ডানি করে তার বুকে আঘাতিল[১] শূল ।।
চারিদিকে লম্বমান শোভে জটাজুট ।
গগনমণ্ডলে লাগে মাথার মুকুট ।।
[২]বামভাগে কার্ত্তিক[২] দক্ষিণে লম্বোদর ।
বৃষ-আরোহণে শিব মাথার উপর ।।
দক্ষিণে জলধি-সুতা বামে সরস্বতী ।
[৩]আনন্দে পূরিত[৩] দেবগণে করে স্তুতি ।।
অঙ্গদকঙ্কণযুতা হইলা দশভুজা ।
যেইরূপে অবনীমণ্ডলে লৈলা পূজা ।।
পাশাঙ্কুশ খট্বাঙ্গ খেটক শরাসন ।
বাম পাঁচ হস্তে শোভে পাঁচ প্রহরণ ।।
অসি চর্ম্ম শূল শক্তি শেল কত শর ।
পাঁচ অস্ত্র শোভিত দক্ষিণ পাঁচ কর ।।
তপ্ত-কলধৌত জিনি বরণের আভা ।
ইন্দীবর জিনি দুই লোচনের শোভা ।।
শশিকলা শোভে তার মুকুটভূষণ ।
সম্পূর্ণ শারদশশী জিনিয়া বদন ।।

দেখিয়া চণ্ডীর রূপ ব্যাধের নন্দন।
[4]ভয়ে কম্পমান তনু মুদ্রিত চেতন ॥[4]
কালু কালু বলিয়া ডাকেন মহামায়া।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মোরে কর দয়া ॥

১—১ আরোপিলা (ক ও খ) ২—২ বামে শিখিবাহন (ক)
৩—৩ অনম্র কন্দরে (খ) ৪—৪ সম্ভ্রমে পড়িল বীর হরিল চেতন (ক)

কালকেতুর ধনপ্রাপ্তি

মূর্চ্ছিত দেখিয়া বীরে বলেন ভবানী ।
মূর্চ্ছা তেজি উঠ পুত্র তেজিয়া ধরণী ।।
উঠ উঠ ফুল্লরা বলেন মহামায়া ।
বিনাশ করিব দুঃখ তোরে করি দয়া
দেবীর বচনে উঠে ব্যাধের কোঙর ।
সম্মুখে রহিল বীর যুড়ি দুই কর ।।
প্রদক্ষিণ করি বীর করে নমস্কার ।
ফুল্লরা সুন্দরী দেয় জয়জয়কার ।।
কৃতাঞ্জলি করিয়া বলেন বীর বাণী ॥
ত্যজ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি নগেন্দ্রনন্দিনী ।।
এতেক বচন যদি বলে মহাবীর ।
দেখিতে দেখিতে হইল খর্ব্বের শরীর ।।
অভয়া দিলেন তারে মাণিক অঙ্গুরী ।
লইতে নিষেধ করে ফুল্লরা সুন্দরী ।।
একটি অঙ্গুরী নিলে হবে কোন
সারিতে নারিবে প্রভু ধনের দুর্নাম ।।
ফুল্লরার অভিলাষ বুঝিয়া পার্ব্বতী ।
আর কিছু ধন দিতে চণ্ডী কৈলা মতি ।।
চণ্ডীকা বলেন বাছা লহ সিকাভার ।
লহ ঝুড়ি কোদালী খন্তা খরধার ।।

কোদালী খন্তা মাতা নাহিক নিয়ড়ে ।
[৩]তুমি আজ্ঞা দিলে ধন খুড়িব চিয়াড়ে ।।
অভয়ার সঙ্গে বীর করিলা গমন ।
দাড়িম্ব তরুর তলে দিলা দরশন ।।
[৪]এইখানে কুড়হ এখনি পাবি ধন ।[৪]
এমন শুনিয়া বীর হরষিত মন ।।
খুড়িতে খুড়িতে বীর ধনের লাগ পাইল ।
[৫]লোহার শিকল ধরি ঘড়ারে তুলিল ।।[৫]
তুলিয়া বান্ধিল বীর সপ্ত ঘড়া ধন ।
চণ্ডীর সম্মুখে রাখে ব্যাধের নন্দন ।।
একবার নিয়া যায় দুই ঘড়া ধন ।
ফুল্লরা ভারের সঙ্গে করিলা গমন ।।
ধনরক্ষা হেতু মাতা বৈসে তরুতলে ।
ফুল্লরা রহিলা ঘরে ধন করি কোলে ।।
আরবার নিল বীর দুই ঘড়া ধন ।
দেখি হরষিত হইলা ফুল্লরার মন ।।
পুনরপি মহাবীর দ্রুত গতি যায় ।
দুই দিকে দুই ঘড়া ধন যে বসায় ।।
এক ঘড়া অবশেষে দেখি মহাবীর ।
নিতে নারে ভেড়িভার হইলা অস্থির ।।
মহাবীর বলে মাতা করি নিবেদন ।
চাহিয়া চিন্তিয়া দেহ এক ঘড়া ধন ।।
[৬]যদিবা চণ্ডিকা ধন না দিবে অপর ।[৬]
এক ঘড়া ধন মাতা নিজ কাঁখে কর ।।
এমন কালুর বাক্য শুনি মহামায়া ।
ধন-ঘড়া কাঁখে করি বীরে কৈল দয়া ।।

পশ্চাতে চণ্ডিকা যান আগে কালু যায়।
ফিরি ফিরি কালকেতু পাছু পানে চায়॥
মনে মনে কালকেতু করেন যুকতি।
ধন ঘড়া নিয়ে পাছে পালায় পার্ব্বতী॥
হাসেন জগৎ-মাতা বুঝি তার মন।
না পালাইব লয়্যা তোর বাপ-কালি ধন॥

কালুর কুড়েতে আসি দিলা দরশন।
চিয়াড়ে খুঁড়িয়া রাখে সপ্ত ঘড়া ধন॥
সম্বরিয়া সর্ব্বধন রাখিলেন খুন্যে।
ব্যয় করিবার তরে কথো রাখে গুণ্যে॥
চণ্ডিকা বলেন কালু ব্যাধের নন্দন।
নগরের মধ্যে দিবে আমার ভবন॥
পূজিবে মঙ্গলবারে পাতাইবে জাত।
গুজরাট নগরের তুমি হবে নাথ॥
স্থাপিয়া আমার বারি করিও পূজন।
নিযুক্ত করিও তাহে উত্তম ব্রাহ্মণ॥
এত শুনি মহাবীর চণ্ডীর ভারতী।
কৃতাঞ্জলি হৈয়া বলে শুনগো পার্ব্বতী॥
[৭]অতি নীচকুলে জন্ম জাতি গো চোয়াড়।
কেহ না পরশে জল লোকে বলে রাড়॥[৭]
পুরোধা আমার হবে কেমনে ব্রাহ্মণ।
[৮]চণ্ডী কহে নিচোত্তম পালে হয় ধন॥[৮]
পবিত্র হইলা পুত্র আমা দরশনে।
লইবে তোমার দান উত্তম ব্রাহ্মণে॥

য়েত বলী ব্যাধে ধন দিয়া মাহেশ্বরী।
কৈলাসে গেলেন জথা দেব কাম-য়রী।
অঙ্গুরী ভাঙ্গাত্যে হৈলা বীরের পয়াণ।
অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীমুকুন্দ গান।।

১—১ য়েকটী অঙ্গুরিতে হবেক কত কাম (খ)
২—২ কৈল অনুমতি।(ক)
৩—৩ আদি সে কুয়া পারি কুড়িতে চেএাড়ে (খ)
৪—৪ স্থান দেখাইয়া মাতা দিলা ততক্ষণ (খ)
৫—৫ নীল মেঘেতে যেন বিজুরী পড়িল (গ)
৬—৬ যদি গো অভয়া ধন নাহি দিতে পার (ক)
৭—৭ কৃতাঞ্জলী বীর কহে হৈ-গ চোয়াড়।
লোকে না পরস করে সভে বলে রাড়।। (খ)
৮—৮ নীচ কি উত্তম হবে পাইলে বহু ধন (ক)

বণিক্‌কে স্বপ্ন-প্রদান

দশদণ্ডে হেমথালে করিয়া ভোজন।
খাটে নিদ্রা যায় বাণ্যা বিনোদ শয়ন ॥
বণিক-শিয়রে মাতা কহেন স্বপন।
কালি, প্রভাতে আসিব কালু ব্যাধের নন্দন ॥
সমূল্য করিয়া দিহ বদলিয়া ধন।
এতেক কহিয়া হৈল চণ্ডীর গমন ॥
শয্যা হৈতে উঠে বীর প্রত্যুষ বিহান।
অঙ্গুরী লইয়া বীর করিল পয়ান ॥
মহাবীর আইলা যথা বণিকের ঘর।
গাইলেন পাচালী মুকুন্দ কবিবর ॥

১-১ প্রভাতে আসিবে বীর ব্যাধের নন্দন (ক)
২ ২ উচিত করিয়া দিবে অঙ্গুরীর ধন (খ)

বণিক্‌সহ কালকেতুর কথোপকথন

বান্যা বড় দুঃশীল নামেতে মুরারি শীল
লেখা-জোখা করে টাকাকড়ি।
পাইয়া বীরের সাড়া প্রবেশে ভিতর বেড়া
মাংসের ধারয়ে দেড় বুড়ি॥
খুড়া খুড়া ডাকে কালকেতু।
কোথা হে বণিক্‌রাজ [১]আছয়ে বিশেষ কাজ [২]
আমি আইলাম তার হেতু॥
বণীক লুকায়ে ঘরে আসীয়া বাণ্যানী তারে
বলে ঘরে নাহি পোতদার। [২]
প্রভাতে তোমার খুড়া গিয়াছে খাতক পাড়া
কালি দিব মাংসের উধার॥
আজি কালকেতু যাহ ঘর।
কাষ্ঠ আনা একভার [৩]একত্র শুধিব ধার
মিঠা কিছু আনিহ বদর॥
বলে বীর কালকেতু আছিলু কাজ্য হেতু [৪]
অঙ্গুরী ভাঙ্গায়া লব কড়ি।
আমার জোহার খুড়ি কালি দিবে বাকী কড়ি
যাই অন্য বণিকের বাড়ী॥
কালু, দণ্ড দুই করহ বিলম্বন।
সরসং করিয়া বাণী হাসি কয় বাণ্যানী
দেখি বাপা অঙ্গুরী কেমন॥

ধনের পাইয়া আশ আসিতে বীরের পাশ
যায় বাণ্যা খিড়কীর পথে ।
মনে বড় কুতূহলী কান্ধেতে তস্কার থলি
সাপড়ি[৬] তরাজু করি হাতে ।।
করে বীর বাণ্যাকে জোহার ।
বাণ্যা বলে ভাই পোএ ইবে নাহি দেখি তোএ
এ তোর কেমন ব্যবহার ।।
প্রভাতে উঠিয়া বনে জাই মৃগ অন্যাশনে
হাথে শর চারি পর ভ্রমি ।
ফুল্লরা পসরা করে সন্ধ্যাকালে আসি ঘরে
এই হেতু নাহি দেখ তুমি ।।
খুড়া, ভাঙ্গাইব একটি অঙ্গুরী ।
হয়্যা মোর অনুকূল কহিবে উচিত মূল
'তবে সে বিপদে আমি তরি ।।'
বণিকে প্রণাম করি দিল বীর অঙ্গুরী
জোখে বেন্যা চড়ায়্যা পড়্যান ।
কৌচ দিযা করে মান ষোল রতি দুই পান
শ্রীকবিকঙ্কণে রস গান ।।

সোনা-রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল ।
ঘসিযা মাজিয়া বাপু করে উজ্জ্বল ।।
রতি প্রতি হৈল বীর দশ গণ্ডা দর ।
দুই যে ধানের কড়ি পাঁচগণ্ডা ধর ।।
অষ্টপণ পাঁচ গণ্ডা অঙ্গুরীর কড়ি ।
বাকি আর মাংসের ধারি যে দেড়বুড়ি ।।
একুনে হইল অষ্টপণ আড়াইবুড়ি ।
চালু খুদ কিছু লহ কিছু লহ কড়ি ।।

বীর বলে অঙ্গুরীর মূল্য নাহি পাই।
যে জন দিয়াছে ইহা তার ঠাঁই যাই॥
বাণ্যা বলে দরে নাহি বাড়ে এক বট।
আমা সনে সওদা কৈলে না পাবে কপট॥
ধর্ম্মকেতু ভায়া সনে কৈলু লেনা-দেনা।
তাহা হৈতে হৈলা বাপা বড়ই শেয়ানা॥
বীর বলে খুড়া তুমি না কর ঝগড়া।
অঙ্গুরী লইয়া আমি যাব অন্য পাড়া॥
পুন সে আড়াই বড়ি দর কহে বান্যা।
চালু খুদ নাহি লৈয় কড়ি লহ গন্যা॥
মনে ভাবে মোহাবীর দেখিল শপন।
অঙ্গুরী শমান মিথ্যা শপ্ত গড়া ধন॥
[৮]বদল করিতে বণিকের হৈল মন[৮]।
পদ্মা সঙ্গে ভগবতী গগনে হাসন॥
এমন সময় হইল আকাশ-ভারতী।
বীরের লইতে ধন না করিহ মতি॥
সাত কোটি তঙ্কা হয় অঙ্গুরীর মূল।
চণ্ডিকা দিয়াছে বীরে হয়্যা অনুকূল॥
অকপটে সাত কোটি তঙ্কা দেহ বীরে।
বাড়িবে তোমার ধন চণ্ডীকার বরে॥
বণিক যে সব কথা সুনিলা আকাশে।
অন্যজন কেহ নাহি সুনে দৈববসে।
[৯]হৃদয়ে চিন্তিয়া বাণ্যা বলে মহাবীরে।[৯]
এতক্ষণে পরিহাস করিলাম তোমারে॥
[১০]সাত কোটি তঙ্কা নেহ অঙ্গুরীর ধন।[১০]
তবে অনুমতি দিলা ব্যাধের নন্দন॥

থলি হৈতে গুণে দিল সাত কোটি টাকা।
[১১]অকপটে দিলা টাকা নাহি কৈল বাঁকা ॥[১১]
[১২]সায় করি[১২] লয় বীর অঙ্গুরীর ধন।
[১৩]বলদে করিয়া ধন আনিল ভবন ॥[১৩]
সর্ব্ব ধন রাখিলেন সম্বরিয়া খুন্যে।
ব্যয় করিবারে তার কি রাখে গুণ্যে ॥
লইয়া টাকার পাট গোলাহাটে যান।
অম্বিকামঙ্গল কবিকঙ্কণে গান ॥

১-১ আছে কিছু গুপ্ত কাজ (ক)
২-২ বীরের শুনিয়া বাণী তাসি বলে বাণ্যানী
 ঘরেতে নাহিক পোত্দার। (ক)
৩-৩ হ ল বাকি দিব ধার (খ)
৪-৪ শুনগো শুনগো খুড়ি কায্যে কিছু আগে দেড়ি (ক)
৫-৫ সাহস (খ) ৬ হডপী (ক)
৭-৭ বিপদ-সাগরে যেন তরি (ক)
৮-৮ হাত-বদল করিতে বেণ্যার গেল মন (ক)
৯-৯ হাসী হাসী বণীক বলেন মোহাবীরে (খ)
১০-১০ অঙ্গুরীর ধন সাতকোটি টাকা হয় (খ)
১১-১১ অকপটে ধন দিল করি লেখা-জোখা (ক)
১২-১২ লেখা করি (ক)
১৩-১৩ কুঞ্জরে না দিয়া তাহা আনীলা ভবন (খ)

কালকেতুর দ্রব্যাদি ক্রয়

লইয়া টাকার পাট চলে বীর গোলাহাট
পিছে দায় শতেক কিঙ্কর।
সেবকে যোগায় পান চামর ঢুলায় আন
বসে বীর ছুলিচা উপর ॥
কানে কলম হাতে দোত আসিয়া কায়স্থ-সুত
মহাবীরে কৈল নত মাথা।
রাহুত মাহুত মাল যেবা ধরে অসি ঢাল
বীরের শুনিয়া ধায় কথা।
আনন্দে পূর্ণিত মন ভাঙ্গায়া চণ্ডীর ধন
কেনে বস্তু শত শত লেখা।
কেহ বিচারিয়া দেখে কাগজে কায়স্থ লেখে
সায় কর‍্যা বেণ্যা দেয় টাকা ॥
কনকের সাজাকুড়া বিচিত্র পাটের পড়া
সাজাকুড়া হীরায় জড়িত।
চন্দন-কাঠের কুড়া লম্বিছে মুকুতা ছড়া
কিনে দোলা রতনে ভূষিত ॥
পার্ব্বত্য টাঙ্গন তাজি বাছিয়া কিনিল বাজী
গজ কেনে পর্ব্বতের চূড়া।
লম্বমান মোতিহার অঙ্গদ কঙ্কণ আর
কিনে বীর কনক সাপুড়া ॥
যুদ্ধের জানিয়া মর্ম্ম কিনিল অভেদ্য চর্ম্ম
নানা রত্ন বিচিত্র মুকুট।
কিনিল মহিষা ঢাল তাড়িপত্র করবাল
মুঠ যার রচিত পুরট ॥
তবক বেলক টাঙ্গি ভিন্দিপাল শেল সাঙ্গি
ভূষণ্ডী ডাবুশ খরশান।

হিরামুঠি যমধর পট্টিশ খেটক শর
কেনে বীর কামান কৃপাণ ॥
পূরিতে জায়ার সাধ কিনিল পাটের জাদ
[৪] মণিময় মুকুতার বেড়ি ।[৪]
[৫]হীরা নীলা মোতি পলা কলধৌত কণ্ঠমালা
কঙ্কণ কিনিল স্বর্ণচুড়ি ॥[৫]
নিয়োজিয়ে জনে জনে গোধন মহিষ কেনে
বলদ করভ কিনে খাসী ।
[৬]লেপ তুলি খাট পাটি পালঙ্ক মুসরি সাটী
চন্দ্রাতপ পৌর্ণমার শশী ॥[৬]
সরিষা মুসুর মাষ ধান্য নাহি দিশপাস
গুড় তিল মুগ বরবটী ।
তণ্ডুল কিনিল হোলা মূল্য লয় চিনির গোলা
তৈল্য কিনে উমানিয়া ঘটী ॥
কিনে বীর নানা ধন গজপৃষ্ঠে আরোহণ
নিকেতনে করিলা গমন ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

১-১ বিনয়ী বিচয়ে আন (খ) ২-২ জাতি (খ)
৩-৩ স্বখণ্ড ধনশারে হিরা নিলা মতি হারে (খ)
অঙ্গদ কঙ্কন হার লম্বমান মতি যার (গ)
৪-৪ কেইয়া পাতা মুকুতার বেড়ি (খ)
৫-৫ অঙ্গদ কঙ্কদ পালা তম্বু সায়বানী দোলা
তল কিনিলা স্বর্ণ মুতি। (খ)
৬-৬ শকট চৌদল রথ কিনে বীর শত শত
খাট পালঙ্ক কিনে দাসদাসী ॥ (ক)

কালকেতুর নিকট বেরুণিয়াগণের আগমন

মহাবীর কাটে বন শুনি বেরুণিয়াগণ
আইসে তারা নানা দেশ হৈতে।
কাঠদা কুঠার বাসি টাঙ্গী বাণ রাশি রাশি
কিনে বীর সবাকারে দিতে ॥
উত্তর দিকের জন [1]গেন আইসে দানা গণ[1]
শতেক জনের আগুয়ান।
তাহারে দেখিয়া বীর মনে বড় সুস্থির
জনে জনে দিলা গুয়া পান ॥
ক্ষিণ দেশের জন আইল নাম বিকর্ত্তন
পঞ্চশত জনের অধিকারী।
আশ্বাসিয়া মহাবীর বেরুণিয়া কৈল স্থির
দেখি বীর জন সারি সারি ॥
পশ্চিমের বেরুণিয়া আইল দফর মিয়া
সঙ্গে জন[2] বাইস হাজার।
ছোলেমানী মালা করে জপে পীর পেগম্বরে[3]
বন কাট্যা পাতয়ে বাজার ॥

১-১ নামে আসো দাসমন (ক) ২ চঙ্গ (ক)

৩-৩ রাতি যত মুসলমান সেবে পির পেখম্বান (খ)

রুতিমুট দুই কর জপে পীর পেগম্বর (গ)

বন-কর্ত্তন

মহাবীর [১]হাথে ধনু ভ্রমেন[১] কানন ।
বন কাটে মহানন্দে বেরুণিয়া জন ।।

শর নল-খাগড়া ইকড়ি টাঙ্গ ।
[২]উকড়া ধুতুরা[২] কাটে আপাঙ্গ ।
আকড়া মাকড়া কাটে নিয়লি সিয়লি ।
আটসর খাটসর কাটিল নাটা ।
ভাতুল্যা ভারুল্যা চোরপালিটা ।
ঝোকড়া ঝাউ কাটে হাফরমালী ।।

গোরক্ষ বৃহতী কাটে শমরাজি ।
[৩]পেটারিয়া পুরুলীয়া[৩] ভারদ্বাজি ।
টায়ুর ঝাটি বাটিলা কলাালোযা ।
ঘোড়াসিজ পাতাসিজ গুড়কাউলী ।
বাকস বেতস পানিসিউলী ।
সাজাতা পাজাতা কাটে সর্ব্বজয়া ।।

[৪]নেয়াতি সেয়াতি[৪] বরুণা সাঁই ।
বেউড় বাঁশের অবধি নাই ।
কেতকী ধাতকী কাটে বামন আটি ।
শিয়াকুল ডামাকুল শিঙ্গাবেত ।
কোদালে কাটিয়া করিল ক্ষেত ।
কুলিতা চালিতা কাটিল মারাটী ।।

দেবধান গড়গড় ময়না কাঁটা।
শাল পিয়াল চাকুল্যা তপন জটা।
বেউচ ঝাড়া কাটিল আতণ্ডী।
পোঙাতি বিছাতি কাটে বনশর।
বনবাইগুন কাটিলা উড়ুম্বর।
পড়াসি পুড়াসি কাটিল ভুরণ্ডী॥

চাকন্দা কাসন্দা নিসুন্দা ভালা।
গোরথ চাউল্যা গিলা কাশীমালা।
চিঞ্চার বহু বাঁশ কাটিল মান্দারী।
আমড়া বহেড়া হরিড়া ধব।
শুকনা কাননে ভেজালা্যা দব।
সকল ছাড়্যা কাটিল গাম্ভারী॥

মঘর তবলা ভালুকা বাঁশ।
মুড়া উপাড়িয়া করে বিনাশ।
শেমলী সোনলা কাটিল ধনিচা।
সরল ছাতিম কাটিল নিম।
পারুল শিরীষ বরুণাসীম।
ভাদিয়া শিমুল কাটিল বলিচা॥

এরণ্ড করবট বনচালিতা।
বালিগড়া বাকুচি কুচাইলতা।
ঝাটি ভাঁটি কাটিল আদাড়ে।
পলাশ কাটিল খেজুরবন।
মহাকড়া কেল্যাকড়া উলু বেণাবন।
নাকুল তাকুল কাটিয়া উপাড়ে॥

মাণ্ডার পণ্ডার কাষ্ঠ শতমূলী।
ফলহীন আম জাম কাটিল কুলী।
তমাল অৰ্জ্জুন করঞ্জাবন।
দেবছাট বীরছাট জয়ন্তী সোনা।
ফুলহীন দেখিয়া কাটে বাকসনা।
কাটে কোকিলাক্ষ চিরাতা কানন।।

ঘাটুফুল ঘাটুকাল কাটিলা কেয়া।
উকুন্থা চিরন্থা বারাই লোয়া।
খড়ি কাস্নী বারিচা রামকলাখত।
ভিতপুঙ্গি বন নারেঙ্গ আগাই।
মোহাশমুদ্র বনজাম শরই।
ঈশরমুল কাটিল চাঁকুত।।

হন তরূলতা আর কাটিলা জত।
শে শব য়েকে য়েকে কহিব কত।
বড় কর়কজ কর কাটিলা কামরঙ্গ।
কাঁঠাল কদলী রাখিলা গুয়া।
অশ্বথ রাখিলা মূল বান্ধিয়া।
রাখিলা দ্রক্ষা জায়ফল লবঙ্গ।।

মালতী মল্লিকা রাখিল চাঁপা।
ভুজঙ্গকেশর রাখিল জবা।
টগর তুলসী রাখিল রঙ্গণ।
করুণা কমলা ছোলঙ্গ টাবা।
তাল নারিকেল নগরের শোভা।
শঙ্কর পুজিতে রাখিল বিল্ববন।।

বটতরু রাখিলা ষষ্ঠীর ধাম ।
মহাতরু রাখিল জন-বিশ্রাম ।
মূল বান্ধিবারে আনিল থৈকর ।
নৃপতি রঘুনাথ অশেষ গুণধাম ।
দিলেন বহুধন করিল বহুমান ।
[৫]গাইল গীত মুকুন্দ কবিবর ॥

১—১ হাতে পাণ্ডী ফিরয়ে (ক) ২—২ ওকড়া বোকড়া (ক)
৩—৩ পাটল্যা পারুল্যা (ক) ৪—৪ নোয়াড়ি শেয়াড়ি (খ)
৫—৫ গাইল মুকুন্দ নামে কবিবর (ক)

গুজরাট নির্ম্মাণ

সিতপক্ষ ত্রয়োদশী   ১গুরুতারাযুত শশী১
২তথি যোগ নাম আয়ুষ্মান।
সুধন্য কার্ত্তিক মাস   বিশাই তোলে আওয়াস
সঙ্গে লৈয়া বীর হনুমান॥
আদেশ করিলা ভীমা   রচিয়া পৃথক সিমা
পরিখা কোড়েন হনুমান।
করাতে পাথর কাটি   প্রাচীরের পরিপাটি
নিরমিল দ্বারকা সমান॥
এক চিত্তে হনুমান   নখে করে খান খান
শিলা তরু পর্ব্বত সঞ্চয়।
পিতা পুত্র একচিত   পাষাণে রচিয়া ভিত
গিরিসম তুলিল আলয়॥
চারি চৌরি-চতুঃশালা   মেঝা পিড়া খোয়ে ঢালা
পাষাণে রচিল নাচ-বাট;
বিবিধ বিচিত্র তথি   পুরী জিনি দ্বারাবতী
পাট-শালে পুরট কপাট॥
আওয়াসের পূর্ব্বদেশে   বিচিত্র কলস বৈসে্য
বিরচিল বিষ্ণুর দেউল।
দিয়া হীরা নীলা খণ্ড   রচিল বিষ্ণুর পিণ্ড
অনল বিজুরী সমতুল॥
বামভাগে দুর্গামেলা   ৩তার পাছে পাঠশালা৩
সিংহদ্বার পূর্ব্বে জলাশয়।
খিড়কি উত্তর ভাগে   জলহরি তার আগে
প্রতি বাড়ী কূপের সঞ্চয়॥

নগর চত্বর মাঝে শিবের মন্দির সাজে

অনাথমণ্ডপ অন্নশালা।

বাষাড়ি জনের তরে দিঘল মন্দির করে

[৪]অতিথি জনার তথা[৪] মেলা ।।

[৫]কাষ্ঠ আনি বোঝা বোঝা পোড়াইল ইট-পাঁজা

নানা হাট করয়ে নির্ম্মাণ।[৫]

[৬]দিয়া হীরা নীলা খণ্ড মধ্যে কৈল দোলপিণ্ড

কদম্ব-কানন সন্নিধান ।।[৬]

পশ্চিম দিকেতে সেহ তুলিলা নমাজ-গৃহ

দলিজ মসজিদ নানা ছন্দে।

সুধন্যা কৌশলকলা তুলিল রন্ধনশালা

বিবি চাখে বাদী যথা রান্ধে ।।

দ্বারকা[৭] সমান পুরী বিশাই নির্ম্মাণ করি

পুরদ্বারে রচিল কপাট।

চণ্ডী পদে করি ধ্যান শ্রীকবিকঙ্কণে গান

পত্তন নগর গুজরাট ।।

১–১ তাহে গুরুযুত শশী (ক) ২–২ ভাগ্যযোগে তথি আয়ুস্থান (খ)

৩–৩ তার পাশে নাট-শালা (ক) ৪–৪ প্রবাশী জনের জথা মেলা (খ)

৫–৫ কাষ্ঠ আনে ভারে বোঝা কুমারে পোড়ায়ে পাজা
নানা ইট পোড়ে শাবধান ।। (খ)

৬–৬ নানা চিত্রে ইট কাটে দেউল—রা মঠে
সৌধময় কৈলা পুরিখান। (খ)

৭– অযোধ্যা (ক)

কালকেতুর প্রার্থনা

দ্বারকা সমান পুরী করিয়া নির্ম্মাণ।
দুই জনে চণ্ডীর প্রসাদ পাইল পান॥
পুরী দেখি না পূরয়ে বীরের অভিলাষ।
[১]কেহ গুজরাট মাঝে না করে নিবাস॥[১]
বিষাদ ভাবয়ে বীর শূন্য দেখি পুরি।
সন্তাপনাশিনী দুর্গা সোঙরে শঙ্করী॥
তুমি ক্ষুধা ক্ষেমা সর্ব্বরূপা সর্ব্বভূতে।
আমি মূঢ়মতি ব্যাধ কি জানি বলিতে॥
ধন দিয়া কাটাইলা আপনে কানন।
কি কারণে এতগুলা তুলাল্যে ভবন॥
প্রজাকে আনিতে নাহি আমার শকতি।
নগর বসাতে মাতা উর ভগবতী॥
এত স্তুতি কৈল যদি ব্যাধের নন্দন।
কৈলাসে চণ্ডীর হইল অস্থির আসন॥
অবিলম্বে যান মাতা গঙ্গা-সন্নিধানে।
অম্বিকামঙ্গল কবিকঙ্কণে ভণে॥

১—১ কেহ নাহি গুজরাটে শূন্য দেখি বাস (ক)
কেহ রহে গুজরাটে কেহ জায় বাস (খ)

গঙ্গার সহিত ভগবতীর কলহ

সাধিতে আপন কাম আইনু তোমার ধাম
বহিবে আমার কিছু ভার।
রণে প্রবাহিনী গঙ্গে আস্থহ আমার সঙ্গে
যাব রাজ্য কলিঙ্গ রাজার ॥
গঙ্গা, সন্তাপ করহ মোর দূর।
হইয়া উন্মত্ত বেশ ডুবাহ কলিঙ্গ দেশ
তবে বৈসে গুজরাটপুর ॥
হইগো বিষ্ণুর দাসী বিষ্ণুপদ হইতে আসি
সেই প্রভু গতি সবাকার।
হইয়া বিষ্ণুর অংশা কার নাহি করি হিংসা
কেন রাজ্য হাজাব রাজার ॥
পরপীড়া দেখি লাগে ভয়।
:পরের দেখিলে দুঃখ হই আমি অশ্রুমুখ
তারে বড় সদয় হৃদয় ॥:
কুম্ভীর হাঙ্গরগণ প্রাণী হিংসে অনুক্ষণ
কি কারণে ধর তারে কোলে।
মহাপাপ যার গায় সে পাপী তোমাতে নায়
বৈষ্ণবী তোমায় কেবা বলে ॥
গঙ্গা, গরব না কর মোর আগে।
আসিয়া তোমার নীরে বালি-ঘট করি মরে
সেই বধ তোমারে সে লাগে ॥

পূর্ব্ব জনমের ফলে আসিয়া আমার জলে
প্রাণ ত্যজে আপন ইচ্ছায়।
মহিষ ছাগল মেষ খাইয়া কৈলে অবশেষ
সেই পাপ লাগয়ে তোমায়॥
নীচ পশু নাহি ছাড় বরা।
নারী হয়্যা কৈলে রণ বধিলে অসুরগণ
সমরে করিলে পান সুরা॥
চণ্ডী বলে তোরে জানি পিয়াছিলা জহ্নু মুনি
না করি তোমার জলপান।
কোন মড়া পোড়ে কূলে কোন মড়া ভাসে জলে
শ্মশানে তোমার অধিষ্ঠান॥
ছাড় গঙ্গা আপন বড়াই।
উচিত বলিব যদি তোমা সম পাপ নদী
খুঁজিলে পাইতে আর নাই॥
বাড়িলা কোন্দল অতি বলে সখি পদ্মাবতী
চল যাই সমুদ্রের স্থান।
আজ্ঞা দিলে জলনিধি আসিবে সকল নদী
শ্রীকবিকঙ্কণে রস গায়॥

১-১ যে মোরে স্মোরণ করে আমি নাহি ছাড়ি তারে
থাকি তায় শদয় হৃদয়। (খ)
২-২ দোঁহার কোন্দল শুনি পদ্মাবতী বলে বাণী (ক)

সমুদ্র ও ইন্দ্রের নিকট ভগবতীর গমন

ত্বরিতে গেলেন মাতা সমুদ্রের ধাম।
সম্ভ্রমে সমুদ্র উঠি করিলা প্রণাম ॥
কহে সিন্ধু যোড় করে করিয়া পূজন।
কি কারণে আল্যা মোর পবিত্র ভবন ॥
অভয়া বলেন ভিক্ষা দেহ সিন্ধুপতি।
দেহ নদনদীগণ আমার সংহতি ॥
হাজাব কলিঙ্গ দেশ বসাব নগর।
ঘোষণা রাখিব বীরের অবনী ভিতর ॥
এমন শুনিয়া সিন্ধু চণ্ডীর বচন।
হাতে হাতে নদনদী কৈল সমর্পণ ॥
প্রণাম করিয়া দিল পুষ্পক বিমান।
ইন্দ্রের ভবনে মাতা করিলা পয়ান ॥
পূজন করিয়া জিজ্ঞাসেন সুরপতি।
কহ মাতা কি কারণে আমার বসতি ॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া ইন্দ্র কৈল জোড় কর।
চণ্ডিকা বলেন বাছা শুন পরন্দর ॥
সাত দিবসের তরে দেহ চারি মেঘে।
বিরের সাধিয়া কাজ আনি দিব বেগে ॥
এমন শুনিয়া ইন্দ্র চণ্ডীর বচন।
হাতে হাতে চারি মেঘে কৈল সমর্পণ ॥

কলিঙ্গদেশে ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ

মেঘে কৈল অন্ধকার মেঘে কৈল অন্ধকার।
[১]দেখিতে না পায় কেহ অঙ্গ আপনার ॥[১]
ঈশানে উড়িল মেঘ ডাকে সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে মেঘ ডাকে দুর দুর ॥
নিমিষেকে জোড়ে মেঘ গগনমণ্ডল।
চারি মেঘে বরিষে মুষলধারে জল ॥
কলিঙ্গে বহিয়া মেঘ ডাকে ঘোর নাদ।
প্রলয় মানিয়া প্রজা ভাবয়ে বিষাদ ॥
[২]হুড় হুড় দুড় দুড় বহে ঘন ঝড়।
বিপাকে ভবন ছাড়ি প্রজা দিল রড় ॥
ধূলে আচ্ছাদিত হইল যে ছিল হরিত।
উলটিয়া পড়ে শস্য প্রজা চমকিত ॥
চারি মেঘে জল দেয় অষ্ট গজরাজ।
সঘনে চিকুর পড়ে বেঙ্গতড়কা বাজ ॥
করিকর সমান বরিষে জলধারা।
জলে মহী একাকার পথ হইল হারা ॥
ঘন ঘন শুনি চারি মেঘের গর্জ্জন।
কারো কথা শুনিতে না পায় কোন জন ॥
পরিচ্ছন্ন নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী।
[৩]সোঙরে সকল লোক জনকজননী ॥[৩]
হুড় হুড় দুড় দুড় শুনি ঝন ঝন।
না পায় দেখিতে কেহ রবির কিরণ ॥
গর্ত্ত ছাড়ি ভুজঙ্গ ভাসিয়া বুলে জলে।
[৪]নাহিক নির্জ্জল স্থল কলিঙ্গ মণ্ডলে ॥[৪]

গঙ্গা আদি নদনদী সিন্ধুর আদেশে ।
কলিঙ্গ নাশীতে কংশনদে পরবেশে ।।
পর্ব্বত প্রমাণ ঢেয়ু বহে অনুক্ষণ ।
ঘর ভাঙ্গে নর পশু ভাসে নানা ধন ।।
নিরবধি সাত দিন বৃষ্টি নিরন্তর ।
'আছুক অন্যের কাজ হাজিল সহর ।।'
মেঝ্যাতে পড়য়ে শিল বিদারিয়া চাল ।
ভাদ্রপদ মাসে যেন পড়ে পাকা তাল ।।
চণ্ডীর আদেশ পান বীর হনুমান ।
মঠ অট্টালিকা ভাঙ্গি করে খান খান ।।
চারিদিকে বহে ঢেউ পর্ব্বত বিশাল ।
উঠে পড়ে ঘরগুলা করে দলমল ।।
'চণ্ডিকার চরিত্রে পালায় প্রজাগণ ।
অভয়ামঙ্গল কহে শ্রীকবিকঙ্কণ ।।'

১-১ জিনিতে না পাবি ভাই তনু আপনার (গ)
২-২ নিরবিধি আটমুখে বরিষায় ঝড় ।
নগর চত্তর ছাড়ি প্রজা দেই রড় ।। (খ)
৩-৩ কলিঙ্গে সোঙবে সকল লোক যে জৈমিনি । (ক)
৪-৪ নাহি জানি জলস্থল কলিঙ্গ-মণ্ডলে (ক)
৫-৫ আছুক শস্যের কার্য্য হেজ্যা গেল ঘর (ক)
৬-৬ চণ্ডীর আদেশে ধায় নদনদীগণ ।
অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ।। (ক)

কলিঙ্গবাসিগণের খেদ

কলিঙ্গের জত প্রজা উত্তরায় কান্দে ।
ধরণী লোটায়ে কেশ বেষ ভীণু ছান্দে ॥
বুলান মণ্ডল বলে শুন মোর ভাই ।
হাজিল বিলের শস্য তাহে না ডরাই ॥
দারুণ বিধাতা মোরে কৈল অপমান ।
ভাসি গেল আমার কাপাস তিল ধান ॥
কেহ বলে ধন আমি থুয়্যাছিনু চালে ।
চালের সহিত ধন ভাসি গেলা জলে ॥
দেশমুখ বলে ভাই শুন মোর বোল ।
স্রোতে ভেস্যা গেল মোর কাপাসের ডোল ॥[১]
ধরণী লোটায়ে কান্দে মহেশ্বর দাস ।
কোথা ভেস্যা গেল মোর গুড় তিল মাষ ॥
আর একজন বলে শুন মোর বাণী ।
সর্বস্ব যে ভেস্যা গেল সাত মণ চিনি ॥
কোন কোন জন বলে শুন মোর কথা ।
প্রাণধন পাইলু আমি ধরি চালবাতা ॥
কতেক কহিব নানা জাতি পুরে যত ।
দ্রব্যশোকে তারা সর্ব্ব কান্দে অবিরত ॥
ভাড়ু দত্ত বলয়ে আমার কর্ম্মফল ।
আমার উঠানে জল হইল আথল ॥
উঠানে ডুবিয়া মরি না জানি সাঁতার ।
জটে ধরি মাগু মোরে করিল উদ্ধার ॥
মিলি যত প্রজাগণ করিল বিচার ।
কলিঙ্গ রাজার ঠাঁই না পাব নিস্তার ॥

[৩]মসীল করিবে রাজা দিয়া হাতে দড়ি।
প্রথম মাসেতে চাহি এক তেহাই কড়ি ॥[৩]
বুলান মণ্ডল সঙ্গে সর্ব্ব প্রজাগণ।
বিরলে বসিয়া যুক্তি করে বিচারণ ॥
এ দেশে বসতি নাহি ঘর নদীকূলে।
হাজিবে সকল শস্য বরিষণ-কালে ॥
তেশন ইনাম পাই গুজরাটপুর।
তোমার সকল প্রজা তুমি সে ঠাকুর ॥
বুলন মণ্ডল চলে হইয়া প্রধান।
কলিঙ্গ ছাড়িয়া প্রজা করিল পয়ান ॥
ভেলাতে বান্ধিয়া সভে হৈলা নদিপার।
চলিলান প্রজাগণ বিরের দুয়ার ॥
ভেঠ আদি লৈলা শত নানা আয়োজন।
অভয়ামঙ্গল কহে শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

১–১ স্রোতে ভাসী গেলাহে কাপাস সাত :ঢোল (খ)
২ দুয়ারে (ক)
৩–৩ মশাত করিলা রাজা দিয়া খাটদড়ি।
মাইশরে চাহি তিন তেয়াইব কড়ি ॥ (খ)

বুলানমণ্ডলের প্রতি কালকেতু

শুন ভায়া বুলান মণ্ডল।

সন্তাপ করিব দুর আশুই আমার পুর

কানে দিব কনক কুণ্ডল ॥

মনে না ভাবিবে আন মুলে তোরে দিব ধান

গরু দিব লাঙ্গল বাহনে।

যার যেবা নাহি থাকে সেই ধন দিব তাকে

কোন চিন্তা না করিহ মনে ॥

আমার নগরে বৈস যত ইচ্ছা চাষ চষ

তিন সন বহি দিহ কর।

হাল প্রতি দিবে তঙ্কা কারে না করিহ শঙ্কা

পাট্টায় নিশান মোর ধর ॥

নাহিক বাউড়ি দেড়ি রয়্যা বস্যা দিবে কড়ি

ডিহিদার নাহি দিব দেশে।

সেলামী বাঁশগাড়ি নানা বাবে যত কড়ি

নাহি নিব গুজরাট বাসে ॥

পার্ব্বণী পঞ্চক যত গুড়া লোণ সানা ভাত

ধানকাটি কলম-কস্তুরে।

যত বেচ চালু ধান তার নাহি নিব দান

অঙ্ক নাহি বাড়াইব পুরে ॥

যত বৈসে দ্বিজবর কার নাহি নিব কর

চাষভুমি বাড়ি দিব দান।

হইয়া ব্রাহ্মণে দাস পূরিব সবার আশ

জনে জনে সাধিব সম্মান ॥

ভাঁড়ুদত্ত হেন কালে আসিয়া মধুর বলে
মোর আগে কেবা নিবে পান।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণে রস গান ॥

কালকেতুর নিকটে ভাঁড়ুদত্তের আগমন

[১]ভেট লয়্যা কাঁচকলা[১] পশ্চাতে ভাঁড়ুর শালা
আগে ভাড়ুদত্তের পয়ান।
ফোটা কাটা মহাদম্ভ[২] ছেঁড়া ধুতি কোঁচা লম্ব
শ্রবণে কলম খরশাণ ॥
প্রণাম করিয়া বীরে ভাঁড়ু নিবেদন করে
সম্বন্ধ পাতায়্যা বলে খুড়া।
ছেঁড়া কম্বলেতে বসি মুখে মন্দ মন্দ হাসি
ঘন ঘন দেয় বাহু নাড়া ॥
আমি বড় প্রতিআশে এসেছি তোমার দেশে
আগুয়ান ডাকিবে ভাঁড়ুরে।
যতেক কায়স্থ দেখ ভাঁড়ুর পশ্চাতে লেখ
কুলে শীলে মহত্ত্ব-বিচারে ॥
কহি আপনার তত্ত্ব আমল হাঁড়ার দত্ত
তিন কুলে আমার মিলন।
[৩]দুই নারী মোর ধন্যা ঘোষ বসুর কন্যা
মিত্রে কৈল কন্যা সমর্পণ ॥[৩]
গঙ্গার দুকুল পাশে যতেক কুলীন বসে
মোর ঘরে করয়ে ভোজন।
ঝারী বস্ত্র[৪] অলঙ্কার দিয়া করি ব্যবহার
কেহ নাহি করয়ে রন্ধন ॥
বহু পরিবার মেলা দুই নারী চারি শালা
চারি পুত্র বহিনী শাশুড়ী।
[৫]ছয় জামাই ছয় চেড়ী এই হেতু সাত বাড়ি[৫]
ধান্য দিবে নাহি দিব বাড়ি ॥

হাল গরু দিবে খুড়া দিবে হে বিছন পুড়া

ভান্যা খাত্যে ঢেকী কুলা দিবে।

আমি পাত্র রাজা তুমি আগে পূজা পাব আমি

পরিণামে ভাঁড়ুরে জানিবে ॥

৬ভাঁড়ুর বচন শুনি মহাবীর মনে গুণি৬

করিল তাহার বহু মান।

৭রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ৭

শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

১-১ বৈয়া চিড়া দধি কলা (খ)

২-২ ভালে ফোঁটা মহাদম্ভ (ক), চিট্টা ফোটা মহাদম্ভ (খ)

৩-৩ ঘোষ সে বসুর কন্যা দুই নারী ঘরে ধন্যা

মিত্রে কৈল কন্যা বিতরণ ॥ (খ)

৪ থালা (ক)

৫-৫ হয় জামাই হয় ঝি বিশেষ বলিব কি (ক)

৬-৬ পুনহ ভাণ্ডু কয় মোহাবীর প্রশংশয় (খ)

৭-৭ দামুন্যা নগরবাসী সঙ্গীতের অভিলাষী (ক)

কালকেতুর প্রতি ভাঁড়ুদত্ত

সঘনে নাড়িয়া শির গাইছে[১] প্রবন্ধ ধীর
ভাঁড়ুদত্ত কহে কাণকথা।
[২]শুন খুড়া সবিষেসে জেই পাকে প্রজা বৈসে
য়েকে য়েকে তাহার বারতা॥[২]
[৩]দেহ মোরে সর্ব্ব ভার তাড়বালা আদি হার
তুমি থাক নিশ্চিন্তে নিশয়।
বহু প্রজা বসাইব এক ছাইয়া পত্র লব
বন্দে বন্দে যেন প্রজা রয়॥[৩]
যখন পাকিবে খন্দ পাতিবে বিষম দ্বন্দ্ব
দরিদ্রের ধান্যে দিব নাগা।
খাইয়া তোমার ধন না পালায় প্রজাজন
শেষে যেন নাহি পায় দাগা॥
দেওয়ান ভেটের বেটা বহিত আমার চিঠা
যারে বল বুলান মণ্ডল।
[৪]বুঝিয়া করিবে কাজ মোর জেন নহে লাজ
কয়্যা দিব প্রজার সকল॥[৪]
পরি দু-পণের কাচা ভানিত আমার ভাচা
সেই বেটা হবে দেশমুখ।
নফরের[৫] হাতে খাণ্ডা বহুড়ীর হাতে ভাণ্ডা
পরিণামে[৬] দেই অতি দুখ॥
শুনিয়া ভাঁড়ুর বাণী মহাবীর মনে গুণি
মনে ভাবি না দিল উত্তর।

করিয়া চণ্ডিকা ধ্যান শ্রীকবিকঙ্কণ গান

নায়কেরে দেহ চণ্ডী বর ॥

১—১ পাজুটি (ক ও খ)

২—২ যে হৈলে প্রজা বৈসে কহি আমি সবিশেষে

একে একে সকল বারতা (ক)

৩—৩ তাড়বালা দিবে মান করজ বলদ ধান

উচিত কহিতে কিবা ভয়।

জিনিতে প্রজার মায়া জমি দিবে মাগিয়া

বন্দে বন্দে যেন প্রজা লয় ॥ (গ)

৪—৪ থাকিতে সকল প্রজা আওয়ান মোর পূজা

কহিলাম সকল প্রকার। (ক)

৫° রাখালের (ক) ৬° অবশেষে (ক)

মুসলমানগণের আগমন

কলিঙ্গ নগর ছাড়ি প্রজা লয় ঘর বাড়ী
নানা জাতি বীরের নগরে।
পাইয়া বীরের পান বৈসে যত মুসলমান
দিলেন পশ্চিমদিক তারে ॥
আইসে চাপিয়া তাজি সৈয়দ মোলনা কাজি
খয়রাতে বীর দেয় বাড়ি।
পুরের পশ্চিম পটি বোলয়ে হাসন হাটী
[১]বৈসে কলিঙ্গ দেশ ছাড়ি ॥[১]
ফজর সময়ে উঠি বিছায়ে লোহিত পাটি
পাঁচ বেরি করয়ে নামাজ।
ছোলেমানী[২] মালা করে জপে পীর পেগম্বরে
পীরের মোকামে দেয় সাঁজ ॥
দশ বিশ বেরাদরে বসিয়া বিচার করে
অনুদিন কেতাব কোরান।
কেহ বা বসিয়া হাটে পীরের শীরিনি বাটে
[৩]সাঁঝে বাজে দগড় নিশান ॥[৩]
বড়ই দানিসবন্দ [৪]না জানে কপট ছন্দ[৪]
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।
যারে দেখে খালি মাথা তার সনে নাহি কথা
[৫]সারিয়া মারয়ে ভাঁড়া বাড়ি ॥[৫]
ধরয়ে কম্বোজ বেশ মাথাতে না রাখে কেশ
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি।
না ছাড়ে আপন পথে দশ রেখা টুপি মাথে
ইজার পরয়ে দঢ় দড়ি ॥

[৬]আপন টোপর নিয়া   বসিলা গায়ের মিয়া[৬]
ভুঞ্জিয়া কাপড়ে মোছে হাত ।
[৭]শেয়ানি নোহানি পানি   কুড়ানী বিটুনি ছনি[৭]
পাঠান বসিল নানা জাত ॥
বসিল অনেক মিঞা   আপন তরফ নিঞা
কেহ নিকা কেহ করে বিয়া ।
মোলানা পড়ায়্যা নিকা   দান পায় সিকা সিকা
দোয়া করে কলমা পড়িয়া ॥
করে ধরি খর ছুরী   কুকুড়া জবাই করি
দশ গণ্ডা দান পায় কড়ি ।
বকরি জবাই যথা   মোল্লারে দেই মাথা
দান পায় কড়ি ছয় বুড়ি ॥
যত শিশু মুছলমান   তুলিল দলিজখান[৮]
মখদম পড়ান পড়না ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ   পাঁচালী করিয়া বন্ধ
গুজরাট-নগর বর্ণনা ॥

১—১ য়েক মুধুনীতে গৃহ বাড়ি (খ)   ২' ছিলমালী (খ)
এক সমুদায় গৃহ বাড়ী (গ)   ছিলিমিলি (গ)
৩—৩ সাঁজে দেই দ্যগড়ি নিসান (খ)   ৪-৪ কাহাকে না করে দ্বন্দ (খ)
৫-৫ সারিয়া চেলার মারে বাড়ি (ক)
সারিয়া চেলার মারে-বাড়ি (গ)
৬—৬ পাইয়া উত্তম ধাম   বসিলা গয়ের নাম (খ)
৭—৭ সুরাদী লোয়ানী পানী   কুড়ানী বিট্টালি ভূণী (খ)
৮' মক্তবখান (গ)

মুসলমানদিগের শ্রেণীবিভাগ

রোজা নামাজ না করিয়া কেহ হৈল গোলা ।
তাসন করিয়া নাম ধরাইল জোলা ॥
বলদে বাহিয়া নাম ধরাল্য মুকেরি ।
পিঠা বেচি কেহ নাম ধরাল্য পিঠারি ॥
মৎস্য বেঁচিয়া নাম ধরাল্য কাবাড়ি ।
নিরন্তর মিথ্যা কহে নাহি রাখে দাড়ি ॥
হিন্দু হইয়া মুছলমান হৈল গরসাল ।[১]
কেহ রাত্রিকাণা হৈয়া মাগে নিশাকাল ॥
সানা বান্ধিয়া ধরে সানাকার নাম ।
সুন্নৎ করিয়া নাম ধরয়ে হাজাম ॥
পাট্টা পরিয়া কেহ ফিরয়ে নগর ।
তীরকর হয়্যা কেহ নির্ম্মাণয়ে শর ॥
কাগজী ধরিলা নাম কাগজ করিয়া ।
নানাস্থানে বুলে কেহ কলন্দর হৈয়া ॥
কাটিয়া কাপড় সিয়ে দরজির ঘটা ।
নেয়াল বুনিয়া নাম ধরয়ে বেনটা ॥
[২]রঙ্গরেজ নাম ধরে রঙ্গণ করিয়া ।
ধরিয়া হালান নাম কুন্দ্‌র ধরিয়া ॥[২]
গোমাংস বেচিয়া নাম ধরয়ে কসাই ।
এই হেতু যমপুরে তার নাই ঠাঁই ॥
নানা বৃত্তি করিয়া বসিলা মুছলমান ।
অবধান করি শুন হিন্দুর আখ্যান ॥

---

১ গরসাল (গ)

২-২ বসন রঙ্গায়্যা কেহ ধরে রঙ্গরেজ ।
লোহিত বসন শিরে ধরে মত্তাতেজ ॥ (গ)

ব্রাহ্মণগণের আগমন

[১]পাইয়া বীরের পান বৈসে যত কুলস্থান
গুজরাটপুরে বিপ্রগণ।
আশীষ করয়ে বীরে শাস্ত্রের বিচার করে
নিত্য পান ভূষণ চন্দন ।।[১]
দেখিতে সুমার সারি ব্রাহ্মণের আগুয়ারি
ঠাঞি ঠাঞি বিষ্ণুর সদন।
কনক-কলস-চূড়ে নেতের পতাকা উড়ে
গৃহ-শিরে শোভে সুদর্শন ।।
কেহ হয় অধিষ্ঠাতা কোন দ্বিজ কহে কথা
কেহ বলে আগম-পুরাণ।
নানা দেশ হইতে আসে পড়ুয়া বিদ্যার আশে
তারে বীর দেয় নানা দান ।।
মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগরে যাজন করে
শিখিয়া পূজার অনুষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে দেবপূজা ঘরে ঘরে
চাউলের কোচড়া বান্ধে টান ।।
ময়রা ঘরে পায় খণ্ড গোপ ঘরে দধিভাণ্ড
তেলি ঘরে তৈল কুপী ভরি।
কেহ দেয় চাল কড়ি কেহ দেয় ডাল বড়ি
গ্রামযাজী আনন্দে সাঁতরি ।।
বসি গুজরাট পুরে যেই জন বিদ্যা করে
গ্রামযাজী করে অনুষ্ঠান।
সাঙ্গ হৈলে দ্বিজ কয় কাহন দক্ষিণা হয়
হাতে কুশে দক্ষিণা ফুরাণ ।।

গালি দিয়া লণ্ডে ভণ্ডে ঘটকে ব্রাহ্মণ দণ্ডে
কুলপঞ্জি করিয়া বিচার।
যে নাহি গৌরব করে সভাতে বিড়ম্বে তারে
যাবত না পায় পুরস্কার ॥
গুজরাট এক পাশে গ্রহ-বিপ্রগণ বৈসে
বর্ণ-বিপ্রগণ মঠপতি।
দীপিকা ভাস্বতি ধরে শাস্ত্রের বিচার করে
লিখে তারা শিশুর আয়তি ॥
মাথাতে পিঙ্গল জটা কাপালী সন্ন্যাসী ঘটা
ঝুপড়ি বান্ধয়ে এক পাশে।
গায়ে নানা তীর্থ চিন ভিক্ষা মাগে অনুদিন
গুজরাট এক পাশে বৈসে ॥
সদা লয় হরিনাম [২]বাস্তুভূমি পায় দান[২]
বৈষ্ণব বসিলা গুজরাটে।
কাঁথা কমণ্ডলু লাঠি গলাতে তুলসী কাঁঠি
[৩]সদাই গোঙয় গীত-নাটে ॥[৩]
[৪]কুশহস্তে বাক্য পড়ি বীর দেয় ভূমি বাড়ি
কুশ নীর তিল করি করে।[৪]
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
সুখে থাকি আড়রা নগরে ॥

১—১ [পান] লৈয়া বিপ্রগণ পায়্যা ভূমি নানাধন
গুজরাট মধ্যে নিবসয়।
বিচারিয়া লয় পুরি দ্বিরেরে আসীশ করি
সুখে দ্বিজ শাস্ত্র বিচারয় ॥ (খ)
২—২ ভূমি পায়্যা ইনাম (গ)
৩—৩ বৈষ্ণব বসেন সেই দেশে (খ)
৪—৪ আইয়োজন ভূমি বাড়ী বীর দেই বাক্য পড়ি
করে কুশ করিয়া আধান। (খ)

কায়স্থগণের আগমন

ঘৃতকুম্ভে বান্ধি গাছ ভেট নিয়া দধি মাছ
কায়স্থ আইল মহাজন।
প্রণাম করিয়া বীরে নিজ নিবেদন করে
সুখী হইলা ব্যাধের নন্দন ॥
সকল কায়স্থ ভাষে আইনু তোমার দেশে
গুজরাটে করিতে বসতি।
[1]সুনিয়া তোমার নাম ছাড়িলা আপন ধাম[1]
প্রজাগণে অর অবগতি ॥
কোনজন সিদ্ধ কুল কেহ সাধ্য ধর্ম্ম মূল
দোষহীন কায়স্থের সভা।
প্রসন্না সবারে বাণী লিখা পড়া সবে জানী
ভব্যজন নগরের শোভা ॥
[2]ত্যাগ করি কলিঙ্গে লক্ষ ঘর প্রজা সঙ্গে[2]
একস্থানে করিব নিবাস।
বিচার করিয়া তুমি দিবে ভাল বাড়ি ভূমি
শুনি বীর [3]করয়ে আশ্বাস ॥[3]
যত চাবে দিব তঙ্কা কারে না করিবে শঙ্কা
দক্ষিণ আওয়াসে কর বাস।
রচিয়া ত্রিপদীছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
রাজা কৈলা মঙ্গল প্রকাশ ॥

১—১ বিচার করিয়া তুমি দিবে ভাল বাড়ী ভূমি, (ক)
২-২ আদু ঘর তেয়াগীয়া লক্ষ ঘর প্রজা লৈয়া (খ)
৩—৩ হৃদয়ে উল্লাস (গ)

ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতির আগমন

ক্ষেত্রী বৈসে ভানুবংশ সর্ব্বলোক-অবতংশ
চন্দ্রবংশী বৈসে মহাজন।
পুরাণ শ্রবণ-আশে [১]বসিলা দ্বিজের পাশে[১]
অবিরত দ্বিজে দেই ধন ।।
দোসর যমের দূত বৈসে যত রাজপুত
মল্ল বৈসে রাজচক্রবর্ত্তী।
কৃষ্ণ সেবে অনুক্ষণ [২]পুণ্যপথে দেই ধন[২]
দেশে দেশে যাহার খেয়াতি ।।
উলিয়া আখড়া ঘরে [৩]মল্লযুদ্ধ কেহ করে[৩]
নানা বিদ্যা গুণী চাপগরি।
[৪]হাতে ধরি ঢাল খাঁড়া কেহ করে তোলাপড়া
প্রাণে মারে যদি পায় অরি ।।[৪]
আসি পুর গুজরাট নিবাস করয়ে ভাট
অবিরত পড়য়ে পিঙ্গল।
বীর দেয় খাসা জোড়া চড়িতে উত্তম ঘোড়া
নিত্য চিন্তে বীরের মঙ্গল ।।
[৫]বৈসে বৈশ্য মহাজন কৃষ্ণকথা অনুক্ষণ[৫]
কৃষিকর্ম্ম করে গো-রক্ষণ।
কেহ কলান্তর লয় কেহ বৃষে ধান্য বয়
কালে কিনে রাখে কোনজন ।।

কেহ দর করি তোলা হীরা নীলা মোতি পলা
[৬]কেহ মরকত মণি কেনে।[৬]
মাজন করিয়া নায় কেহ নানা দেশ যায়
শঙ্খ চন্দন কিনি আনে ॥
চামর চামরী ভোট শগন্নাথ গজ ঘোট
করভ পট্টীশ আঙ্গরাখি।
এক বেচে আর কেনে নিতি নিতি বাড়ে ধনে
গুজরাটে বৈশ্যজন সুখী॥
বৈদ্যজনায় তত্ত্ব সেন গুপ্ত দাশ দত্ত
কর আদি বৈশে কুলস্থান।
বটিকায় কার যশ কেহ প্রয়োগের-বশ
নানা তন্ত্র করয়ে বাখান ॥
উঠিয়া প্রভাতকালে উর্দ্ধ ফোঁটা করি ভালে
বসনমণ্ডিত করি শিরে।
পরিয়া লোহিত ধুতি কাঁখে করি খুঙ্গি পুথি
গুজরাটে বৈদ্যজন ফিরে॥
দেখি জ্বর শিরোরোগ ঔষধ করয়ে যোগ
[৭]বুকে ঘা মারিয়া অর্থ চায়।[৭]
দেখিলে অসাধ্য রোগ পালাইতে করে যোগ
নানা ছলে মাগয়ে বিদায় ॥
কর্পূর পাচন করি তবে সে রাখিতে পারি
কর্পূরের করহ সন্ধান।
রোগী সবিনয়ে বলে কর্পূর আনিতে চলে
সেই পথে বৈদ্যের পয়ান ॥

বৈদ্যজনার পাশে অগ্রদানী বিপ্র বৈ‌সে
নিত্য করে রোগীর সন্ধান।
রাজকর নাহি দেই বৈতরণী ধেনু লেই
হেমযুত তিল লয় দান ॥

৮—১ আনি বিপ্র নিজ বাসে (ক)
৯—২ দ্বিজে দেয় নানা ধন (ক) ৩—৩ দণ্ড যুদ্ধ নিত্য করে (খ
৪—৪ লইয়া বাজা বাজা কেহ করে মালপাজা
মাংসে হন্দে কেহ পায়ে হারী। (খ)
৫—৫ বৈস্য বৈসে অবিবাদে মগ্ন মন হরিপদে
কৃষীকর্ম্ম করে গোরক্ষণ। (খ)
৬—৬ নানা সহর ভ্রমে স্থানে স্থানে (গ)
৭—৭ যুদ্ধে যাত করে প্রতিজ্ঞায়। (ক)

অন্যান্য জাতির আগমন

বীর দেই বাসা শত আস্যে প্রজা শত শত
ছাড়ী সবে নিজ নিজ বাস।
তেশন ইনাম বাড়ী প্রজা নাহি গণে কড়ি
সুনী প্রজা হৃদয় উল্লাস ।।
তেলী বৈসে শতজনা[১] কেহ চাষী কেহ ঘনা
কিনিয়া বেচয়ে কেহ তেল।
কামার পাতিয়া শাল কোড়ালী কোদালী ফাল
গড়ে টাঙ্গী যমধার[১] শেল ।।
লইয়া গুবাক পান বৈসে তাম্বুলী জন
মহাবীরে নিত্য দেই বীড়া।
কর্পূর সহিত পান[২] বীড়া বান্ধে সাবধান
কভু নাহি পায় রাজপীড়া ।।
কুম্ভকার গুজরাটে হাঁড়ি-কুড়ি গড়ে পেটে
মৃদঙ্গ দগড়ি গড়ে কড়া।
শত শত এক জায় বৈসে তথা তন্তুবায়
ভুনী খুনী ধুতি বুনে গড়া ।।
মালী বৈসে গুজরাটে মালঞ্চে সদাই খাটে
মালা মৌড় গড়ে ফুলঘর।
ফুলের পুটলি বান্ধে পুষ্পসাজি করি কান্ধে
দেই পুরে দেবদেবীঘর ।।
বারুই বসিয়া পুরে বরজ নির্ম্মাণ করে
মহাবীরে নিত্য দেই পান।
বলে যদি কেহ লেই বীরের দোহাই দেই
অনুচিত না করে বিধান ।।

কুন্দিত নিরসে তথা কক্ষতলে করি কাতা
করে ধরে রসাল দর্পণ।
বিশেষ বীরের পাশে বহু পায় মাসে মাসে
বীরে আসি করয়ে মর্দ্দন॥
মোদক প্রধান জনা করে চিনি-কারখানা
খণ্ড লাড়ু করয়ে নির্ম্মাণ।
পসরা করিয়া শিরে নগরে নগরে ফিরে
শিশুগণে করয়ে যোগান॥
পুরে বৈসে গন্ধবেণ্যা গন্ধ বেচে ধূপধূনা
পসরা সাজায়্যা যায় হাটে।
শঙ্খবেণ্যা কাটে শঙ্খ কেহ তার নহে বঙ্ক
মণিবেণ্যা বসে গুজরাটে॥
কাঁসারি পাতিয়া শাল ঝারি খুরি গড়ে থাল
বাটী খোরা বড় হাণ্ডী দীপ।
সাপুড়া চুণ-বাটা নূপুর ঘাঘর ঘণ্টা
সিংহাসন গড়ে পঞ্চ দীপ॥
গুজরাটে করি ঘর নিবসে পাঞ্চজোহর
নির্ম্মাণ করয়ে আভরণে।
দেখিতে দেখিতে জন হরয়ে সবার ধন
হাত বদলিতে ভাল জানে॥

মৎস্য বেচে করে চাষ দুই জাতি বৈসে দাস
কলুরা নগরে পাতে ঘানী।
বাইতি বসিয়া পুরে নানাবিধ বাদ্য করে
নূপুরে জমে আঙ্গুরি বিকিনী॥

নগর করিয়া শোভা   বসিল অনেক ধোবা
দড়াতে শুকায় নানা বাসে।
দরজী কাপড় সীয়ে   বেতন পাইয়া জীয়ে
গুজরাটে বৈসে এক পাশে।।
শিউলী নগরে বৈসে   খজ্জুর কাটিয়া রসে
গুড় করে বিবিধ বিধান।
ছুতার পুরের মাঝে   চিড়া কুটে মুড়ি ভাজে
কেহ চিত্র করয়ে নির্ম্মাণ।।
পাটনী নগরে বৈসে   নিরন্তর জলে ভাসে
পার কবি লয় রাজকর।
আসি তথা জগা ভাট   বসি পুর গুজরাট
ভিক্ষা মাগি ফিরে ঘরে ঘর।।
°চৌদুলি কোরঙ্গা মাঝি   চুণারী বাউরি বাজী°
মালি বৈসে পুরের বাহিরে।
চণ্ডাল বসিযা পুরে   লবণ বিক্রয় করে
পানীফল কেসুর পসারে।।
গায়েন সে গায় গীত   কয়ালি ফিরয়ে নিত
একদিকে বৈসে মারহাটা।
ফিরে তারা গুজরাটে   শোলঙ্গে পিলুই[৩] কাটে
ছানি কাঁড়ে চক্ষে দিয়া কাঁটা।।
নিবসে কিরাত কোল   হাটেতে বাজায় ঢোল
আরাতীব বসিল কামিলা।
কাঁওরা কেয়রা হাড়ী   ঘাস কাটি লয় কড়ি
সুঁড়ির অসনে যার মেলা।।
যোজা পানই জিন   নিরমায়ে অনুদিন
চামার বসিয়া এক ভিতে।

[৭]বিউনী চালুনী চাটা ডোম ছাতা গড়ে লাখ[৭]
জীবিকার হেতু একচিতে ॥
লম্পট পুরুষ আসে বারকন্যাগণ বৈসে
একভিতে হইয়া অধিষ্ঠান।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণে রস গান ॥

১— জত জনা (খ) ২—আজরাম (খ)

৩—৩ লবঙ্গ কর্পূর চূর্ণ (খ) ৪—৪ মাজুরি বেচয়ে ঘর বুনি (ক)

৫—৫ চদুলী চুনারা মাঝি কোরঙ্গা খোয়রা ধাত্রী (খ)

চৌদুলী চুণারী মাঝি কোরঙ্গা ভরদ্বাজী (খ)

৬— গেনই (খ), পিলোহা (গ)

৭—৭ বিয়নী চালুনী ঝাঁটা ডোম করে টোকা ছাতা (ক)

হাটপত্তন ও হাটুরিয়াগণের আবেদন

মকরা পুতিয়া বীর বান্ধে বনমালা।
হাটুয়া আনিয়া বীর দিল তাড় বালা॥
১বেরুণিয়া জন আসি বান্ধয়ে দীপনী।১
২যত সাধু আসিবেক হাটের কথা শুনি॥১
কেহ তৈল বেচে কেহ বেচে খণ্ড দধি।
ভক্ষ্য দ্রব্য উপহার বেচে নানাবিধি॥
এমন সময়ে ভাঁড়ুদত্ত হাটে আইসে।
পসারী পসার ঢাকে ভাঁড়ুর তরাসে॥
পসরা লুটিয়া ভাঁড়ু ভরয়ে চুপড়ী।
যত দ্রব্য লয় তার নাহি দেয় কড়ি॥
লণ্ডে ভণ্ডে গালি দেই করে শালা শালা।
আমি মহামণ্ডল আমার আগে তোলা॥
টানাটানি করে ভাঁড়ু তোলা নাহি ছাড়ে।
জটে ধরি কীল লাথি মারে তার ঘাড়ে॥
পিঠে চূণ মাখি হাটুয়া চলিল আদ্দাসে।
ভাই বন্ধু পসরা তুলিয়া গেল বাসে॥
নগর দেখিতে হইল বীরের গমন।
প্রণাম করিয়া প্রজা করে নিবেদন॥

মহাবীর রাজ্য কর ভাঁড়ু দত্ত লয়্যা।
হের দেখ পিঠে চুণ ভাঁড়ু দত্ত করে খুন
সবে যাবো বিদায় হইয়া॥

জানে ভাঁড়ু নানা ছলা   [illegible] ধরে গলা
    টাকা সিকা নিত্য খায় খুড়ি ।
ভাঁড়ু যত পীড়া করে   কেবা সহিবারে পারে
    [৩]না জানি পালাক্রা জাব কড়ি ॥[৩]
চালু লয় চালকির ঘরে   কড়ি চাহিলে মারে তারে
    গুয়া পান নিত্য লয় ঠেটা ।
[৪]নানা দেশ হইতে আসে   সাধুজন এই দেশে
    মিছা বাদে দেয় তারে লেঠা ॥[৪]
পরাক্রমে নাহি টুটে   গোপের পসরা লোটে
    [৫]নিত্য ধরে অপরাধ দায় ।[৫]
তার বেটা বড় মূঢ়   মোদকের লোটে গুড়
    [৬]নিবেদন কৈলুঁ রাঙ্গা পায় ॥[৬]
চলিতে না পারে খোঁড়া   সাত বাড়ী দেয় জোড়া
    গাছ গায় ভথি রোপে কলা ।
ছাগ মেষ যথা পায়   মারি খুন করে তায়
    নিত্য ধরে অপরাধ ছলা ॥
তাহার বেটার কাজ   কহিতে বাসিয়ে লাজ
    জাতি লয়্যা পড়ি গেল খেলা ।
বহুড়ী জলেতে যায়   আহড়ে থাকিয়া চায়
    [৭]গাছে হইতে ফেল্যা মারে ডেলা ॥[৭]
নিত্য তার বনী রাণ্ডী   কুমারের লয় হাণ্ডী
    ভাল ভাল জনে দেয় ঢেশা ।
বাজারে আইলে মাছ   লয় তার বাছে বাছ
    গালি দেয় বলি কটু ভাষা ॥
প্রজার বচন শুনি   রোষ-যুক্ত বীরমণি
    দূত দিল ভাঁড়ুরে আনিতে ।

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পান কবি শ্রীমুকুন্দ
গিরিরাজ-সুতার সঙ্গীতে ৭।

১-১ বেরু দিয়া জন আনি বান্ধে নখীর পানী (গ)

২-২ দূরে হৈতে আসিবেক রাজহাট শুনি (গ)

৩-৩ পালাইব ছাড়িয়া বসতি (ক)

৪-৪ নানা দেশ হৈতে আসে পড়ুয়া বিদ্যার আশে
নানা বাদ করে তারে বেটা। (গ)

৫-৫ নিত্য ধরে খাস-কর দায় (গ)

৬-৬ নিবেদিতে নাহিক যুয়ায় (ক)

৭-৭ দূর হইতে ফেলি মারে ঢেলা (ক)

কালকেতু-সমীপে ভাঁড়ু দত্ত

দূতের বচনে ভাঁড়ু আল্য লঘুগতি।
যুড়িয়া উভয় পাণি যীরে করে নতি ।।
মহাবীর বলে ভাঁড়ু কি তোর ব্যাভার।
কি কারণে ‘লোট হাট রাজার’ বাজার ।।
হিত উপদেশ বলি শুন ভাঁড়ু দত্ত।
আপনি রাখিলে রহে আপন মহত্ত্ব ।।
ইনাম বাড়ি তোলা ঘরে তুমি কর ঘর।
‘ধান বাড়ি নাহি দাও নাহি কলন্তর ।।’
ইহা শুনি ভাঁড়ু কহে নত করি মাথা।
কাহার বচনে খুড়া কহ হেন কথা ।।
যতেক আছিলা প্রজা আমার নফর।
আমার বচনে আল্য তোমার নগর ।।
কিসের কারণে খুড়া কর মোরে হেলা।
পরম্পরা আছে মোর মণ্ডলিয়া তোলা ।।
মণ্ডল বলাতে তোর মুখে নাহি লাজ।
থর্ব্ব হয়্যা ধরিবারে চাহ দ্বিজরাজ ।।
প্রজা নাহি মানে বেটা আপনি মণ্ডল।
নগর ভাঙ্গিলি ঠকা করিয়া কন্দল ।।

শুন শুন মহাবীর শুন মোর কথা।
উচিত কহিতে তুমি পাবে মনে ব্যথা ।।
যেখানে আমার খুড়া ঘুচালে মণ্ডলী।
দেখিয়াছি খুড়া হে তোমার ঠাকুরালী ।।

[৩]তিন গোটা শর ছিল এক গোটা বাঁশ।
হাটে হাটে ফুল্লরা পসরা দিত মাস ॥[৩]
এতেক নিষ্ঠুর বল আমার কপাল।
তুমি ধনমন্ত এবে আমি সে কাঙ্গাল ॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করি ভাড়ু যান পথে।
একলা চলিলা পথে কেহ নাহি সাথে ॥
হরিদত্তের বেটা হই জয়দত্তের নাতি।
হাটে লয়্যা বেচাইব বীরের ঘোড়া হাতী ॥
তবে সুশাসিত হবে গুজরাট ধরা।
পুনর্ব্বার হাটে মাংস বেচিবে ফুল্লরা ॥
এত বলি ভাড়ু দত্ত যায় পথে পথে।
দণ্ড মাত্রে ভাঁড়ু গেলা নিজ আবাসেতে ॥

অনুক্ষণ চিন্তা করে বীরের বিপাক।
[৪]রাজভেট নিল কাঁচকলা পুই শাক ॥[৪]
চুবড়ি ভরিয়া নিল কদলীর মোচা।
মাগের বসন পরে ভূমে নামে কোঁচা ॥
মস্তকে বান্ধিল পাগ নাহি ঢাকে কেশ।
কেশরের তিলক কৈল রঞ্জিত কৈল বেশ ॥
কৈফিয়তী পাঁজিখান নিল সাবধানে।
শিব শোওরিয়া ভাঁড়ু কলম গোঁজে কানে ॥
ভাঁড়ু দত্তের জ্যেষ্ঠ ভাই নাম তার শিবা।
[৫]পৈঁতাল্লিশ বৎসর হইল[৫] নাহি হয় বিভা ॥
ছোট ভাই সাম্যবাক্যে নিবারিল ক্রোধ।
বিভা নাহি হয় তার দুই পায়ে গোদ ॥
বলে ভাঁড়ু দত্ত দাদা দৃঢ় কর হিয়া।
এবার মণ্ডলী পাইলে আগে দিব বিয়া ॥

বড় ভাই শিরে নিল ভেটের আয়োজন।
ধীরে ধীরে ভাঁড়ু দত্ত করিল গমন॥
রাজার সভাতে গিয়া হৈল উপনীত।
প্রণাম করিয়া ভেট রাখে চারি ভিত॥
নৃপতি ভেটিয়া ভাঁড়ু বন্দে সবাকার।
রাজা বলে আস্য ভাঁড়ু শ্রীমুকুন্দ গায়॥

১-১ লুট মোর বেরাজ (খ)
২-২ ঋণ বাড়ি নাহি দাও নাহি দেহ কর (গ)
৩-৩ তিন গোটা বাণ ছিল কুলিতার বাঁস।
হাটে কুলরা পশরা দিত বারমাস॥ (খ)
৪-৪ রাজ-ভেট আলু মূলা লয় পুঁইশাক। (খ)
৫-৫ পঁচিশ বৎসরের তৈল (গ)

কলিঙ্গরাজের নিকট ভাঁড়ুদত্তের আবেদন

-ভাঁড়ুদত্ত বলে বাণী॰ নিবেদিতে ভয় মানি
ক্ষিতিনাথ চরণে তোমার।
॰দিন গোঁয়াও মিথ্যাকার্যে॰ মন নাহি দেহ রাজ্যে
চোর-খণ্ড না কর বিচার ॥
কাননে বধিয়া পশু উপায় করিত বসু
কুমরা বেচিত মাংস হাটে।
কোটাল ভ্রময়ে দেশ না দেখে বীরের বেশ
কালকেতু রাজা গুজরাটে ॥
বার দেয় দণ্ডপাটে রাজ্য করে গুজরাটে
কার তরে নাহি করে শঙ্কা।
অযোধ্যা সমান পুরী আমি কি বর্ণিতে পারি
সুবর্ণের পুরী যেন লঙ্কা ॥

ভাঁড়ুর বচনে উঠে নৃপতির রোষ।
পাত্র মিত্র বলে সবে কোটালের দোষ ॥
কোপে আজ্ঞা করে রাজা লোহিত-লোচন।
কোটাল কোটাল বলি ডাকে ঘনে ঘন ॥
আসিয়া কোটাল নৃপে করিল জোহার।
কোটালে বান্ধিতে আজ্ঞা হইল রাজার ॥
রাজা বলে কোটালিয়া বৃথা খাস ভূমি।
দেশের বারতা বেটা নাহি পাই আমি ॥
এক রাজ্যে দুই রাজা কেমন বিচার।
ধুতি খেয়্যা হল বেটা কোটাল আমার ॥

এত শুনি কোটালিয়া রাজার বচন ।

সকরুণ ভাবে কিছু করে নিবেদন ॥

খলের বচনে নাহি করিবে প্রমাণ ।

প্রভাতে আনিঞা দিব বিরের সন্ধান ॥[৫]

১-১ জুড়িয়া উত্তর পানী. (খ)   ২-২ থাক তুমি মিছা কাজে (খ)

৩-৩ দেখুক বীরের বেশ (ক ও খ)   ৪-৪ খাও ঝুড়ি ভূমি (গ)

৫-৫ কালি জানি দিব আমি বীরের সন্ধান (ক)

কোটালের গুজরাট-দর্শন

দেখিয়া নগর ভাবে নিশীশ্বর
ভাঁড়ু কহে সত্য বাণী।
গুজরাট পুরে বীর রাজ্য করে
ইহা আমি নাহি জানি ॥
মণির প্রকাশ তম করে নাশ
নিশিদিন সম দেখি।
বীরের নগরে রজনী বাসরে
তারা ভানু চন্দ্র সাক্ষী ॥
যত বৈসে লোক নাহি রোগ শোক
সভার কৌশেয় বাস।
কুমকুম চন্দন অঙ্গে বিলেপন
মালা শোভে কেশপাশ ॥
শঙ্খ বেণু বীণা মৃদঙ্গ বাজনা
বাজে সভাকার ঘরে।
হয় নাট-গীত সবে পুলকিত
মঙ্গল প্রতি বাসরে ॥
রম্ভা তিলোত্তমা শচী সত্যভামা
বাণী শিবা কিবা উমা।
নগরে নাগরী দেখি সারি সারি
ভূতলে নাহি উপমা ॥
বীরের সম্পদ দেখি দ্রুতপদ
চলিলা রাজার স্থানে।
কণ্ঠেতে কুঠার মাগে পরিহার
শ্রীকবিকঙ্কণে ভণে ॥

কলিঙ্গরাজের যুদ্ধসজ্জা

*কালুর সম্পদ-বাণী[১] কোটালের মুখে শুনি
কোপে রাজা লোহিত-লোচন।
সাজ সাজ ডাক পড়ে রাহুত মাহুত নড়ে
উত্তরোল ব্যালীস বাজন।
নৃপতি বদনে ঘন বোল।
সাজ সাজ পড়ে ডাক দামা দড বাজে ঢাক
কলিঙ্গে উঠিলা গণ্ডগোল॥
শত শত মত্ত হাতী লইলেন সেনাপতি
শুণ্ডে বান্ধে লোহার মুদগর।
মাহুত হাথির পৃঠে শেল টাঙ্গি লয় ভীঠে[২]
গগন পূরয়ে আডম্বর॥
চারি চারি মহা হয় রথেতে জুড়িয়া লয়
মহারথী ধায় সাপি সারি।
[৩]তবক বেলক আদি লয় অস্ত্র নানা বিধি[৩]
ভুষণ্ডী ডাবুশ খরশারি॥
সাজে নৃপতির সুত বহু ভূঞা গণযুত
করবাল বরঙ্গ নিশান।
গাজন নিশানধারী বহু সেনা সঙ্গে করি
বৈরীশল্য চলে আগুয়ান॥
দোসর যমের কালে কোচ সাজে কাংরালে
রণ মাঝে আগে দেই হানা।
কেহ অশ্বে আরোহণ গজপিঠে কোনজন
আগু দলে চলে খানখানা॥
সাজিলা জবনগণ কিরাত কোপীত মন
নানা অস্ত্রধারী আদি টাঙ্গী।

গায় উড়ে পত্রশাখা রনজয় বীরবাণা
শিলী ধরি ধাইলা ফিরিঙ্গী ॥

সাজ সাজ বলিয়া [৪]পড়ি গেল সাড়া ।[৪]
আগুদলে সাজে গজ পাখরিয়া ঘোড়া ॥
পাইক প্রধান তিন ভাই আগুদল ।
বাণবৃষ্টি করে যেন মেঘে পড়ে জল ॥
পথে যাইতে বিভাগ করিয়া দিল ঠাট ।
চারিদিকে বেড়িল নগর গুজরাট ॥
পূর্ব্বদ্বারে নিজোজে কোটাল ভীমরথ ।
রাহুত মাহুত আর সৈন্য শত শত ॥
নিয়োজে বিশাল দামা দুয়ার দক্ষিণে ।
যার কোলাহলে কেহ কিছুই না শুনে ॥
পশ্চিম দুয়ারে রহে সৈদ উমার গাজী ।
তাহার ভিড়নে রহে যোলশত তাজী ॥[৫]
উত্তর দুয়ারে থাকে রণাগল খান ।
রনে ভঙ্গ দেয় সেনা দেখি তার বাণ ॥
চারি দ্বারে রাহুত মাহুত শত শত ।
গুজরাটে ধায় সেনা আগুলিয়া পথ ॥
সম্ভ্রমে বীরের পায় নিবেদয়ে চর ।
গাইল পাঁচালী মুকুন্দ কবিবর ॥

১—১ বীর কালকেতু ধ্বনি (খ), কালকেতুর ধ্বনি (গ)
২—২ মেল শর খাণ্ডা জাঠে (ক)
৩—৩ ভিন্দিপাল খরশান তবক বেলক বাণ (ক)
৪—৪ পড়িল ঘন সাড়া (ক)
৫—৫ দাখীলা উমর গাজী পশ্চিম দুয়ার ।
লোল শত তাজি রহে সঙ্গতি তাহার ॥ (খ)

কালকেতুর রণসজ্জা

সাজে তবে মহাবীর   বিষম সমরে স্থির
চর দেয় নগরে ঘোষণ।
[1]সাজ সাজ ডাক পড়ে   রাহুত মাহুত নড়ে
শুনি পুরে ধায় সর্ব্বজন॥[1]
কোপে তনু কম্পমান   বীর-কাছ পরিধান
কনক-টোপর শোভে শিরে।
যুদ্ধের জানিয়া মর্ম্ম   পরিল অভেদ বর্ম্ম
দুই দিকে কাছে যমধরে॥
ধায় পাইক বেড়াপাল[2]   ঢালে বান্ধে উরুমাল
পায়ে শোভে শোনার নূপুর।
কোন পাইক শিঙ্গা বায়   রাঙ্গা ধূলা মাখে গায়
রণসিংহ পাকের ঠাকুর॥
বাহুমূলে বান্ধে বাণা   রণমধ্যে দেয় হানা
খেদা-পাইক[3] রণে অকাতর।
আইল যতেক রাঢ়[4]   জোড়ে চৌখণ্ডিয়া কাঁড়
বাঁশে বান্ধে হাড়িয়া চামর॥

১—১ শত শত শেল পড়ে   রাহুত মাহুত নড়ে
শুনি ধায় পুরী—সর্ব্বজন। (গ)

২— চালতাল (গ)   ৩—৩ দেখি পাইক (গ)

৪—৪ যাবাড় পাথর বাড় (গ)

কালকেতুর যুদ্ধ

বীরবালা দুই ভুজে বীর কালকেতু যুঝে
পশ্চিম দুয়ারে দেয় হানা।
রাহুত মাহুত পড়ে কদলী যেমন ঝড়ে-
খর বহে রুধিরের খানা।।
বায়ু বৈসে পত্রভাগে শমন শরের আগে
করাল ভৈরবী বৈসে ভুজে।
শিঞ্জিনীতে বৈসে শেষ উন্মত্ত-ভৈরব-বেশ
যতক্ষণ মহাবীর যুঝে।।
যুঝে দানা রণস্থলে কালকেতু-অনুবলে
উলটি পালটি দেই হানা।
বাণবৃষ্টি করে বীর মেঘে যেন ফেলে নীর
ঘন উঠে রুধিরের ফেনা।।
বীর রাজসেনা হানে কৌতুকে যোগিনীগণে
গাঁথিয়া পরয়ে মুণ্ডমালা।
রণে অলক্ষিত হৈয়া চৌষট্টি যোগিনী লয়া
উরিলেন সকলমঙ্গলা।।
রাজদলে দিতে হানা ধায় ষোলকোটি দানা
চণ্ডীর আদেশ ধরি শিরে।
আনন্দে যতেক দানা পিয়ে রুধিরের ফেনা
কালকেতু সনে রণে ফিরে।।

ডিণ্ডিম ডম্বর পূরয়ে অম্বর
ঘন ঘন বাজে জগঝম্প।
বাজয়ে বেণী রণজয় সানী
গুজরাটে উপজিল কম্প।।

কোটাল বীরবরে জোরয়ে-খর শরে
মেঘে যেন পানির পশলা।
ঠেকিয়া বীরের গায় পাছু হৈয়া পুন যায়
যৈছন পুষ্পের মালা।।
কোটালের আগুদল ধাইল গজবল
লোহার মুদ্গর শুণ্ডে।
রুষিয়া বীরবর করিল জরজর
মুটকি মারিল মুণ্ডে।।
ধরিয়া রণে তুরঙ্গ-চরণে
মাথাতে তুলিয়া দিল নাড়া।
তরঙ্গ ছাড়িল তুরঙ্গ পড়িল[৩]
হাতেতে রহিল ফড়া।।
বীরবর লম্ফে বসুধা কম্পে
অষ্টকুলাচল ফিরে।
ফণিগণ ছাড়িল মণিগণ পড়িল
ফণিপতি-মাথা ঘুরে।।
বীরের বিক্রম দেখি নিরুপম
রাজসেনা দিল ভঙ্গ।
শ্রীকবিকঙ্কণ করিল নিবেদন
দ্বিজবর নৃপতির রঙ্গ।।

১— ধনু আগে (গ)

২—২ মারে বান ভীমরথ মোহাবীর শত শত
আদপথে লুফি লয় দানা। (গ)

৩—৩ ছাড়িল তরঙ্গ পড়িল তুরঙ্গ (গ)

যুদ্ধদর্শনে ভাঁড়ুদত্তের চিন্তা

রাজসেনা ভঙ্গ দিল ভাঁড়ু ভাবে দুঃখ।
আজি মোরে হৈল বুঝি বিধাতা বিমুখ॥
পরিবার রহে মোর পাপ গুজরাটে।
গণিতে কাঁকড়ি হেন মোর প্রাণ ফাটে॥
চিন্তাতে চিন্তিত ভাঁড়ু বিক্রমে বিশাল।
[১]নিষ্ঠুর বচনে বলে শুনরে কোটাল॥[১]
সেনাপতি সামন্ত সভার বিদ্যমান।
বীরকে ধরিতে তুমি আগে নিলে পান॥
[২]এক লক্ষ টাকা তুমি খাইলে যে ধুতি।[২]
ভাঁড়ু দত্ত জীতে পালাইয়া যাবে কতি॥
গাছ দাগে ডাল ভাঙ্গে লোকে কার সাক্ষী।
কোটালে ভাঁড়ুর বোলে লাগিল ভেলকী॥
তরাসে কোটাল পুন গুজরাট বেড়ি।
রহ রহ বলিয়া দামামায় পাড়ে বাড়ি॥
সমর করিতে পুন সাইসে কালকেতু।
[৩]ফুল্লরা নিষেধ করে জীবনের হেতু॥[৩]

১—১ নিষ্ঠুর বচনে বলে গর্জ্জিয়া কোটাল (খ)

২—২ তঙ্কা লক্ষ বীরের খাইয়া বাপা ধুতি (খ)

এখন লক্ষখানেক তঙ্কা খায়্যা যাহ ধুতি (গ)

৩—৩ ফুল্লরা বলয়ে কিছু জীবনের হেতু (খ)

ফুল্লরা বুঝান তারে জীবনের হেতু (গ)

কালকেতুর প্রতি ফুল্লরার উপদেশ

প্রভু শুনহ আমার উপদেশ।

হারিয়া যে জন যায় পুনরপি আসে তায়
হেতু কিছু আছয়ে বিশেষ ॥

[১]যদি থাকে প্রাণ-আশ[১] ত্যজি নিজ দেশ বাস
প্রাণ নিয়া যাহ মহাবীর।

আজি পূর্ণ হৈল কাল সাজি আইল মহীপাল
তার রণে কেবা হবে স্থির ॥

নখর রঞ্জিনী নরু নাহি কাটে তালতরু
ফুল্লরার রাখহ আশ্বাস।

কহি আমি সবিশেষ যদি না ছাড়িবে দেশ
শুন রামায়ণ-ইতিহাস ॥

বালিরে বিড়ম্বে বিধি না ধরে জায়ার বুদ্ধি
সমরে পড়িল রাম-শরে।

ফুল্লরার কথা রাখ কতক কাল জীয়া থাক
না যাইহ রাজার সমরে ॥

ফুল্লরার কথা শুনি হিতাহিত মনে গুনি
লুকাইল বীর ধান্য ঘরে।

রামায়ণ উপাখ্যান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
সুখে থাকি আড়রা নগরে ॥

১-১ যদি আছে জীতে আশ (ক)

কোটালের চিন্তা

লইয়া রাজার ঠাট   বেড়ে পুন গুজরাট
কোটাল ভাবয়ে মনে মনে।
নাহি শুনি শিঙ্গা কাড়া   না পাই বীরের সাড়া
হেতু কিছু আছয়ে গণনে ।।
শঙ্কা করি নিজ মনে   নাহি রহে এক স্থানে
নিরবধি চঞ্চল-লোচন।[১]
লুকাইয়া থাকে ব্যাঘ্র   পাছে পাড়ে পরমাদ
এই চিন্তা ভাবে অনুক্ষণ ।।
[২]দেয় কোটাল লাফঝাঁপ   তরাসে অন্তর কাঁপ[২]
আশ্বাস করয়ে সেনাগণে।
ধরি দিব কালকেতু   ভয় নাহি তার হেতু
একলা ধরিয়া দিব রণে ।।
আপনা বুঝাতে নারে   পরকে প্রবোধ করে
[৩]ভয়ে ত্রাসে করে টল টল।[৩]
চলিতে না চলে পা   মুখেতে না সরে রা
তরাসে কোটাল ক্ষীণবল ।।
উভ করি দুই শ্রুতি   গুজরাটে দিল মতি
নিবারিয়া সকল বাজন।
যদি উচ্চ স্থল পায়   সত্বরে উঠিয়া তায়
আট দিকে করে বিলোকন ।।
সঘনে স্মরয়ে ধর্ম্ম   কেন কৈলু হেন কর্ম্ম
মনে ভাবে সংশয় জীবন।
বীর কালকেতু ভয়ে   কেহ লুকাইয়া রহে
ছল করি রহে কোন জন ।।

কোটালের ভয় দেখি ভাঁড়ু দত্ত হইল দুখী
কহে কিছু বিশেষ উপায়।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
হৈমবতী যাহারে সহায়।।

১-১ নিরখয়ে চঞ্চল লোচনে (ক)
২-২ দে য় অতি লাফ দাপ হৃদয়ে অন্তর কাঁপ (খ)
৩-৩ ভয় রঙ্গ পুলকে পট্টল (খ)
ভয়ে অঙ্গ পুলকি উঠিল (গ)

ভাঁড়ুদত্তের চাতুরী

বাহির গড়েতে সবে থাকহ বসিযা।
মোর বুদ্ধে মহাবীরে আনিব ধরিয়া ॥
মোর সঙ্গে দেহ সবে একটি ব্রাহ্মণ।
তার হাতে দেহ ধান্য[১] কুসুম-চন্দন ॥
রাজা দিয়াছেন পান তোমাকে প্রসাদ।
এ বোল বলিযা আমি ভাণ্ডাইব ব্যাধ ॥
ছলবুদ্ধে দেখে আসি বীরের চরিত।
সাড়া নাহি দেয় বেটা করে কোন রীত ॥
ভাঁড়ুর সুযুক্তি কোটালের লাগে মনে।
আপনার ব্রাহ্মণ দিলেন তার সনে ॥
ব্রাহ্মণ সহিতে ভাঁড়ু চলে সচকিত।
বীরের দুযারে গিয়া হৈলা উপনীত ॥
এক দ্বার দুই দ্বার ভাঁড়ু দত্ত যায়।
দুয়ারী প্রহরী কিছু দেখিতে না পায় ॥
সভয়[৩] হইযা যায় চারি পাঁচ দ্বার।
[৪]জনশূন্য দেখে যত উদ্যান বেহার ॥
সপ্তম মহলে দেখে ফুল্লরা সুন্দরী।
আগে পাছে বসিয়াছে পঞ্চ সহচরী ॥
খুড়ী খুড়ী বলি ভাঁড় করিলা জোহার।
অঞ্জলি করিয়া কহে কপট প্রকার ॥
শুন গো শুন গো খুড়ি   যত কাজ ছিল ডেড়ি
আমি তাহা কৈলু[৫] সমাধান।
খুড়া মোর কোথা গেলা   এই শুভক্ষণ বেলা
লউন আসি নৃপতির পান ॥

না করিয়া নিবেদন কাটাল্য গহন বন
এই হেতু খাঙ্গ কৈলা রোষ।
খুড়ার পাকাল্যা দেখি নৃপ অতিশয় সুখি
বীরে বড় হইল সন্তোষ।।
বীরের ধনের বাদ ছিল বড় পরমাদ
নাবড়ে কহিল রাজ স্থানে।
কহিনু অনেক ন্যায় খণ্ডিল সকল দায়
ভয় কিছু না করিহ মনে।।
মনে পেয্যা পরিতোষ ক্ষেমিল সকল দোষ
বীরকে করিবে সেনাপতি।
গুজরাট জায়গীরি আর দিব মধুপুরী
হবে তুমি বড় ভাগ্যবতী।।
রথ পত্তি ঘোড়া হাতী শত সৈন্য সেনাপতি
বীর হবে সবার প্রধান।
পান দিয়াছেন হাতে যাইবে দিবেন সাথে
অবিলম্বে বাহন সাজন।
প্রান দাতা তোর স্বামী তোমার সেবক আমি
মনে না করিহ কছু আন।
খুড়া কৈল অপমান নাহি মোর অভিমান
তার কার্য্যে আমি সাবধান।।
'ঠকের মধুর বাণী' এক চিত্তে রামা শুনি
ধান্যঘর কৈল বিলোকন।
সুচতুর ভাঁড়ু দত্ত ইঙ্গিতে বুঝিল তত্ত্ব
বিরচিলা শ্রীকবিকঙ্কণ।।

১—১ পান দেহ (ক) ২—যেমন (খ) ৩—নিভয় (খ)
৪—৪ রাজার ঐশ্বর্য্য দেখে উদ্যানে অপার (গ)
৫—৫ রাজা হইলা বড় সুখী (ক) ৬–৬ এত বলে ঠগ বাণী (গ)
৭—৭ বুঝিল কার্য্যের তত্ত্ব (প)

একাকী কালকেতুর যুদ্ধ

ভাঁড়ুর বিলম্বে কোটোয়াল দম্ভে
বেড়িল বীরের ঘর।
গজের আড়ম্বর শুনিয়া বীরবর
বাহির হইলা সত্বর ॥
মুটকির ঘায বীর মারে তায়
যুঝয়ে বীর কোটালে।
ধরিতে যেই যায মুটকির ঘায়
পড়য়ে অবনী তলে ॥
দেখিয়া রণজয় [১]তেজিয়া প্রাণভয়[১]
বধিতে ধায় দুই মাল।
দুই মুটকির ঘায দুহে গড়াগড়ি যায়
শিরে ঘা হানে কোটোয়াল ॥
বীরের বিক্রম দেখিয়া নিরুপম
অভয়া চিন্তেন মনে।
ললিত ছন্দে পাঁচালী প্রবন্ধে
শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে ॥

১—১ রণভীম দুর্জ্জয় (খ)

কোটাল কর্ত্তৃক কালকেতুর বন্ধন

বীরের শাপের কাল হৈল অবসান।
সুরপুরে না যায় ইন্দ্রের অভিমান॥
সম্পূর্ণ সময় হৈল কাল নাহি আর।
ইহার ভিতরে চাহি পূজার প্রচার॥
এমন বিচার চণ্ডী করি পদ্মাসনে।
ইঙ্গিতে বীরের বল হরিলা সেখানে॥
চতুরঙ্গ দলেতে কোটাল বীরে বেড়ে।
সৈন্যের ঠেলাঠেলি বীর ভূমে পড়ে॥
দশ বিশ জনেতে ধরয়ে এক হাত।
বীরে ধরি কোটাল সোঙরে বিশ্বনাথ॥
গজের শিকলি দিয়া বান্ধে মহাবীর।
হাতে বাঘ-হাতা দিল গলাতে জিঞ্জির॥
এমন সময়ে আসি ফুল্লরা সুন্দরী।
গলাতে কুড়ালি বান্ধি করয়ে গোহারি॥
না মার না মার বীরে নির্দ্দয় কোটাল।
গলার ছিণ্ডিয়া দিব শতেশ্বরী মাল॥
গো মহিষ ধান্য লেহ অমূল্য ভাণ্ডার।
নফর করিয়া রাখ স্বামীরে আমার॥
কুলিতার ধনু দেহ তিন গোটা বাণ।
মাটিয়া পাথরা আর পুরাণ খুঞা খান॥
ইহা দিয়া নেহ কোটাল যত আছে ধন।
বারেক রাখহ মহাবীরের জীবন॥
বিচার করিয়া দেখ দোষ নাহি করি।
নিজ ধন দিয়া চণ্ডী বসাইল পুরী॥

কারু নাহি লই রাজ্য কড়ি এক পণ।
[৩]তৌলিয়া গণিয়া নেহ যত আছে ধন ॥[৩]
ঘোড়াশালে ঘোড়া নেহ হাতীশালে হাতী।
নেহ মোর যত আছে বৃদ্ধ সেনাপতি ॥
নিশ্চয় বধিবে যদি বীরের পরাণ।
এক অসিঘাতে আগে ফুল্লরারে হান ॥
তবে সে করিহ তুমি বীরের প্রাণদণ্ড।
পিতৃপুন্যে আগে মোরে জ্বালি দেহ কুণ্ড।
ফুল্লরার বিলাপ শুনিয়া নিশীশ্বর।
মধুর বচনে তারে দিলেন উত্তর ॥

১—১ বিংশতি বৎসর হইল (গ)

২—২ সখি সঙ্গে জুক্তি চণ্ডী করিয়ে সকল।
সেই ক্ষণে হরিলা বীরের বাহুবল ॥ (খ)

৩—৩ লইলা গড়িয়া রাজা নেও জন [illegible]। (খ)

ফুল্লরাকে কোটালের সান্ত্বনা দান ও কালকেতুকে লইয়া রাজসভায় গমন

শুন শুন মোর বাক্য ফুল্লরা সুন্দরি।
আমার শকতি বীরে ছাড়িতে না পারি॥
পরের অধীন আমি নহি স্বতন্তর।
[১]লঘু দোষে গুরুদণ্ড করে নৃপবর॥[১]
কহিয়ে তোমারে আমি স্বরূপ বচন।
রাজারে বুঝায়ে আমি রাখিব জীবন॥[২]
প্রবোধ না মানে রামা কান্দয়ে ফুল্লরা।
বীরে নিয়ে যাইতে হৈল কোটালের ত্বরা॥
তুলিল কোটাল বীরে গজের উপর।
চৌদিকে বেড়িয়া সেনা চলিল সত্বর॥
দক্ষিণে বিজয়পুর বামে গোলাহাট।
সম্মুখে মদনপুর সাওয়া ক্রোশ বাট॥
দিবা অবশেষে কোটাল প্রবেশে কলিঙ্গ।
[৩]কলিঙ্গনগর ধায় দেখিবারে রঙ্গ॥[৩]
বার দিয়া বসিয়াছে কলিঙ্গ-ভূপাল।
[৪]রাজার দক্ষিণে বৈসে বিজয় গোয়াল॥[৪]
বাম দিকে মহাপাত্র নরসিংহ দাস।
সম্মুখে পাঠক চন্দ পড়ে ইতিহাস॥
রাজার সভাতে বৈসে সুপণ্ডিত ঘটা।
পরিধান পীত বাস ভাল-জুড়ি ফোঁটা॥
নয় পুত্র ছয় নাতি আঠার ভাগিনা।
গুণিগণ গায় গীত বাজাইয়া বীণা॥

চারিদিকে রাহুত মাহুত সেনাপতি ।
মহলা করয়ে গজ তুরঙ্গ পদাতি ॥
সামন্তের অধিপতি নৃপতির মামা ।
সভাতে বসিয়া শুনে কোটালের দামা ॥
বিচার করয়ে তারা নিয়া সভাজন ।
হেন বুঝি কোটাল জিনিয়া আল্য রণ ॥
এমন সময়ে আইল তথা নিশাপতি ।
বীরে ভেট দিয়া কৈল নৃপেরে প্রণতি ॥
বীরকে দেখিয়া রাজা লোহিতলোচন ।
ভীষণ ভাষায় কিছু বলেন বচন ॥

১—১ লঘু দোসে রাজা দণ্ডে তব প্রানেশ্বর (খ)
২—২ রাখিব রাজারে বলী বিশ্বের জীবন. (খ)
৩—৩ কলিঙ্গের জত লোক দেখিতে ধায় রঙ্গে (গ)
৪—৪ সম্মুখেতে পুরোহিত বিজয়ী মোক্তার (গ)

কলিঙ্গ-নৃপতির সহিত কালকেতুর কথোপকথন

কোন দেশনিবাসী নিবাস কোন গ্রাম।
তোমার রাজ্যের রাজা তার কিবা নাম॥
কেবা তথা মহাপাত্র কেবা অধিকারী।
[১]কার তেজ ধর তুমি কার আজ্ঞাকারী॥[১]
আমারে না চেন ব্যাধ হইয়া প্রবল।
অচিরাতে তোরে আজি দিব প্রতিফল॥

গুজরাটে বসতি নিবাস চণ্ডীপুর।
আমার রাজ্যের রাজা মহেশ ঠাকুর॥
আমি তথা মহাপাত্র চণ্ডী অধিকারী।
তাঁর তেজ ধরি আমি তাঁর আজ্ঞাকারী॥
বিচার করিয়া রায় মোরে কর রোষ।
পরিণামে জানিবে কালুর নাহি দোষ॥

ছুত্যে না যুয়ায় বেটা অতি নীচ জাতি।
সভামাঝে বসিযা কথার দেখ ভাতি॥
কোন সাধুজনে বধি নিলি বেটা ধন।
মোরে না কহিয়া বেটা কাটাইলি বন॥
[২]গুজরাটে রাজা হইতে কর অভিলাষ।
কত শত সেনাপতি করিলি বিনাশ॥[২]

কোন সাধুজনে রায় নাহি করি বধ।
ধন দিয়া চণ্ডী মোর বাড়াল্য সম্পদ॥
[৩]নিজ ধন দিয়া চণ্ডী কাটাইল বন।[৩]
তাঁর ধন দিযা তথি বসাইল জন॥

মোর বোলে অবধান কর নৃপমণি ।
[৪]দোষ গুণের ভাগী হন নগেন্দ্রনন্দিনী ।।[৪]

মরীচি বিরিঞ্চি প্রজাপতি পুরন্দর ।
ধেয়ানে যাহার পদ না পায় গোচর ।।
নীচ জাতি ব্যাধেরে চণ্ডিকা দিলা ধন ।
এমন কথাতে পা ত্যয় কোন জন ।।
অবিলম্বে এই ব্যাধে দেহ গজতলে ।
এমন বচন যেন কেহ নাহি বলে ।।

দেহ যদি গজতলে নিবারিতে নারি ।
লজ্জা-অপচয়-ভাগী হন মহেশ্বরী ।।
বেচেছি আপন তনু চণ্ডিকার পায় ।
তোমার তর্জ্জনে কালকেতু না ডরায় ।।
অবধান কর রায় সুন নিবেদন ।
জনম লভিলে আছে অবশ্য মরণ ।।

রাজার বচনে গজ আনে মহাকায় ।
চরণে ধরিয়া সবে রায়ে নিবেদয় ।।

১-১ য়েতেক বা ধর তেজ কার আজ্ঞাকারী (খ)
২-২ ধনের গরবে মোর কর পরিহাস ।
কত কত সেনাপতি কৈলা মোর নাশ ।। (খ)
৩-৩ তাঁহার আদেসে আমি কাটালাও বন (খ)
৪-৪ দোস গুণ ভারি জয়া হেমন্ত-নন্দিনী (খ)

কালকেতুর কারাদণ্ড

পাত্র মিত্র পণ্ডিত বুঝায়্যা নরপতি।
কালকেতু বধিতে না দিল অনুমতি॥
চণ্ডীর চরণ বিনে নাহি জানে আন।
বীরকে বধিতে কেহ না দিলা বিধান॥
সভার বচনে রাজা না মারিলা বীরে।
আদেশীলা বন্দি করি থুতে কারাগারে॥
দশ বিশ গোতামারি বীরে নিয়া যায়।
এক-মুড়া বন্দিঘরে প্রবেশ করায়॥
[২]শওয়া ক্রোশ ঘরখানি একটি দুয়ার।
দিবসে দুপরে আছে ঘোর অন্ধকার॥[২]
প্রবেশ করায় নিয়া আন্ধারিয়া কোণে।
[৩]শত শত বন্দী তথা আছে পণে পণে॥[৩]
বন্দী দেখি কালকেতু বলে ভাই ভাই।
[৪]উসারিয়া দেহ মোরে একটুকু ঠাঞি॥[৪]
হাড়ি দিয়া মহাবীরে কৈল উভমুণ্ডা।
চারিদিকে গোতামারি দেয় তুষের ধুঁয়া॥
জটে দড়ি দিয়া চালে টাঙ্গে মহাবীরে।
[৫]হাতে বাঘ-হাতা দিল গলায় জিঞ্জিরে॥[৫]
বুকে তুলি দিলা সাত সাঙ্গার পাথর।
পাথর চাপানে বীর করে থরথর॥
[৬]মনে ভাবে মহাবীর সংশয় জীবন।
ফুল্লরা স্মরিয়া বীর করয়ে রোদন॥[৬]

অভয়ার চরণে মজুক মোর চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণে গান মধুর সঙ্গীত ।।

১-১ স্নেকমুখী (খ)

৩-৩ ঘরখান শয়া ক্রোশ বন্দির আলয়।
অন্ধকার দিবসে দুপুরে তায় হয় ।। (খ)

৩-৩ শত শত বন্দী তথা আছে স্থানে স্থানে (ক)
অত পাষী বন্দী তথা আছে চিরকাল (খ)

৪-৪ উঁসরি পসারি দেহ একটু কি ঠাঁই (গ)

৫-৫ বিষম বন্ধনে তার চক্ষে পড়ে নীর (খ)

৬-৬ মনে ভাবে মহাবীর বড় পরমাদ।
ফুল্লরা স্মরিয়া বীর জুড়িল বিষাদ ।। (ক)

কালকেতুর খেদ

কাঁদে বীর ফুল্লরার মোহে।

দাবানল জিনি শ্বাস মুখে গদগদ ভাষ

জলশয্যা লোচনের লোহে ॥

প্রিয়ে, তোর বাক্য নাহি ধরি চণ্ডিকার অঙ্গরী

লইনু আপন মাথা খায়্যা।

সুখেতে থাকিতে বিধি বিড়ম্বিলা দিয়া নিধি

কেবা মোরে দিবে পদছায়া ॥

কুলিতার ধনুখান তিন গোটা ছিল বাণ

আছিলাম আপনার দম্ভে।

কেবা চাহে এ সম্পদ ধন দিয়া কৈল বধ

ইবে চণ্ডী আমারে বিড়ম্বে ॥

যেই কালে মহেশ্বরী মনোহর বেশ ধরি

বস্যাছিল আমার কুটিরে।

[1]তুমি রৈলা অনুত্তর[1] আমি জুড়িলাম শর

এই হেতু ছাড়িল আমারে ॥

মরিলাম কারাগারে তোমা সমর্পিনু কারে

ফুল্লরা হইল অনাথিনী।

মাংস বেচি ছিনু ভাল এবে সে পরাণ গেল

বিবাদ সাধিল কাত্যায়নী ॥

সোঙরে চণ্ডিকামন্ত্র পূজার বিধান-তন্ত্র

মনে মনে [2]পূজে ভগবতী[2]।

তেজিয়া বিষাদ-মতি কালকেতু[3] করে স্তুতি

হৃদয়ে ভাবিয়া হৈমবতী ॥

১-১ তুমি কৈলে কদুত্তর (ক)

২-২ পূজন পার্ব্বতী (খ) ৩- মোহাবীর (খ)

কালকেতুর বন্ধনমোচন

কালকেতু এত যদি কৈলা স্তুতিবাণী।
কৈলাসে জানিল মাতা হরের ঘরণী ॥
অবিলম্বে কারাগারে উরিলা অভয়া।
করহ করুণাময়ী শিবরামে দয়া ॥

অবতরি কারাগারে বন্ধনে দেখিয়া বীরে
অভয়া হইলা লজ্জাবতী।
নয়নে গলয়ে নীর কালকেতু মহাবীর
কৈল তাঁর চরণে প্রণতি ॥
কৈল চণ্ডী বীরে আশ্বাসন।
কার দেবী অবলীলা বুকের ঘুচাল্যা শিলা
হুহুঙ্কারে খসাল্য বন্ধন ॥
চাহিতে তোমার মুখ মনে বড় লাগে দুখ
পাইলা দুখ দুরদৃষ্ট-দোষে।
প্রভাতে উঠিয়া রাজা করিবে তোমার পূজা
আরোপিবে গুজরাট দেশে ॥
শুন পুত্র কালকেতু পশুগণ-বধহেতু
আছিল তোমার গুরু পাপ।
নাশ গেল এতকালে রাজার বন্ধনশালে
মনে না করিহ পরিতাপ ॥
ঘুচিল বন্ধন-ক্লেশ প্রভাতে চলিবে দেশ
পুত্র সম পাল্য প্রজাগণ।
নিজ হস্তে নরপতি মাথাতে ধরিবে ছাতি
প্রসাদ করিবে নানা ধন ॥

চণ্ডিকা বলেন যত নহেত বীরের মত
পালাইতে চাহে ঘনে ঘন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাচালী করিলা বন্ধ
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

১-১ ধ্যানেতে জানীলা মাতা হেমন্তনন্দিনী (খ)
২- খণ্ডাল্যা (খ)

কলিঙ্গরাজের প্রতি চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ

কালকেতু বলে মাতা শুন ভগবতি।
কাঁথ ভেঙ্গ্যা যাই আমি কর অনুমতি ॥
দেহ কুলিতার ধনু তিন গোটা বান।
ধন লৈয়া চণ্ডী মোরে কর পরিত্রাণ ॥
বন্ধন ঘুচায়্যা তুমি যাইবে কৈলাস।
প্রভাতে উঠিয়া রাজা করিবে বিনাশ ॥
চণ্ডিকা বলেন বাপা না যাব আগার।
যাবত না করে রাজা তোমা পুরস্কার ॥
এ বোল বলিয়া মাতা করিলা গমন।
ডানি বামে দেখিল অনেক বন্দিগণ ॥
কৃপাদৃষ্টে সভাকার খণ্ডাল্য বন্ধন।
ত্বরিতে গেলেন যথা কোতোয়ালিগণ ॥
তবক বেলক টাঙ্গী কামান কৃপাণ।
ডানি বামে শিঙ্গা কাড় ঠমক নিশান ॥
কোপে আঁখিঠার চণ্ডী দিলা দানাগণে।
এক কোতোয়ালিরে কিলায় তিনজনে ॥
লুট করি খাড়া ঢাল্যা লইল বসন।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে কোতোয়ালিগণ ॥
চণ্ডিকা চলিলা নরপতির বসতি।
চৌষট্টী যোগিনী সঙ্গে চামুণ্ডা-মূরতি ॥
গলে মুণ্ডমালা দোলে বিকট দশন।
কাতি খর্পর হাতে লোহিত লোচন ॥
বিভীষিকা অনেক দেখাল্য নৃপবরে।
স্বপনে বলেন মাতা বসিয়া শিয়রে ॥

রাজা বলি ওরে বেটা কর অভিমান।
[৪]আমার সেবকে কর এত অপমান।।[৪]
তোরে বধি মহাবীরে ধরাইব ছাতা।
বীরের করাব দাসী তোমার বনিতা।।
অনেক স্বপন দেখাইল মহামায়া।
মহাপাত্র পুরোহি ত্তর শিয়রে বসিয়া।।
রাম রাম বলিয়া উঠিল নরপতি।
পদ্মা সঙ্গে গগনে রহিলা ভগবতী।।
প্রভাতে করিয়া সভা রাজা দিলা বার।
সবে মিলি স্বপনের করেন বিচার।।
সভাজন শুনে রাজা কহেন স্বপন।
অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ।।

১–১ চণ্ডিকা বলেন আমী না যাব অগাব (খ)
২-২ উনক বিল * াদী ন ন কৃপাণ।
সিঙ্গা কাড়া বাজে ঘন টমক নিশান।। (খ)
৩-৩ চণ্ডিকা চলিলা ওথা নৃপতি-বসতি। (ক)
৪-৪ আমার সেবকে কর অলপ গেয়ান (ক)

পাত্রমিত্রসহ কলিঙ্গরাজের পরামর্শ

রাজার বচন শুনি সভাজন বলে বাণী[১]
কোপে রাজা কৈলা অনুচিত।
আজিকার শেষ নিশি অমঙ্গল রাশি রাশি
স্বপন দেখিলা বিপরীত ॥

অবধান কর নরপতি।
ঠক নাবড়ের বোলে চণ্ডীর[২] কিঙ্কর মাল্যে
এই হেতু স্বপনে দুর্গতি ॥
স্বপনে তোমার ভয় দেখিলে বীরের জয়
পুরস্কার করিলা ভবানী।
সেই কথা নৃপবর কহিতে করয়ে ডর
আর কিছু মনে নাহি গণি ॥
আপনার দিয়া ধন চণ্ডী কাটাইলা বন
বসালা নগর গুজরাট।
আখেটীর[৩] কিবা দোষ কেন তারে কৈলে রোষ
ভাঁড়ুদত্ত যেত করে নাট ॥[৪]
[৫]কোন ছার বনভূমি তার তরে দায় তুমি
অকারণে করহ আবেশ।[৬]
ছাড়ান করিয়া আনি কহিয়া মধুর বাণী
বীরকে পাঠায়ে দেহ দেশ ॥
রথ গজ ঘোড়া দোলা সকলাত ঝারি শালা
বিভূষিত ভূষণ চন্দনে।
বীরের করিয়া পূজা গুজরাটে কর রাজা
চণ্ডীর সন্তোষ হবে মনে ॥

[5]পাত্রের বচন শুনি নৃপতি হৃদয়ে গুণি[6]
কারাগারে করিল পয়ান।
বীরের বন্ধন ক্ষয় দেখি রাজা সবিস্ময়
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

১–১ রাজা কহে যে বাণী সভাগণ কহে সুনী
কোপে রাজা কৈলা অনুচিত। (খ)
২– দেবির (খ); ৩–আহীড়ির (খ)
৪– ভাঁড়ু দত্ত কৈল যত নাট (ক)
৫-৫ কোন বা ছারের বোলে এত পরমাদ কৈলে
মিছা কাজে কহিলে আবেশ। (ক)
৬-৬ য়েসব বচন জত সুনী রাজা জানী তত্ত্ব (খ)

কলিঙ্গরাজ কর্তৃক কালকেতুর সম্মান ও কালকেতুর গুজরাটে প্রবেশ

রাজা দেখি কালকেতু করিল উত্থান ।
প্রণাম করিতে রাজা দিল না বিধান ॥
ভাই ভাই বলি রাজা কৈল আলিঙ্গন ।
প্রেমকথা আলাপনে বসিলা দুই জন ॥
রাজা বলে কালকেতু ক্ষেম অপরাধ ।
চণ্ডীর সেবক তুমি কর আশীর্বাদ ॥
বন্দিঘর মহাবীর মাগি নিল দান ।
বসন ভূষণ দিয়া করিল ছাড়ান ॥
অবনী লোটায়্যা কান্দে পোতামাঝিগণ ।
নৃপতিরে কহিলা নিশির বিবরণ ॥
অঙ্গদ বলয়া হার কুম কুম চন্দনে ।
পুরস্কার কৈল রাজা ব্যাধের নন্দনে ॥
গজ তুরঙ্গম রথ দিল হেন কালে ।
চন্দন চৌখুরি দিল ঝারি কণ্ঠমালা ॥
অভিষেক করাইয়া বসাইল খাটে ।
আজি হৈতে কালকেতু রাজা গুজরাটে ॥
নিজ হস্তে ভালে টীকা দিল নরপতি ।
যত ভূঞা রাজা মিলি ধরাইল ছাতি ॥
গজরাজে চাপাইয়া দিলেন বিদায় ।
অদরঙ্গে নরপতি পিছে পিছে যায় ॥

বীরকে বিদায় দিয়া সেনাগণ সঙ্গে নিয়া
গেলা রাজা কলিঙ্গ-নগরে ।

গুজরাটে যত লোক ঘুচিল সবার শোক
বীরকে দেখিতে আগুসরে ।।
শুভক্ষণ করি বেলা চড়িয়া পাটের দোলা
প্রবেশ করিল বীর বাসে ।
সম্ভ্রমে ফুল্লরা আসি পতির বদনশশী
দেখিয়া আনন্দরসে ভাসে ।।
বুলান মণ্ডল আদি প্রজা আসি যথাবিধি
নানা বস্ত্র দিয়া কৈল নতি ।
হাট ঘাট গৃহ মাঠে নৃত্য-গীত গুজরাটে
সবার সুস্থির হৈল মতি ।।
দিয়া বীর দ্বিজ দান সারিলা সবার মান
চন্দন-কুসুম-অধিবাসে ।
ভাঁড়ুদত্ত হেনকালে আসিয়া মধুর বোলে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভাষে ।।

কালকেতুর প্রতি ভাঁড়ুদত্তের কপট বাক্য

ভেট নিয়া কাঁচকলা শাক বেগুন কচু মূলা
ভাঁড়ুদত্ত করিল পয়ান ।
নিবেদয়ে ভাঁড়ুদত্ত বুঝিয়া কার্য্যের তত্ত্ব
পশ্চাতে করিয়া অবজ্ঞান ।।
ভাঁড়ুদত্ত করয়ে জোহার ।
নোয়াইয়া বীরে মাথা কহে প্রবঞ্চন কথা
খুড়া দেখি খণ্ডিল আন্ধারে ।।
তুমি ছিলে গুপ্ত বেশে প্রকাশ করাল্য দেশে
সম্ভাষ করিলা নৃপমণি ।
নিজ হস্তে নরপতি ধরিল ধবল ছাতি
ভূঞা রাজা মাঝে তোমা গণি ।।
কোথা বীর পাল্য ধন ঘুষিত সকল জন
পরিবাদ ছিল লোকমাঝে ।
প্রকাশ করাল্য আমি বড় সুখ পাবে তুমি
খ্যাতি হইল কলিঙ্গ-সমাজে ।।
যেই আপনার হয় সেই কভু ভিন্ন নয়
আপনা জানিবে ভাঁড়ুদত্তে ।
রাজার সভাতে বাণী আমি সে কহিতে জানি
ভাঁড়ুদত্ত বিদিত জগতে ।।
যখন দুপুর নিশি সম্ভাষিয়া পাশে বসি
অনেক বুঝালুঁ নরপতি ।
ধরিয়া রাজার পায় খণ্ডালুঁ সকল দায়
খুড়ী সে জানয়ে মোর মতি ।।

তুমি খুড়া হৈলে বন্দী   অনুক্ষণ আমি কান্দি
বহু তব নাহি খায় ভাত ।
দেখিয়া তোমার মুখ   পাসরিলু[৩] সব দুখ
দশ দিক হইল অবদাত ॥
হইয়া লোকের চূড়া   সিংহাসনে থাক খুড়া
[৫]আমারে আরোপী সর্ব্বভার ।[৫]
থাকহ পুরাণ শুনি   রাজ্য সব আমি জানি[৬]
নফরেরে করিবে বেভার ॥
ভাঁড়ুদত্ত যত ভাসে   শুনি বীর মনে হাসে
কটুভাষে বলেন বচন ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ   পাঁচালী করিয়া বন্ধ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

১-১ সুন খুড়া স্নেহচিত (খ)
২-২ প্রণাম করিয়া বীরে   ভাঁড়ু নিবেদন করে (ক)
৩- দুঃখ (খ)
৪-৪ ক্ষাত হৈলা ভূপতি সমাজে (খ)
৫-৫ আমারে আরোপী সর্ব্বভার (ক ও গ)
৬-৬ রাজা জানে আমি জানি (খ)
রাজ্য জানে আমি জানি (গ)

ভাঁড়ুদত্তের অপমান

ভাঁড়ুদত্ত কপট প্রবন্ধে যত বলে।
শুনিয়া বীরের কোপ অগ্নি হেন জ্বলে ॥
[১]কোপে কম্পবান তনু লোহিত লোচন।[২]
ভীষণ ভাষায় কিছু বলেন বচন ॥
বলে বীর ছাড় ঠক কপট চাতুরী।
তোমার কলিঙ্গ রায় কি করিতে পারি ॥
কহিতে জানহ ঠকা কপট প্রবন্ধ।
হৃদয়ে পূরিত বিষ মুখে মকরন্দ ॥
কলিঙ্গ রাজার সনে করাইলি দ্বন্দ্ব।
মিথ্যা কথা কয়্যা ভাণ্ডু পাত মহাধন্দ ॥
ইবে সে জানিলুঁ মুঞি ঠগা ভাঁড়ুদত্ত।
আপনি করিলি নাশ আপান মহত্ত্ব ॥
হনাম বাড়ীতে বেটা তুমি ঘর কর।
ঋণবাড়ি লহ নাহি দেহ কলান্তর ॥
এখন বলিস আমি রাজার নফর।
গৌরব রাখিয়া দেহ তিন সনের কর ॥
নগরিয়া মেলি তোরা মার বেড়া বাড়ি।
যাবত না দেই ঠকা তিন সনের কড়ি ॥
হেরিয়া নাপিতে বীর দিল আঁখিঠার।
[৩]মনের সন্তোষে ক্ষুর আনে বোড়াধার ॥
দণ্ড্যায়্যা হুকুম পায় নাপিতের সুত।
ভাড়ুর ভিজায় মাথা দিয়া ঘোড়ার মুত ॥
চামতা থাকিতে পদতলে ঘষে ক্ষুর।
দেখিয়া ভাড়ুর প্রাণ করে দুরদুর ॥

দুর হৈতে শুনিয়া ক্ষুরের চড়চড়ি ।
নাকমুণ্ডে হর‍্যা তার উপাড়য়ে দাড়ি ।।[৪]
বসন ভিজিয়া পড়ে শোণিতের ধার ।
বলে ভাঁড়ুদত্ত খুড়া ক্ষেম একবার ।।
পাঁচ ঠাঞি ভাঁড়ুর মাথায় রাখে চুলি ।
নগরিয়া মিলি মুখে দেই চূনকালি ।।
মালাকার আনি দেই গলে ওড়মাল ।
টিটকারি দেই যত নগর‍্যা ছাওয়াল ।।
পুরের কোটাল আনি শিরে ঢালে ঘোল ।
[৫]পিছে পিছে ভাণ্ডুর বাজায় কেহ ঢোল ।।[৫]
পুরের বাহির করি মারে বেড়াবাড়ি ।
কালী হাড়ি ফেলি মারে কুলের বহুড়ী ।।
ভাঁড়ুর লাগবে বীর দুঃখ ভাবি বড়ি ।
কৃপা করি পুনর্ব্বার দিলা ঘরবাড়ি ।।
নূতন মঙ্গল কবি শ্রীমুকুন্দ ভণে ।
টক নাবড এই গীত কর্ণ পাতি শুনে ।।

১-১ কম্পযুদ হৈলা তনু লোহীত লোচন (খ)
২- কম্ব (গ) ৩-৩ ভণীর সন্তাপে (খ)
৪-৪ নাক-সাঁড়া দিয়া তার উপাড়িল দাড়ি (ক)
৫-৫ পিছে পিছে কোন জন বাজাইছে ঢোল (ক)

কালকেতুর শাপান্ত

গুজরাটে কালকেতু খ্যাত হৈলা রাজা ।
যত ভুঁঞা রাজা সেবি কৈল তার পূজা ।
[১]কোন রাজা সম নহে করিতে সমর ।
পরাজয় মানি সবে দেয় রাজকর ।।
গুজরাটে রাজত্ব করিল চিরকাল ।
অবনীমণ্ডলে যশ বাড়িল বিশাল ।।
পুষ্পকেতু নামে পুত্র হৈল মহাবল ।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ যেন বৃহন্নল ।।
বিহানে বিকালে বীর শুনেন পুরাণ ।
কৃষ্ণের করেন পূজা হয়্যা সাবধান ।।
পরিপূর্ণ হৈল তার অভিশাপ কাল ।
[৩]মহেশের [illegible] ।
অঞ্জলি করিয়া হরে করে নিবেদন ।
[৪]দিকপাল আদি করি শুনে দেবগণ ।।[৪]

১-১ কোন জন নাহি তাতে (খ)
২-২ হেনমতে রাজত্ব করেন (খ)
৩-৩ ইন্দ্রের হৃদয়ে শোক বাড়িল বিশাল (গ)
৪-৪ পাবক প্রভৃতি আদি শুনে দেবগণ ( )

নীলাম্বরের জন্য ইন্দ্রের শোক

[১]চরণে ধরিয়া হরে[১] ইন্দ্র নিবেদন করে
নীলাম্বরে হও কৃপাময় ।
[২]অভিশাপ-কাল গেল মুকতি-সময় হৈল
সুত মোর না আল্য নিলয় ॥
দুঃখমতি পুলোমজা কোলে তার নাহি প্রজা
কত নিত্য শুনিব কান্দনা ।
না দেখিয়া নীলাম্বর শোকে হৈলুঁ জরজর
বিধি মোর কৈল বিড়ম্বনা ॥[৩]
বালকের লঘু দোষ কৈলে তারে গুরু রোষ
শাপ দিলে হয়্যা নিদারুণ ।
আপন সেবক জনে আন নিজ নিকেতনে
নীলাম্বরে হও সকরুণ ।
[৪]শুন দেবশিরোমণি[৪] অবিরত মনে গুণি
কবে মোর আসিবে কুমার ।
না আনিলা নিজ কাছে আর কিবা দোষ আছে
মিথ্যা হইল বচন তোমার ॥
শূন্য মোর সুরলোক অবিরত বাড়ে শোক
ঘর বন নীলাম্বর বিনে ।
আন্ধার ঘরের বাতি কোথা বধূ মায়াবতী
কোথা গেলে পাব দরশনে ॥
ইন্দ্রের বচন শুনি প্রবোধিলা শূলপানি
[৩]পার্ব্বতীরে বলিলা বচন ।[৩]

যাহ প্রিয়ে গুজরাট   নীলাম্বর আন ঝাট
বিরচিলা শ্রীকবিকঙ্কণ ।।

১-১ অঞ্জলি করিয়া হরে (ক)

২-২ অনেক দিবস হৈল   অভিশাপ-কাল গেল (ক)

৩-৩ তুমি না ছাড়িলে বিড়ম্বনা (খ)

৪-৪ শুন শশিশিরোমণি (ক)

৫- প্রবেশিলা (খ)   ৬-৬ পার্ব্বতীর হাতে দিলা পান (ক)

কালকেতুর প্রতি স্বপ্নাদেশ

শঙ্করে করিয়া নতি অবিলম্বে ভগবতী
পদ্মাসনে গুজরাটে যান।
বসি দুহে নিশিশেষে বীরের শিয়র দেশে
কহিলেন বীরে দিব্যজ্ঞান ।।
স্বপ্ন কহেন মহামায়া।
শুন পুত্র নীলাম্বর অবিলম্বে চল ঘর
সঙ্গে লহ ছায়াবতী জায়া ।।
পূর্ব্বকথা মনে কর পিতা তোর পুরন্দর
পুলোমজা তোমার জননী।
ব্যাধকুলে উতপতি শাপে গুজরাটে স্থিতি
ঝাট চল ছাড়িয়া অবনী ।।
তোর বাপ দেবরাজা করিত শিবের পূজা
ফুল যোগাইত নীলাম্বর।
দেখি ধর্ম্মকেতু ব্যাধ ব্যাধ হৈতে গেলা সাধ
এই হেতু মরত ভীতর ।।
হয়্যা অতি শমাকুল সম্ভ্রমে তুলিলা ফুল
দারুপিপিলিকা ছিলা তথি।
শিবের মস্তক কাটে শিব তোরে মন টুটে
অভিশাপে গুজরাটে স্থিতি।
ছাড়িলা অমর লোক মাতা তোর করে শোক
শোকাকুল দেব অধিকারী।
কেবল তোমার মোহে নয়নের নীর বহে
দুঃখে জায় দিন বিভাবরী ।।

কেবল চণ্ডীর বর দোঁহে হৈলা জাতিস্মর
মাতাপিতা তোর শোকে[১] কান্দে।
চণ্ডিকা করিয়া ধ্যান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
মনোহর পাঁচালী প্রবন্ধ॥

১-১ ণাম তোর ণিণাম্বর (খ); ২-২ বাপ দেবতার রাজা (খ)
৩-৩ তেক্ষি আইলে অবনী-ভিতর (ক); ৪ শ্রীফল-কণ্টক (গ)
৫-৫ মৃত-সুত যেমন কুররী (খ); ৬-৬ সোঙরিয়া (ক ও গ)

পুষ্পকেতুকে রাজ্য সমর্পণ

স্বপ্ন দেখি উঠে বীর হৈয়া সাবধান।
প্রভাতের কর্ম্ম করি কৈলা স্নান দান॥
[২]সুগন্ধ চন্দন অঙ্গে আভরণ করি।[২]
মহাবীর মনে হৃষ্ট পূজে মহেশ্বরী॥
পুষ্পকেতু রাজা হৈব পড়িল ঘোষণা।
নৃত্য-গীত আদি ঘরে ঘরে সুবাজনা॥
সুতে রাজ্য দিব বীর মনে অভিলাষ।
শুভক্ষণে করাইলা গন্ধ অধিবাস॥
আপনে আইল তথা কলিঙ্গ ভূপতি।
মহাপাত্র পুরোহিত করিয়া সংহতি॥
দুত দিয়া আনাইলা যত ভূঞা রাজা।
[৩]একে একে বীর সভাকারে কৈলা পূজা॥[৩]
আপনে কলিঙ্গ রাজা টিক দিলা ভালে।
সর্ব্বরাজা ছাতা ধরাইলা শুভকালে॥
[৪]হেন কালে রাজাগণ করে নিবেদন।[৪]
কৃপাময় তুমি বীর দেবতা-নন্দন॥
[৫]আপন তনয়ে সবে কর সমর্পণ।[৫]
তোমার সমান যেন করেন পালন॥
এমন শুনিয়া সব রাজার বচন।
পুষ্পকেতু হাতে হাতে কৈল সমর্পণ॥
স্বর্গ যাব বলি বীর দিলেন ঘোষণা।
ঘরে ঘরে গুজরাটে উঠিল ক্রন্দনা॥

হয় জুড়ি মাতলি যোগায় পুষ্পযান।
তথি চড়ি নীলাম্বর দ্বিজে দেয় দান ॥
বাম ভিতে বৈসে তার ফুল্লরা সুন্দরী।
"মোহনমূরতি বামা রূপে বিদ্যাধরী ॥"
পদ্মাবতী সঙ্গে চণ্ডী যান আগে রথে।
সিদ্ধগণে নমস্কার করে বীর পথে।

১-১ অভরণ পরি (খ) ২-নৃপতি (ক)
৩-৩ একে একে কালকেতু করে তার পূজা (ক)
৪-৪ রাজাগণ মিলী তথা জোড় কৈলা কর (খ)
৫-৫ সভাকারে শমপিলা আপন সন্ততি (খ)
৬-৬ পরম রূপসী কন্যা রূপে বিদ্যাধরী (ক)

নীলাম্বরের স্বর্গারোহণ

পুষ্পক[১] বিমানে চাপি হৈলা বীর দেবরূপী
লুকাইল মানুষ-মূরতি।
[২]মর্ত্ত্যে রাখি[২] কীর্ত্তি শেষ নীলাম্বর যান দেশ
সঙ্গে লৈয়া জায়া ছায়াবতী ॥
বায়ু বেগে রথ ধায় উভমুখে লোক চায়
পুষ্পকেতু উভরায় কান্দে।
[৩]নগরে পুরুষ নারী[৩] কাঁদে বুকে ঘাত মারি
কেশপাশ কেহ নাহি বান্ধে ॥
যান বীর [৪]ব্যোম পথে[৪] মাতলি সারথি সাথে
জিজ্ঞাসেন মায়ের বারতা।
ত্রিদশগণের নাথ কেমন আছয়ে তাত
[৫]কহ সর্ব্ব সুরপুর-কথা ॥[৫]
অন্য যত দেবগণ কহ তার বিবরণ
কহ সুরপুরের কল্যাণ।
কেবা দেবতার রাজা কেহ করে শিবের পূজা
[৬]কোন দেব[৬] কুসুম যোগান ॥
মাতুলী কহেন কথা কল্যাণে[৭] আছয়ে মাতা
কল্যাণে আছয়ে পুরন্দর।
প্রাণে আছে সবে ভাল [৮]তোমার বিহনে কাল[৮]
হবে ফুল যোগান প্রবর ॥
ঘরের কথায় মতি রথ চলে শীঘ্রগতি[৯]
উত্তরিলা মন্দাকিনী কূলে।
চণ্ডির আদেশ পায়্যা সঙ্গে ছায়াবতী জায়া
স্নান দান কৈল তার জলে ॥

স্নান করি নীলাম্বর ধরে পূর্ব্ব কলেবর
নাটুয়া ফিরায় যেন বেশ।
দম্পতি বিমানে চড়ে [৩]বিমান অন্তরীক্ষে উড়ে
[২]আগুয়ান আইলা সুরেশ ॥[১]
ইন্দ্র অগ্নি দণ্ডধর জলাধিপ নিশাকর
কুবের বরুণ সমীরণ।[২]
শিরে দিয়া দূর্ব্বাধান নিছিয়া ফেলিলা পান
ব্যবহার কৈলা নানা ধন ॥
[১]আইলেন জৈমিনি[৩] ব্রহ্মসুতা বীণাপাণি
বশিষ্ঠ অঙ্গিরা পরাশর।
কুশাম্বু করিয়া দান উচ্চস্বরে বেদগান
অভিষেক লয় নীলাম্বর ॥
[৪]দৈন্য শোক দুঃখ খণ্ডি[৪] নীলাম্বরে নিয়া চণ্ডী
চলিলা শিবের সন্নিধান।
কৃপাদৃষ্টে শিব চান নীলাম্বরে দিলা পান
পুনর্ব্বার কুসুম যোগান ॥

পুত্রের বারতা শুনি শচী আনন্দিতা।
উঠানেতে চান্দয়া টানায় চারিভিত ॥
পুত্রবধূ নিছিয়া ফেলিল শচী পান।
শুভক্ষণে ঘরে দোঁহে করিল পয়ান ॥
শচি পুরন্দর অতি উলশীত মন।
নয়নের জলে পুত্রে করিলা সিঞ্চন ॥
দেব ঋষি সিদ্ধাগণে দেই নানাধন।
সানন্দে পূর্ণীত হৈলা ইন্দ্রের ভবন ॥
কামনা করিয়া যেবা সুনে এই গীত।
পূর্ণ করে মোহামাইয়া তার মননীত ॥

জার গৃহে হয় এই ব্রতের প্রকাশ।
সর্ব্বাপদ খণ্ডে অন্তে হয় স্বর্গবাস॥
নীলাম্বর হৈতে হৈল পূজার প্রকাশ।
সাঙ্গ হৈল বীরের পূজার ইতিহাস॥
স্ত্রীলোকের পূজা লৈতে দেবি কৈলা মতি।
পদ্মাবতীর সনে মাতা করিলা যুকতি॥
ডাকিয়া আনিল রত্নমালা শশিমুখী।
পরম রূপসী কন্যা ইন্দ্রের নর্ত্তকী॥
তাণ্ডব করিতে তারে দিলা নিমন্ত্রণ।
শিবের সভাতে নৃত্য দেখে দেবগণ॥
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী।
নায়ক বাসনা পূর্ণ কর ভগবতী॥

১- কুশলে (গ) ; ২-২ ভূমে শুয়্যা (গ),
৩-৩ গুজরাটে যত নারী (ক) ; ৪-৪ স্বম-পথে (খ)
৫-৫ কহ মোরে সুমঙ্গল কথা (খ) ; ৬-৬ কেবা এবে (ক)
৭- কুশলে (ক) ; ৮-৮ তোমা দেখি হব আলে (খ)
৯- লঘুগতি (খ) ; ১০-১০ চলিলা গগনে উড়ি (ক)
১১-১১ অবিলম্বে করিল প্রবেশ (গ)
১২-১২ ঈশান কুবের শমিরণ (খ)
১৩-১৩ আইলা দুর্ব্বাসা মুনি (গ)

সমাপ্ত

শব্দার্থ টীকা ইত্যাদি

চিহ্নাবলী :—

(আ.) = আরবী

(ফা.) = ফারসী

(তুর্.) = তুর্কী

তু. = তুলনীয়

যে শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি দেওয়া আছে অথচ পাশে বন্ধনী মধ্যে কোনো চিহ্ন নেই সেগুলি সংস্কৃত মনে করতে হবে। শব্দাবলী পরিবর্তনের তিনটি স্তর দেখিয়ে দেওয়া আছে। সবখানে মধ্যেরটি প্রাকৃত ধ'রে নিতে হবে।

অক্কটি = ব্যাধ।

অগ্রদানী = শ্রাদ্ধ ও মৃত্যুকালীন দান গ্রহণ ক'রে যে ব্রাহ্মণ সমাজে পতিত হয়েছে তাকে অগ্রদানী ব্রাহ্মণ বলা হয়। রাজা বল্লাল সেনের মাতৃশ্রাদ্ধে অন্য ব্রাহ্মণেরা যখন দান গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন তখন এঁরা দান গ্রহণ করেছিলেন। এতে খুশী হয়ে বল্লাল সেন তাঁদের খাজনা মাপ ক'রে দেন। মধ্য যুগের বহু হিন্দু জমিদারের অধীনে অগ্রদানী ব্রাহ্মণরা কোনো রাজকর দিতেন না।

অধিবাস = বিবাহাদি শুভকর্মের পূর্বের অনুষ্ঠান। বিবাহে এই ২০ প্রকারের মাঙ্গল্যদ্রব্য দ্বারা অধিবাস-ডালা সাজানো হয়—মহী (মৃত্তিকা), গন্ধ, শিলা, ধান্য, দূর্বা, পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত, স্বস্তিক, সিন্দুর, শঙ্খ, কজ্জল, গোরোচনা, শ্বেতসর্ষপ, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, দীপ (অথবা চামর) এবং দর্পণ।

অন্বাশন = অন্বেষণ।

অবজ্ঞান = অবজ্ঞা।

অবতংশ = ভূষণ, অলঙ্কার। তু· 'উজ্জয়িনী হ'তে এল বুব-অবতংশ' —রবীন্দ্রনাথ।

অবদাত = নির্মল, বিশুদ্ধ।

অভয়া = অভয় দান কারিণী দেবী—দুর্গা, চণ্ডী।

অরুন্ধতী = বশিষ্ঠমুনির পত্নী। ইনি ছিলেন পতিভক্তি ও পাতিব্রত্যের আদর্শ। সেজন্য পতিব্রতা নারীদের তুলনা দেওয়া হয় অরুন্ধতীর সাথে। বশিষ্ঠমুনি আকাশে নক্ষত্র রূপে সপ্তর্ষি মণ্ডলে বিরাজ করেন। অরুন্ধতীও নক্ষত্ররূপে বশিষ্ঠ-নক্ষত্রের পাশেই রয়েছেন। বিয়ের কুশণ্ডিকা কালে মন্ত্র উচ্চারণ করবার সময় নববধূকে এই অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখানো হয়। উদ্দেশ্য এই যে, অরুন্ধতীর মতোই এই বধূও পতিব্রতা হবে।

অষ্টকলাই = শিশুদের মধ্যে আট রকমের কড়াই ভাজা বিতরণ-উৎসব। জন্মের পর আট দিনের দিন এই উৎসব করার নিয়ম।

অষ্টকুলাচল=আটটি কুল পর্বত বা প্রধান পর্বত, যথা :—মলয়, মাহেন্দ্র, সহ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষবান, বিন্ধ্য, পারিযাত্র বা পারিপাত্র এবং হিমালয়।

অষ্টগজ=চার মেঘের প্রত্যেকের সাথে এক জোড়া হিসেবে আট দিগ গজ থাকে। এরা মেঘ থেকে জল নিয়ে চারপাশে ছিটিয়ে দেয়। (চারি মেঘ—দ্রষ্টব্য)

অষ্টনায়িকা=দুর্গার আট শক্তি, যথা—উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, অতিচণ্ডা, চামুণ্ডা, চণ্ডা ও চণ্ডবতী। এই আট শক্তি অষ্টমাতৃকা রূপে নিম্নলিখিত নামেও পরিচিত, যথা—জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী অপরাজিতা, সিদ্ধা, রক্তা, অলম্বুষা ও উৎপলা।

আওয়াস=আবাস। অথবা আয়াস, শ্রান্তি। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শেষোক্ত অর্থে 'আওয়াস' শব্দটি গ্রহণ করেছেন (চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী দ্রষ্টব্য); কিন্তু প্রথমে উল্লিখিত অর্থটিই অধিকতর সঙ্গত মনে হয়।

আবড়া<অক্ষোট=বাংলাদেশের বহুস্থানে একে বাঘ-আঁচড়া বলে।

আকাশ-ভারতী=দৈববাণী

আখেটি<অক্ষটি=ব্যাধ

আগম=তন্ত্রশাস্ত্র, বেদাদি শাস্ত্র

আঙ্গরাখি=অঙ্গরক্ষাকারী বর্ম

আটসর=আসশ্যাওড়া। বাংলাদেশের কোন কোন স্থানে আসশ্যাওড়াকে আঁঠিশ্যাওড়া বলে।

আড়রা, আরড়া=মেদিনীপুর জেলার উত্তরে অবস্থিত ব্রাহ্মণভূম পরগণার একটি গ্রাম। রাঢ় বহির্ভূত ব'লে এর নাম আড়রা (আ+রাঢ়া)

আড়া, আড়ি=এক আড়া সমান চার মণ। আঢ়ক>আড়।

আতণ্ডী=নোনা আতা।

আথল<অস্থল=স্থল পাওয়া যায়না এমন। বর্তমানে অথই শব্দটি চালু আছে।

আদাড়=ডোবা জায়গা।

আদি বরা—দশাবতারের তৃতীয় অবতারে বিষ্ণু বরাহরূপে অবতীর্ণ হন। এই বরাহই আদি বরা নামে খ্যাত। ইনি জল মধ্যস্থিত দৈত্য হিরণ্যাক্ষকে বিনাশ করেন।

আদ্দ সফা. ফা র্জ.দাস্ত=অভিযোগ, নালিশ।

আদ্যা শক্তি—মহাদেবের স্ত্রী দুর্গা বা চণ্ডীর অন্য নাম।

আন<অন্য। তু. 'যেই জন আন ভাবে সেই মূর্খ অন্ধ।'—আলাওল।

আপাঙ্গ<অপামার্গ, বা অপাঙ্গক।

আমড়া<অপ. ড়উ<আম্রাতক।

আমি পদ আট=আমি আট পায়ে হাঁটি। শরভ আট পায়ে হাঁটে, এটা অষ্টপদ জন্তু। এই জন্তু কাল্পনিক।

আয়ড়ে=নিক্ষেপ করে।

আয়া=আয়ুষ্মতী স্ত্রীলোক, অর্থাৎ সধবা। বর্তমানে এ কথাটি চালু আছে। সেকালে বিধবা হ'লে সে আর আয়ুষ্মতী হ'তে পারতনা। তাকে সহমরণে পুড়ে মরতে হ'ত।

আল—আসিল এল।

আশিনে অম্বিকা পূজা=অম্বিকা পূজা অর্থাৎ দুর্গাপূজা বর্তমানে আশ্বিন মাসে হয়। পূর্বে এই পূজা হ'ত বসন্তকালে। রাজসাহী জেলার তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ সর্বপ্রথম ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে এই পূজা শরৎকালে করেন। অচিরেই বাঙালী হিন্দুর মধ্যে শরৎকালে দুর্গাপূজা জনপ্রিয়তা লাভ করে। কারণ বোধ হয় এই যে, শরৎকালে প্রথম কৃষকের ঘরে ফসল ওঠে এবং কৃষকের অর্থনৈতিক অবস্থা পূজা দেবার অনুকূল থাকে।

আশী=আসি।

আশ্যই=অবশ্যই চ'লে এসো।

আহড়=আ+হড় (<হট=জনসমাকীর্ণ স্থান। অর্থাৎ নিভৃত জনহীন স্থান।

অ।ক।ড়ি=জাপটিযে, জড়িয়ে।

ইকড়ি=<ইক্ষদর্ভ। কুশ বেন ···তা এ প্রকার খড।

ইথে=এতে

ইনাম ফা,=পুরস্কার

ইন্দ্রাণী=ইন্দ্রাণী

ইলা ত=ইলাবৃত শব্দের রূপভেদ। ১ কলাপের নাটবর্তী স্থানের নাম। মহাদেব ও উমার শাপে ইলা যখন স্ত্রীলোক হয়ে যান, তখন তাঁর নাম হয় ইলা। ··· ম চন্দ্রা পা··· সাথে য স্থানে বাস করতেন তার নাম ইলাবৃত। '২' ··· মধ্যের নটি বর্ষের মধ্যে চতুর্থ বর্ষের নাম ইলাবৃত। সুমেরু পর্বতকে বেষ্টন ক'রে ইলাবৃত বর্ষ বিদ্যমান।

ঈশ, মূল=সংস্কৃতে এর নাম অরুমল। ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর শিকড়ের গন্ধে সাপ পালায় ব'লে কথিত আছে।

উনড =যে ফলের গা কাঁটায় পূর্ণ।

উচ্ছি=এই গাছের পাকা ফল টিপলে পট পট শব্দ হয়।

উড়ম্বর>উদম্বর। যজ্ঞডুমুর।

উত্তরোলা=উৎ+তরল (চঞ্চল)। অথবা, উচ্চ (<উত্ত) রোল।

উধার<উদ্ধার=ঋণ। যা দিয়ে আবার উদ্ধার করতে হয়।

উপাশীত=উপবাসী

উভমুণ্ডা=ঊর্ধ্বমুখী। ঊর্ধ্ব>উদ্ধ>উভ।

উভার=ঊর্ধ্ব+বা>উভ+বায়=উচ্চস্বরে। তু. 'উভ কর বাঁধি চাচর চুল'—নিত্যানন্দ দাস

উমানিয়া=মাপ ক'রে। উম্মান>উমান।

উর=আবির্ভূত হও, অবতীর্ণ হও, উদিত হও। তু 'উর তবে, উর, দয়াময়ি বিশ্বরমে।'—মধুসূদন

উরুমাল (ফা)=রুমাল

উর্বশী=স্বর্গের অপ্সরা। শাপভ্রষ্ট হয়ে মর্তে আসেন এবং রাজা পুরুরবার স্ত্রী

উলিয়া = অবতরণ ক'রে।

উলু < উলূক

উসারিয়া = প্রসারিত ক'রে। বর্তমান প্রচলিত রূপ —ওসার, অর্থ—বিস্তার, প্রস্থ।

একমুণ্ডা = একমুখী

একেশ্বরী = একাকিনী।

এড়ে = নিক্ষেপ করে, ত্যাগ করে। তু. 'মন্ত্র পড়ি রাবণ শেলপাট এড়ে'— কৃত্তিবাস।

এরণ্ড — ভেরেণ্ডা, রেড়ি।

ওঝা — ব্রাহ্মণদের উপাধিবিশেষ, সাপের বিষ নামানো, ভূত-ছাড়ানো প্রভৃতি বিষয়ের চিকিৎসক। উপাধ্যায় > উঅজ্ঝায়, ওজ্ঝায় > ওঝা।

ওড়মাল = জবার মালা

ওদন = অন্ন, ভাত

কংস — মথুরার রাজা। খুব দুরাত্মা ও অত্যাচারী ছিলেন। কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হন।

কংসনদী — মেদিনীপুর জেলার উত্তর দিক দিয়ে প্রবাহিত।

কড়া < কটাহ = বৃহৎ পাত্র। এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র।

কড়ি — কপর্দক > কবড্ডঅ, কবড্ডিঅ > কবড়ী, কড়ি।

কতি = কোথায়। কুত্র > কতি।

কথো = কত

কন্যাদরশনী = কন্যাকে আশীর্বাদ করে যে যৌতুক দান করা হয়।

কন্দল = কলহ

কমঠ = এক জাতীয় কচ্ছপ।

কমলা — এর অপর নাম নার্যঙ্গ (নারী + অঙ্গ)। নারীর অঙ্গ বিশেষের সাথে এই ফলের সাদৃশ্য হেতু এই নাম হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে কমলালেবুর নাম পাওয়া যাচ্ছে পঞ্চদশ শতক থেকে।

কয়ালি = কয়ালের পারিশ্রমিক বা পেশা। শস্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের সময় যারা ওজন করে তাদের বলা হয় কয়াল।

করকজ = করক + জ (জাত অর্থে) = করকজ। করক = দাড়িম, ব্যাঙের ছাতা।

করঞ্জা — টক ফল বিশেষ।

করবট = একপ্রকার বৃক্ষ।

করবাল = খড়্গ, তরবারি।

করভ = হস্তিশাবক

করাত < করপত্র

করুণা = এক প্রকার লেবু জাতীয় গাছ।

কর্ণের বেধন = হিন্দুদের শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে শিশুর জন্মের সাথে সাথেই অথবা কোনো বিজোড় বছরে কান ছিদ্র ক'রে দিতে হয়।

কলধৌত = স্বর্ণ

কলন্তর = সুদ

কলন্দর (আ.) = যারা ভ লুক বাঁদর নাচিয়ে বেড়ায়।

কলম-কসুরে = কলমের ভুল-ভ্রান্তি। কলমের অর্থাৎ লেখার সময় কিছু ভুলভ্রান্তি হ'তে পারে এই সম্ভাবনায় কিছু বেশি খাজনা আদায় করা হ'লে তাকে বলা হ'ত কলম-কসুরে।

কল্যালোয়া = কল্যা + লোয়া = বন করলার লতা।

কম্বোজ বেশ = কম্বোজদেশীয় অধিবাসীদের ন্যায় পোশাক।

কাঁওরা = হিন্দু অনুন্নত জাতি বিশেষ।

কাঁকড়ি < কর্কটী = জলজ প্রাণী বিশেষ।

কাঁচড়া < কঞ্চট = ঢোলাপাতা; বর্ষাকালে ঘাসের মধ্যে ছায়া-ঢাকা স্থানে জন্মে।

কাঁচুলী — কঞ্চুলিকা > কঞ্চুলিআ > কাঁচুলি।

কাঁঠী < কণ্ঠী। জালে ব্যবহৃত এক প্রকার ধাতু-নির্মিত গুটিকা।

কাঁড় < কাণ্ড = তীর

কাঁথ = মৃন্ময় ভিত্তি। প্রাকার, প্রাচীর।

কাংরাল = কাউর নামে প্রাচীন যোদ্ধ সম্প্রদায়ের মতো।

কাচা = ছোট কাপড়। কচ্ছ > কাছা, কাচা।

কাজর = কাজল

কাজ্য < কার্য্য

কাঞ্জী = আমানি। কাঞ্জিক > কাঞ্জিঅ > কাঞ্জী।

কাঠদা = কাঠ + দা, অর্থাৎ কাঠ কাটবার দা। কাষ্ঠ > কাট্‌ঠ > কাঠ।
দাত্র > দাত, দাঅ > দা।

কাতা, কাতি = নাপিতের অস্ত্রাদি রাখবার পাত্র। কর্ত্তী > কতা।

কাত্যায়নী = দর্গাদেবী, চণ্ডীদেবী

কাবাড়ি = হাটে মৎস্যবিক্রয়কারী।

কামসম = মদন দেবতার মতো।

কামিলা = কারিগর, মজুর।

কার্তিকমাস—গৃহ-নির্মাণ শুরু করার পক্ষে কার্তিক মাসকে সুপ্রশস্ত বিবেচনা করা হয়।

বৈশাখ-শ্রাবণাষাঢ়-মাঘ-ফাল্গুন-কার্ত্তিকাঃ।
সুপ্রশস্তা গৃহারম্ভে পত্নী-পুত্র-সমৃদ্ধি-দাঃ॥
—যুক্তিকল্পতরু ও মৎস্যপুরাণ

কালী = (১) চণ্ডীর অপর নাম (২) কৃষ্ণবর্ণ।

কাশীমালা < কুট শাল্মলী = শিউলা গাছ। এর কাঠে উই ধরেনা।

কাসন্দা < কাশমর্দ = এক প্রকারের ছোট বন্য গুল্ম।

কাসী = কাশ

কিরাত = উত্তর বঙ্গের উত্তরাংশ, উত্তর মৈমনসিংহ এবং আসামের কিয়দংশ জুড়ে কিরাত সম্প্রদায়ের বাসভূমি ছিল।

কুচ = সৈন্যদিগের রণযাত্রা; স্তন।

কুচট্যা—বর্তমান নাম গোথরা, গড়-মান্দারণের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে।

কুচাই লতা = কুঁচুই কাঁটা। এর পাতায় ডাঁটায় সর্বত্র তীক্ষ্ণ কাঁটা থাকে।

কুঞ্জর = হাতী।

কুড়হ = খুড়, খনন কর।

কুড়া=(১) বিঘা, (২) কাণ্ড।

কুড়্যা=কুটির।

কুণ্ড=চিতার গর্ত।

কুন্দুর=পবিত্র।

কুম্ভ=বর্শা। লম্বা চুলের বেণী যেন কামদেবের হাতের বর্শা স্বরূপ।

কুন্দ=কাঠ খোদাই করার ভ্রমিযন্ত্র বিশেষ।

কুপী=কুপের মতো দেখতে এক প্রকার পাত্র।

কুমুদ প্রসূন=কুমুদ ফুলে পূজো করার রেওয়াজ হিন্দু ধর্মে নেই। তবু সেই শাস্ত্র-বহির্ভূত ফুলেই পূজো দিতে হয়েছিল। এটা কবির তৎকালীন অসহায় অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত।

কুলপঞ্জি=হিন্দুদের মধ্যে আপন আপন বংশের ইতিবৃত্ত রাখার প্রথা চালু আছে, সেই ইতিবৃত্ত-গ্রন্থকে কুলপঞ্জি বলে।

কুলস্থান=কুলীন

কুলিতা কাঠ=যোগেশচন্দ্র রায় অনুমান করেছেন, কুলিতা কাঠ সম্ভবতঃ "কুড়চির কাঠ বা তৎসদৃশ অন্য কিছু"—চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনীঃ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কুলী>কুল বা বোল।

কুলের ধর্ম=শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের বাইরে যে সব কৌলিক ও লৌকিক অনুষ্ঠানাদি করা হয়।

কুশহস্তে=কুশের অঙ্গুরী আঙ্গুলে ধারণ ক'রে। কুশ হিন্দুমতে পবিত্র জিনিস. পবিত্র কুশ হাতে মঙ্গল্য কর্ম সম্পন্ন করা কর্তব্য। বিয়ের সময় বর-কন্যার হাত কুশ দিয়ে বেঁধে দেওয়ার রেওয়াজ আছে।

কূর্ম=বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার, কচ্ছপ।

কৃষ্ণসার=এক প্রকারের হরিণ।

কৃশানু=আগুন।

কেল্যা কড়া=এক প্রকার লতা, সাপের ওষুধ। এর তিক্ত ফল লোকে দশহরার দিন খায়।

কেশর=ফুলের গর্ভান্তর-ভাগে অবস্থিত কেশের ন্যায় অঙ্গ। বকুল ফুল। জাফরান।

কেসুর<কশেরু=এক প্রকার ঘাসের কন্দ।

কৈলু=করলাম

কৈফিয়তী-পাঁজি=জ্যোতিষতত্ত্বসহ সমস্ত বিষয় যাতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ থাকে তাকে বলে কৈফিয়তী-পাঁজি।

কৈসর=কৈশোর

কোঁড়ে=খনন করে

কোক=নেকড়ে বাঘ

কোকিলাক্ষ=কুলেখাড়া। জলের ধারে এই গাছ দেখা যায়, গায়ে কাঁটা থাকে।

কোচ=আদিম সম্প্রদায় বিশেষ।

কোচড়া=কোঁচড়, পরিধেয় বস্ত্রের একাংশে থলির মতো ক'রে নেওয়া আধার বিশেষ।

কোটাল=নগররক্ষক, কোতোয়াল। কোতওয়াল (আ.) >কোটাল। অথবা, কোষ্ঠপাল>কোট্টআল>কোটাল।

কোড়ে=কোঁড়ে দ্রষ্টব্য।

কোরঙ্গা=কোর অর্থাৎ মাড় কাপড়ে মাখাবার কাজ করে যারা। যারা চিঁড়ে তৈরী করত তাদেরকেও সেকালে কোরঙ্গা বলা হ'ত

কোল=ছোটনাগপুর অঞ্চলের আদিম অধিবাসী।

কৌঁচ=এক রতি।

ক্ষত্রি, ক্ষেত্রি=ক্ষত্রিয়। তু. 'ক্ষেত্রি কুলে রাখিলা খাঁকার'—দৌলত কাজী।

ক্ষ্যাতি=খ্যাতি, আখ্যা।

খগ=পাখি

খট্টাঙ্গ=খাটের খুবার আকৃতি বিশিষ্ট মুগুর।

খড়ি=আখের মতো তৃণ জাতীয় গাছ।

খড়্গা=গণ্ডারের শৃঙ্গ। খাণ্ডা দ্রষ্টব্য।

খণ্ড=এক প্রকার মিষ্টান্ন। পাটালি গুড়।

খন্তা=খনন করার অস্ত্র।

খয়রাতে (আ.)=দানস্বরূপ।

খাগড়া>খগগর বা খড়্গট। নল জাতীয় দীর্ঘ তৃণ বিশেষ।

খাটসর=শরগাছ

খাণ্ডা=খড়্গ, বিশেষ ক'রে গণ্ডারের খগড়। তর্পণ করবার সময় ব্রাহ্মণদের গণ্ডারের খড়্গা প্রয়োজন হয়। কারণ গণ্ডারের খড়্গ কোষে জলদান করলে পিতৃলোকের অনন্ত তৃপ্তি হয় ব'লে বিশ্বাস প্রচলিত আছে।

খাত্যে=খেতে।

খানা=গর্ত, খাদ।

খাপরা < খর্পর=হাঁড়ি কলসী ইত্যাদির টুকরা, মাটির তৈরী এক প্রকার পাত্র।

খাম=থাম, খুঁটি। স্তম্ভ > খম্ভ, খাম্ভ>খাম।

খীল=চাষাবাদের অযোগ্য অনুর্বর ভূমি।

খুঙ্গি=বই কাগজ ইত্যাদি রাখবার ঝাঁপি বিশেষ।

খুদ্যে=খনন ক'রে।

খুরি (ফাঃ)=খাওয়ার পাত্র বিশেষ।

খেটক=ফলক। ঢাল।

খেদা=তাড়ানো।

খেয়াতি < খ্যাতি।

খোয়ে=খোয়া দ্বারা। ইটের টুকরো দ্বারা।

খোরা=খাওয়ার বড় পাত্র।

খোসলা=এক প্রকার গাত্রবস্ত্র।

গঙ্গা=ভগীরথ গঙ্গাকে মর্তে আনয়ন করবার সময় দেখলেন, স্বর্গ থেকে গঙ্গা যে বেগ নিয়ে পতিত হবে সে বেগ ধারণ করার ক্ষমতা পৃথিবীর নেই। সে জন্য তিনি মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট

ক'রে গঙ্গার প্রবল স্রোত মস্তকে ধারণ করতে রাজী করালেন। মহাদেবের মস্তকে পতিত হয়ে তাঁর জটাজালে গঙ্গা আবদ্ধ হয়ে যায়। সেই থেকেই গঙ্গা শিবপত্নী ব'লে খ্যাত হয়। ভগীরথের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে পরে শিব তার জটাজাল থেকে গঙ্গাকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

গঙ্গাদাস=কবির মামাত ভাই।

গজকুম্ভ=বৃহৎ কলস।

গজঘটা=গজ সমূহ।

গড়গড় =মটরের মতো গোল ফল বিশিষ্ট ধান্য সদৃশ গাছ।

গড়া=গাঢ়ভাবে বোনা মোটা কাপড়।

গড়ে=নির্মাণ করে।

গণযুত=সৈন্য-অনুচরাদি সহ।

গণ্ডকি=স্ত্রী গণ্ডার।

গন্ধ-অধিবাস=গন্ধ ইত্যাদি দ্বারা অধিবাস-ডালা সাজিয়ে যে মঙ্গলাচার সম্পন্ন হয়। (অধিবাস—দ্রষ্টব্য)

গন্ধাধিবাসন=গন্ধ+অধিবাসন, গন্ধ-অধিবাস-ক্রিয়া সম্পাদন।

গণেশের বৈদ আবাহন=পুরাণের মতে, বিবাহাদি মঙ্গল কর্মে গনেশপূজা বিধেয়। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, বেদমন্ত্র পাঠ ক'রে গনেশকে আহ্বান করা হচ্ছে। বেদ আর্যশাস্ত্র, কিন্তু গণেশ অনার্য-দেবতা—এখানে আর্য-অনার্য সমন্বয়ের সূত্র পাওয়া যায়।

গরসাল (ফা.)=দলছাড়া। গর (ব্যতীত)+সাল (দল)।

গরুড়=পক্ষিরাজ। পিতার নাম ঋষি কশ্যপ, মাতা বিনতা। গরুড়ের বিমাতা কদ্রু ছিলেন নাগদের জননী। কদ্রু কপট উপায়ে বিনতাকে দাসী ক'রে রেখে তাঁকে কষ্ট দিয়েছিলেন। সেজন্য বিনতা-পুত্র গরুড় কদ্রু-পুত্র নাগদের চির শত্রু। গরুড় অর্ধ-পক্ষী ও অর্ধ-মানব।

গাঁটছড়া=বরকন্যা পরস্পরের বস্ত্রপ্রান্ত বেঁধে দেওয়াকে বলে গাঁটছড়া বাঁধা। একদা সমাজে যখন রাক্ষস-বিবাহ প্রচলিত ছিল তখন

বর কন্যাকে বেঁধে নিয়ে যেত। বর্তমান গাঁটছড়া বাঁধা সেই প্রথারই চিহ্ন বহন করছে।

গাছ=ভার বহনের উপযুক্ত বাঁক।

গাড়, গাড়া=গর্ত

গাণ্ডীবান=গাণ্ডীব+বাণ। অর্জুনের ধনুকে গাণ্ডীব ধনু বলা হয়। এখানে উৎকৃষ্ট ধনু অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত।

গাম্ভারী=গামার, ভুরুকুণ্ডা।

গায়ত্রী=বেদ-মন্ত্র বিশেষ। ব্রাহ্মণগণ প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যাকালে এই মন্ত্রদ্বারা সূর্যকে ধ্যান করেন। মন্ত্রটি হচ্ছে—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ, তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধীয়ো য়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

গালি<গলহিআ<গহ্নিকা।

গিমা=তিক্ত শাক। গ্রীষ্ম>গিম্ম>গিমা। সম্ভবত এই শাক গ্রীষ্মকালে শস্যশূন্য ক্ষেতে জন্মে।

গিলা=এক প্রকারের লতানে গাছ। এর ফল দিয়ে কাপড় পরিষ্কার করা হয়।

গুড় কাউর্লা—গুড় কামাই গাছ।

গুড় চাউর্লা মারে=বরের চারপাশে গুড়-মিশানো চাউল নিক্ষেপ করে। সেকালে বিশ্বাস ছিল যে, বরের সাথে ভূত আসে। সেজন্য শশুরবাড়ির কাছে এলে গুড়-মেশানো চাল ছিটিয়ে দেওয়া হ'ত। উদ্দেশ্য এই যে, ভূতেরা ঐ গুড়-মেশানো চাল খাওয়ার জন্য যখন ব্যস্ত থাকে তখন সেই অবসরে বরকে বাড়ির ভেতর নেওয়া হবে। তাহ'লে বিবাহ-অনুষ্ঠান ভূতের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবে।

গুড়া=নৌকার কাঠামো। নৌকার জন্য কর।

গুণ=ধনুকের ছিলা।

গুপ্ত বারাণসী=খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী রাণীহাট গ্রামকে গুপ্ত বারাণসী বলে। ওখানে বৌদ্ধ রঙ্কিণী দেবীর সুপ্রাচীন মন্দির আছে।

গুরুতারা = রোহিণী নক্ষত্র। চন্দ্রের ২৭ জন স্ত্রীর মধ্যে রোহিণী ছিলেন প্রধানা।

গোঙয় = অতিবাহিত করে।

গোঠ < গোট.ঠ < গোষ্ঠ = গোচারণ ভূমি। তু. 'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে'—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

গোরক্ষ = গোরখ চাউলা, গোরক্ষতণ্ডুলা।

গোলা = সাধারণ, নিম্নপর্যায়ের।

গোলাহাট = গোলার (গঞ্জের) হাট। হুগলী জেলার আরামবাগ থেকে তিন ক্রোশ পশ্চিমে বর্তমানে গোঘাট নামে একটি স্থান আছে। এই গোঘাট সেকালের গোলাহাট হ'তে পারে ব'লে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেছেন। তিনি আরো লিখেছেন—'রসুলপুর নদী ও হিজলীখালের সঙ্গমস্থলে রসুলপুর নদীর বামতীরে অবস্থিত, কালীনগর হইতে তিন ক্রোশ উত্তরপূর্বে, লাখীগড়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে ও ঘোলপুকুরের অনতিদূরে প্রসিদ্ধ পুরাতন হাট এখনো গোলাহাট নামেই পরিচিত আছে।'—চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনীঃ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

গোহারি = অভিযোগ, নিবেদন। তু. 'বিনয় মধ ভাষে করন্ত গোহারী'—দৌলত উজির বাহরাম

গ্রামযাজী = গ্রাম্য যাজক

ঘটা = সমূহ

ঘনা = ঘানী চালানোর কাজ করে যে।

ঘাঘর < ঘর্ঘর = কাঁসার দ্বারা তৈরী এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র, করতাল।

ঘাটুকাল = ঘণ্টাকর্ণ, ঘেঁটুফুল। ঘণ্টাকর্ণ > ঘাটুকান > ঘাটুকাল।

ঘাটুফুল = ঘণ্টক। ভাঁট ফুল।

ঘোড়ারু = ঘোড়ার মতো দ্রুতগামী এক প্রকার হরিণ।

ঘোড়াসিজ = খুব বড়ো উঁচু গাছ। লঙ্কাসিজ নামেও পরিচিত।

ঘোষাল=(১) ঘোষিত ;(২) ঘোষাল গ্রামের ব্রাহ্মণ—ঘোষাল উপাধিধারী। ঘোষাল বা ঘোষালদিগ্রাম মানভূম জেলায় বরাকর নদী থেকে আধক্রোশ দূরে।

চড়<চাপড়<চাপ'ট

চড়া=ধনুকে জ্যা সংযোগ।

চণ্ডীবাটী—'গোতানের দক্ষিণপাড়ার নাম। সেখানে এখনো শ্রীমন্ত পুষ্করিণী বিদ্যমান।'—চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী ঃ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

চতুঃশালা=চকমিলান বা বড়।

চন্দ্রবংশ=চন্দ্র থেকে উদ্ভূত বংশের নাম। এই বংশের কাহিনী অবলম্বনে মহাভারত রচিত হয়। প্রাচীন ভারতে চন্দ্র বংশ এবং সূর্য বংশ—এই দুটি বংশ খুবই প্রসিদ্ধি অর্জন করে। সূর্য বংশের কাহিনী আছে রামায়ণে। চন্দ্র বংশ দু-ভাগে বিভক্ত। (১) যাদব বংশ (২) পৌরব বংশ। যদু বংশে কৃষ্ণের এবং পুরু বংশে পাণ্ডবদের জন্ম।

চমরী, চামরী=গো-জাতীয় পার্বত্য-অঞ্চলের প্রাণী বিশেষ। এই জন্তুর লেজ থেকে পাওয়া লোম দিয়া যে গাথা প্রস্তুত হয় তাকে বলে চামর।

চাক<চক্ক<চক্র।

চাকন্দা=চক্রমর্দ্দ। এক প্রকারের ছোট বন্য গুল্ম।

চাকুল্যা=চক্রকুল্যা। এক প্রকার লতানে ঝোপ গাছ।

চাটা=বৃক্ষপত্রাদি-নির্মিত আসন বিশেষ।

চাতরে=চত্বরে।

চাপগিরি=ধনুক-চালনা বিদ্যা।

চাম<চম্ম<চর্ম্ম।

চারি মেঘ=চার প্রকার মেঘ, যথা—আবর্ত, সংবর্ত, পুষ্কর, দ্রোণ। আবর্ত মেঘ জলহীন, সংবর্ত মেঘে থাকে প্রচুর জল, পুষ্কর মেঘ থেকে বৃষ্টি হওয়া কঠিন এবং যে মেঘ থেকে শস্যের পক্ষে অনুকূল বৃষ্টিপাত হয় তাকে বলে দ্রোণ মেঘ।

চালকি=যে চাল প্রস্তুত করে।

চালিতা = চারিত্রা

চাঁকুত = চাবলা

চিকুর = শুম্ভ-নিশুম্ভের সেনাপতি। শুম্ভ-নিশুম্ভ দুই ভাই। এঁরা ছিলেন অসুর। ইন্দ্রকে পরাস্ত ক'রে স্বর্গ জয় করলে দেবী চণ্ডী কৌশিকী ও মহাকালীর রূপ ধারণ ক'রে এঁদের নিধন করেন। সেনাপতি চিকুরও ঐ সময় দেবী কর্তৃক নিহত হন।

চিঙুড়ি মিন = চিংড়ি মাছ

চিঞ্চা = তেঁতুল

চিন = চিহ্ন

চিন্তেন = চিন্তা করেন

চিয়াড় = বাঁশের পাতলা চাঁছ

চিরাতা < কিরাতক। পার্বত্য অঞ্চলে জন্মে। অত্যন্ত তেতো। ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

চিরুণা = এই গাছের ফলে চিরুনির মতো দাঁত আছে।

চুণারী = চুন তৈরী করে যারা।

চুবড়ি = ক্ষুদ্র ঝুড়ি বা ধামা। চুপড়ি।

চুণা-বাটা = চুন রাখবার পাত্র।

চেড়ী < চেটী = দাসী, নারী-প্রহরী।

চেদিরাজা—চেদি দেশের রাজা বসু। ইন্দ্রের সখা ছিলেন এবং ইন্দ্র-প্রদত্ত বিমানে আকাশে ভ্রমণ করতেন ব'লে এঁর নাম ছিল উপরিচর বসু। একদা দেবতা ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে পূজায় পশুবলি বিধেয় কিনা এই নিয়ে তর্ক ওঠে। চেদিরাজাকে মধ্যস্থ মানা হ'লে তিনি দেবতাদের পক্ষে রায় দান করেন এবং পশুবলি বিধেয় বলেন। এতে ব্রাহ্মণরা ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলে চেদিরাজা পাতালে চ'লে যান। দেবতারা তখন চেদিরাজার ভোগের জন্য যজ্ঞে বসুধারা দেবার নিয়ম প্রবর্তন করেন। বসুধারা হচ্ছে দেয়ালে ঢেলে দেওয়া ঘৃতের পাঁচটি বা সাতটি ধারা। বিয়ের সময় হিন্দু সমাজে বসুধারা দেবার নিয়ম আছে।

চোয়াড়=নিন্দিত এক জাতি। রাঢ় অঞ্চলের আদিম অনার্য একটি সম্প্রদায়কে চোয়াড় বলা হ'ত। বর্তমানে 'বর্বর' 'গোঁয়ার' প্রভৃতি অর্থে শব্দটি চালু আছে।

চোরখণ্ড=চোর+খণ্ড। যারা খাণ্ডা (খাঁড়া) নিয়ে ফেরে তারা খণ্ড, অর্থ —নরঘাতক ডাকাত। এরা মানুষকে কেটে খণ্ড ক'রে ফেলে তার যথাসর্বস্ব অপহরণ ক'রে নেয়।

চোর পালিটা=পালতে মাদার।

চৌদুলী=চতুর্দোলা বহনকারী দুলে সম্প্রদায়।

চৌধুরী<চতুর্ধুরী। গ্রামের, নগরের অথবা গঞ্জের প্রধান ব্যক্তি।

চৌরী<চৌআড়ি=চার চালা যুক্ত।

ছড়, ছাড়<ছাল<ছল্লী।

ছড়া=ছাল।

ছাইয়া পত্র=ছত্র, ছাতা। এক ছাইয়াপত্র=একচ্ছত্র (অধিকার)।

ছাউনী<ছাদনী=যেস্থানে হিন্দুদের বিয়ে হয় সেই স্থানটিকে বলে ছাঁদনা-তলা। 'ছাউনী হইল কন্যাবরে' অর্থ ছাঁদনাতলায় বর-কন্যার শুভদৃষ্টি হ'ল।

ছানি=চোখের উপর যে আবরণ প'ড়ে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট ক'রে দেয় তাকে ছানি বলে। ছাদনী>ছানি।

ছান্দলা=চন্দ্রাতপ

ছায়ামণ্ডপ=চাঁদোয়া-ঢাকা স্থান

ছিণ্ডিয়া, ছিণ্ডে=ছিঁড়ে

ছুতার<সূত্রধার

ছোলঙ্গ=যে লেবু। আকারে মন্দির চূড়ার আভাষ পাওয়া যায় তাকেই বলে ছোলঙ্গ। বাংলা দেশের কোন কোন অঞ্চলে বাতাবী লেবুকেও ছোলঙ্গ বলে।

ছোলেমানী=সুলায়মান প্রবর্তিত জপমালা।

জগঝম্প=প্রাচীন রণবাদ্যবিশেষ, জয়ঢাক।

জটা—একপ্রকার গাছ। এর কন্দে জটাকার শিকড় থাকে। এই শিকড়ে তেল সুগন্ধযুক্ত করা হয়।

জত—যত

জথা—যথা

জন্ত্র—যন্ত্র

জম্ভ—একজন অসুর। বলি নামক দৈত্যের পুত্র ছিলেন। এঁর দুই পুত্র সুন্দ-উপসুন্দ ইন্দ্রকে পরাস্ত ক'রে স্বর্গলোক জয় করেন।

জয়ন্তী—অতসী জাতীয় ছোট ফুলের গাছ, দেখতে অনেকটা বকফুলের গাছের মতো।

জলধিসুতা—জলধির সুতা অর্থাৎ সমুদ্রের কন্যা। এখানে লক্ষ্মীদেবীকে সমুদ্রকন্যা বলা হয়েছে। সমুদ্র-মন্থনের সময় লক্ষ্মী সমুদ্র থেকে উত্থিত হয়েছিলেন।

জলহরি—কলাগাছ, পুষ্করিণী। জল হরণ বা আহরণ করে যে।

জহ্নুমুনি—রাজা পুরূরবা ও উর্বশীর এক পুত্র অমাবসুর অধস্তন চতুর্থ পুরুষ হচ্ছে জহ্নুমুনি। ইনি রাজর্ষি ছিলেন। এঁর যজ্ঞস্থল গঙ্গা প্লাবিত করায় ইনি রুষ্ট হয়ে গঙ্গাকে পান ক'রে ফেলেন। পরে দেব গন্ধর্ব ঋষি ও ভগীরথের স্তবে তুষ্ট হয়ে তিনি জানু ভেদ ক'রে (মতান্তরে কর্ণপথে) গঙ্গাকে বের ক'রে দেন। সেই থেকে গঙ্গার অপর নাম জহ্নুকন্যা বা জাহ্নবী।

জাই—যাই। জাইতে—যাইতে।

জাঁতয়ে—চাপ দেয়।

জাদ—জাদ্‌বল (আ) শব্দ থেকে, অর্থ—টানা রেখা। এখানে মেয়েদের চুল বাঁধবার দড়ি অর্থে ব্যবহৃত। জাদের এক প্রান্তে সুতা বা রেশমের থোপনা থাকে যা বেণীর নীচে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

জাব—যাব

জায়—জায়গায় (ফা.)।

জায়—যায়

জায়তি—জন্ম ও আয়ু সম্বন্ধীয় তথ্য যাতে লিখা থাকে। কোষ্ঠীপত্র।

জায়াজীব—জায়া (স্ত্রী) যাদের জীবিকার উপায় স্বরূপ, অর্থাৎ যারা নিজেদের স্ত্রী ভড়া দিয়ে জীবিকা অর্জন করে। সাধারণতঃ নিম্নবর্ণ ভুক্ত দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে কেবল এই প্রথা চালু ছিল।

জিয়া = জীবিত

জীতে = জীবিত থাকতে

জুড়িলান = যুক্ত করলেন

জুত < যুক্ত

জযায় = যোগ্য হয়

জেই < যেই

জেন = যেন। তু. 'তারাগণ মধ্যে জেন সুধীর বিদ্যুৎ'—আলাওল।

জোখে = মাপ করে। মাপ শব্দের ধ্বন্যাত্মক অংশ—যেমন, মাপ-জোখ।

জোগত্রাণী = জগতের ত্রাণকারিণী; জগ শব্দের রূপভেদ জোগ + ত্রাণা (ত্রাণকারিণী অর্থে)।

জোহার = নমস্কার। জয়কার > জোহার।
তু. 'উপস্থিত হৈল দেখি বসন্ত কুমার।
আপনা আপনি সব করেন্ত জোহার।।'—আলাওল।

ঝশ = ঝোল। (সংস্কৃতে 'ঝস' শব্দের অর্থ মৎস্য।

ঝাট = দ্রুত

ঝাটি = ঝিঁটী ফুলের গাছ

ঝাঁপ < ঝম্প

ঝি = কন্যা। দুহিতা > ধিতা, ধী > ঝি।

ঝুপড়ি—ক্ষুদ্র ঝোপ বা ঝোপের মত। ক্ষুপ > ঝোপ।

ঝেবড়া = এক প্রকারের আরণ্য বৃক্ষ।

টঙ্গ = তেজ, শর জাতীয় গাছ।

টাঙ্গন < টঙ্কণ = মজবুত, দৃঢ়।

টাঙ্গি, টাঙ্গী < টঙ্গিকা = কুঠার

টায়ু—এ ঢ অঞ্চল টাউর কাঁটা নামে পরিচিত এক প্রকারের বৃক্ষ।

টাবা = খুব বড়ো বড়ো গোল গোল লেবু—সামান্য টক ও সুগন্ধযুক্ত।

ঠকা = ঠক।

ঠাঞি ঠাঞি = স্থানে স্থানে। স্থান > থান, ঠাই।

ঠাট=সৈন্যশ্রেণী, দল, সমূহ।

ঠেটা=বেহায়া, ধৃষ্ট, দমুর্খ, অবাধ্য। তু. 'ঠেটা চৌপাইয়া দোহা কহিলা সাধনে'—দৌলত কাজী।

ডম্বর=আড়ম্বর, ঘটা, সমূহ। তু. 'মধুকর-ডম্বর অম্বর ভেল'—বিদ্যাপতি।

ডাঁড়া=ডাণ্ডা

ডাড়ুকা=পা বাঁধবার বেড়ি বিশেষ।

ডাবুশ=হাতার আকার বিশিষ্ট অস্ত্র।

ডামাকুল=বড়ো আকারের কুল। **শব্দটি** বাঁকুড়া জেলায় প্রচলিত।

ডিণ্ডিম=যাতে ঘা দিলে ডিন্‌ডিম **শব্দ** হয় এমন বাদ্যযন্ত্র।

ডিহিদার (ফা.)=ডিহির অধিপতি। সেকালে কতিপয় গ্রাম বা মৌজার সমষ্টিকে ডিহি বলা হ'ত।

ডেড়ি=অসমাপ্ত, অতিরিক্ত, মুনাফা।

ডেড়িভার=দেড়া ভার, অসম ভার।

ঢেয়ু=ঢেউ

ঢেমচা=ঢেম ঢেম, **শব্দ** করে এমন বাদ্যযন্ত্র। তু. 'ঢেমচা খেমচা বাজে বাজে করতাল'—কৃত্তিবাস।

ঢেশা=গায়ের ধাক্কা

ঢোলকান=কান ঢোলা এক প্রকার হরিণ।

তন্ত্র=কৌশল; উপায়। মন্ত্রবিদ্যা; এক **প্রকার** হিন্দু-শাস্ত্র। শিব ও **শক্তির** সাধনা-পদ্ধতি এই শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ থাকে। তন্ত্র এক **প্রকার** গুহ্য শাস্ত্র (mystic doctrine).

তপন=আকন্দ গাছ।

তবক<তোপক=তোপ (তুর্ক.)।

তবলা=এক প্রকারের সরু বাঁশ—সরু হ'লেও যথেষ্ট পরিমাণে ফাঁপা **হয়।** তলদা বা তলতা নামেও পরিচিত।

তরাজু (ফা.)=দাঁড়িপাল্লা, নিক্তি।

তাকুল=এক প্রকার আরণ্য বৃক্ষ।

তাজি (আ.)=উৎকৃষ্ট অশ্ববিশেষ।

তাড়িপত্র=তালের পাত।

তাম্বুলী = তাম্বুল-ব্যবসায়ী।

তারকা রেবতী = বিয়ের জন্য রেবতী তারকা প্রশস্ত। রেবতী, রোহিণী, মৃগশিরা, অনুরাধা, মঘা প্রভৃতি নক্ষত্র বিয়ের পক্ষে অনুকূল।

তালুক (আ.) = ভূ-সম্পত্তি; জমিদারির অংশ বিশেষ।

তাসন = বুনবার আগে সুতোয় মাড় মাখানোর কাজ।

তিলক-পানি = জলের তিলক।

তিলোত্তমা = দৈত্যরাজ নিকুম্ভের দুই পুত্র সুন্দ ও উপসুন্দ ব্রহ্মার কাছে বর লাভ করেছিলেন যে, তাঁদেরকে কেউ বধ করতে পারবে না যদি না তারা দু-ভাই নিজেরাই মারামারি ক'রে মরে। অতঃপর সুন্দ-উপসুন্দ দেবতাদের পরাস্ত ক'রে স্বর্গ জয় করলে দেবতাদের পক্ষে আশু প্রয়োজন হয়ে পড়ল তাদের দুজনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার। সেই বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সারা বিশ্বের সকল সৌন্দর্য একত্রিত ক'রে তিলোত্তমা নামে অপ্সরাকে সৃষ্টি করা হ'ল। বিশ্বের তিল তিল সৌন্দর্য একত্রিত ক'রে রূপ দেওয়া হয়েছিল ব'লে তার নাম তিলোত্তমা। তিলোত্তমাকে দেখে দু-ভাই প্রত্যেকেই মুগ্ধ হ'ল এবং প্রত্যেকেই তাকে দাবি করল। এইভাবে দু'জনের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হ'লে তারা একে অন্যের আঘাতে মারা পড়ল।

তুণ্ডে = ওষ্ঠ ধরে। 'তুণ্ড' শব্দটির দ্বারা সাধারণতঃ জীবজন্তুর মুখ বুঝায়।

তুলাক = তুলার ন্যায় লঘু অর্থাৎ দ্রুতগামী হরিণ।

তুলি = তুলা দ্বারা তৈরী জিনিস যেমন— লেপ।

তেঞি = তেমন

তেশন = তিন মন। ত্রি > তে + মন (শন)।

তেহাই = তৃতীয়

তোক = ছেলে মেয়ে।

তোলা = হাটে বাজারে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে শুল্ক বাবদ যা বিনামূল্যে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়।

তোলাপড়া = তোলা + পড়া।

ত্রৈবিদ্যা = ঋক্, সাম, যজুঃ—এই তিন বেদ সম্পর্কিত বিদ্যা।

থাকু = থাকুক

থানা = আস্তানা, অবস্থান-স্থল।

থৈকর = রাজমিস্ত্রী

দইয়া = দয়া

দগড় < দ্রগড় = ডগ্‌ডগ্‌ গড়গড় শব্দ করে এমন বাদ্যযন্ত্র। তু. 'দামামা দগড়ে পড়ে লক্ষ লক্ষ কাটি'—কৃত্তিবাস।

দড়, দঢ় = দৃঢ়। দগড় = দড়।

দঢ্যায়্যা—দৃঢ় শব্দের রূপভেদ।

দণ্ডী = দণ্ড দান ক'রে।

দব < দাব = বন

দলিজ < দহ্‌লিজ (ফা.)

দশদণ্ডে = চার ঘণ্টায়। একদণ্ড সমান চল্লিশ মিনিট।

দশভুজা = কালিকাপুরাণে দেবী দুর্গা (চণ্ডী)-কে দশভুজা বলা হয়েছে।

দশরেখা টুপি = দশ টুকরো কাপড় পাশাপাশি সেলাই ক'রে যে টুপি প্রস্তুত হয়। (তুর্) ফোটা > (বর্ণবিপর্যয়ে) টোপা > টোপ, টুপী।

দাড়া = শির দাঁড়া

দাণ্ডাইব = দাঁড়াইব

দান = খাজনা, কর

দানা = দানব

দানিশবন্দ (ফা.) = ধার্মিক, বিজ্ঞ।

দামা > দামামহ্ (ফা.) = ঢাক জাতীয় ... বাদ্য বিশেষ।

দামোদর নন্দী = কবিকঙ্কনের শিষ্য।

দায় = বিপদ, অভাব।

দারিকেশ্বর > দ্বারকেশ্বর—একটি নদী।

দিনমুখ-কাল = প্রভাত কাল।

দিশপাশ = দিশ (দিক) ও পাস (পার্শ্ব), অর্থাৎ সীমা বা ঠিকঠিকানা।

দীপিকা = একখানা জ্যোতিষ গ্রন্থ, রচয়িতা—শ্রীনিবাস।

দূর্ব্বাধান্য = পরমায়ু ও বংশবৃদ্ধির প্রতীক। তু. 'পায়ে দধি দিলেন মাথায় দূর্ব্বাধান।' —কৃত্তিবাস

দুলিচা = গালিচা

দেউটি = মশাল। দীপ্তি > দেউটি

দেড়ি = একদিন ও এক বেলার উপযোগী। দেড়গুণ সুদ। দ্বি + অর্দ্ধ = দ্ব্যর্দ্ধ > দিবড্‌ঢ > দেড়।

দেবছাট = দেবদারু

দেবধান = আখের মতো দেখতে জোয়ার বজরা জাতীয় শস্যের গাছ।

দেশমুখ = দেশের মুখ্য অর্থাৎ প্রধান ব্যক্তি।

দেহালা = স্বপ্নঘোরে শিশুর হাসিকান্না ; দেবলীলা।

দোত = দোয়াত (আ.)

দোপাটা = দুফালি কাপড় একত্রে জোড়া দেওয়া। দ্বি + পট্ট > দো + পাটা = দোপাটা।

দোলপিঁড়ি = যে বেদীর উপরে দোলযাত্রা উপলক্ষে রাধাকৃষ্ণের দোলা ঝুলানো হয়।

দোলপিণ্ড = দোলপিঁড়ি।

দ্বারকা = শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী

দ্বিজরাজ = চন্দ্র

ধড়া = পরিধেয় বস্ত্র। ধটী > ধড়ি, ধড়া।

তু. 'নেত ধড়ী পিন্ধি আগু পাছু লাগাএ' —শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

ধনিচা = ধঞ্চে গাছ। সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ধব—হরীতকীর মতো এক প্রকার গাছ।

ধাতকী = ধাই ফুল, ধাত্রী পুষ্প।

ধানকাটি = ধান কাটা উপলক্ষে প্রাপ্ত খাজনা।

ধান < ধন্ন < ধন্য।

ধুতুরা < ধুস্তূর।

ধূতি = 'ধূতি খাওয়া' কথাটি মধ্যযুগে উৎকোচ-গ্রহণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

নগরিয়া = নগরের অধিবাসী। তু. 'নগরিয়া লোক নগরে থাকে'—দৌলত কাজী।

নগেন্দ্রনন্দিনী=নগেন্দ্র (হিমালয়)+নন্দিনী (কন্যা) অর্থাৎ হিমালয়ের কন্যা উমা, চণ্ডীদেবীর অন্য নাম।

নবনত্তা=নবম দিনে কৃত্য অনুষ্ঠান। প্রসূতি ঐ দিনে নখ কেটে স্নান ক'রে নতুন কাপড় পরে এবং আলতা সিঁদুর প'রে নিজেকে সজ্জিত করে।

নাকার<ন্যক্কার=বমনকালীন শব্দ।

নাকুল=এক প্রকার বন্য উদ্ভিদ।

নাগা<নিগাহ্ (ফা.)=দৃষ্টি। অথবা নাগাহ্ (ফা.)>নাগা=অকস্মাৎ, হঠাৎ।

নাগেশ্বর=নাগকেশর

নাচ<নচ্চ<নৃত্য।

নাট<নট্ঠ<নষ্ট।

নাটা=চোখের আকৃতিবিশিষ্ট এক প্রকার ফল। নাটাকরঞ্জা।

নান্দীমুখ=শুভ কর্মাদির প্রারম্ভে কার্যের নির্বিঘ্ন পরিসমাপ্তি কামনা ক'রে দেবতাদির স্তব বা মঙ্গলাচরণ।

নাপিত<নহাপিত<স্নাপিত।

নাবড়=না+বড়, অর্থাৎ যে বড় নয়; অধম; হীনমতি।

নারায়ণ পর শর=সেকালের দুটি ক্ষুদ্র নদীর নাম, নদীগুলি অধুনা লুপ্ত।

নারেঙ্গ=নারাঙ্গা, কমলালেবু। (ফা. নারন্জ; স. নারঙ্গ)। নারী+অঙ্গ=নার্যঙ্গ>নারঙ্গ।

নালিতা=নালতে পাটের শাক।

নিকলে=নির্গত হয়।

নিজোজে, নিয়োজে=নিয়োগ করে।

নিতম্বিনী=স্ত্রীলোক। সুচারু নিতম্ব আছে যে স্ত্রীলোকের সে নিতম্বিনী।

নির্ধনী=ধনশূন্য

নিয়ড়<নিকট। তু. 'নিয়ড়ে থাকিয়া ভেকে না জানয় রস' —আলাওল।

নিয়লি<নোমালিআ<নবমালিকা।

নিরামিশ্য=নিরামিষ

নিশয়=নিঃসংশয়। অথবা—নি (নিশ্চয়)+শয়(শয়ন)=নিশ্চিন্ত শয়ন।

নিশান (ফা.)=চিহ্ন, পতাকা।

নিশাপতি=কোটাল। নিশার পতি।

নিশীশ্বর = কোটাল। নিশি + ঈশ্বর অর্থাৎ রাত্রিকালীন নগর রক্ষক।

নিসুন্দা = এই গাছের রস খুবই তিক্ত হয় ব'লে ওষুধে ব্যবহৃত হ'ত।

নেউগী < নিয়োগী = সম্মানসূচক পদবী।

নেজা নীজ্হ্ (ফা.) = বল্লম, বর্শা।

নেতের = কাপড়ের। জীর্ণ কাপড়ের ছিন্ন টুকরোকে বলে নেতা। নক্তক > নওঅ > নাত', নেতা।

নেয়াতি = এক প্রকারের টক ফল।

নেয়াল = খাট ছাওয়া ফিতা।

পঞ্চউপচার = পূজার জন্য প্রয়োজনীয় পাঁচ প্রকার দ্রব্য, যথা :—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য।

পঞ্চক = পঞ্চজনের উপর ধার্য কর।

পঞ্চমুখ = অতিশয় বাচাল। শিব। তু. 'কুবথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ'— ভারতচন্দ্র

পঞ্চানন = শিব (পঞ্চ আনন যার)। সিংহ পঞ্চ অর্থাৎ বিস্তৃত আনন যার।

পাটি, পাটী < পট্টি = পাড়'

পট্টিশ = মানুষের সমান বড় তলোয়ার, প্রাচীন অস্ত্র বিশেষ।

পাটা = কাপড়, পাগড়ী

পড়ুয়া = ছাত্র

পড়া < পটহ = জয়ঢাক।

পড়াসি = এক প্রকার আরণ্য বৃক্ষ।

পড়্যান < প্রতিমান = বাটখারা।

পণ্ডার = বৃক্ষবিশেষ, অরণ্যে জন্মে।

পত্রশানা = একপ্রকার ধাতুনির্মিত বানবিশেষ।

পদ্মাবতী = মনসাদেবী। এই গ্রন্থে চণ্ডীদেবীর সহচরী হিসেবে তিনি বর্ণিতা হয়েছেন। লক্ষ্মীদেবীর অন্য নাম পদ্মা। বহু ব্যাপারে পদ্মা ছিলেন চণ্ডীর পরামর্শদাতা।

পনস = কাঁটাল। বানর।

পন্নগ = সাপ

পয়ান < প্রয়াণ

পরিবাদ = অপবাদ, নিন্দা, কুৎসা। তু. 'বিনি দোষে মাতা যদি দেঅ পরিবাদ'—দৌলত উজির বাহরাম।

পলতা = পটলের পাতা বা লতা।

পশ্যতোহর = স্যাকরা। শব্দার্থঃ— চোখের সামনে দেখিয়ে যারা হরণ করতে পারে।

পসরা, পসার, পশরা = বিক্রয়ের দ্রব্যসম্ভার। পণ্যশালা > পণ্যসার, পণসার > পসার, পসরা।

পাই = পয়সা। সিকিভাগ। পাদ > পাই। ইংরেজ শাসনকালে তিন পাই-এ এক পয়সা হ'ত।

পাকালাপ = বীরত্ব

পাখালি = প্রক্ষালন ক'রে

পাছড়ি = এক প্রকার দামী উত্তরীয়, দোপাট্টা।

পাজাতা = একপ্রকার বৃক্ষ

পাট = পিঁড়ি; রেশমী বস্ত্র; ছালা। পট্ট > পাট।

পাটনী = খেয়া পারাপার করা যাদের ব্যবসায়।

পাট-শাল = পাঠশালা। অথবা, রাজ্যপাট-এর পাট নিয়ে তার সাথে শালা যুক্ত হয়েছে, অর্থ—যে ঘরে ব'সে রাজ্যপাট পরিচালিত হয়।

পাটা = পৈতা

পাটি, পাটী = বৃক্ষ পত্র, বেত অথবা জলজ তৃণবিশেষ থেকে নির্মিত মাদুর বিশেষ।

পাটের পড়া = পট্ট বস্ত্র

পাট্টা < পট্টক = জমিদার কর্তৃক প্রজাকে দেয় অধিকার-লিপি। জমির ক্রয়-বিক্রয় বা পত্তনি সম্বন্ধীয় দলিল।

পাড়ি = যা পাড়বার জন্য, যেমন—তোষক।

পাতন কাণ্ড = যে ধনুক মাটিতে পেতে তারপর ছাড়তে হয়, কেননা খুব বড়ো ও ভারী ব'লে তা হাতে ক'রে ছাড়া যায় না। পত্তন < পাতন। কাণ্ড = তীর।

পাতাসিজ = মনসা গাছ।

পাতিয়ায়=প্রত্যয় করে

পাথরা=পাথরের পাত্র। প্রস্তর>পত্থর>পাথর+আ=পাথরা

পাথি=ছোট পাত্র। পাত্রী (ছোট পাত্র)>পাত্তী>পাতী বা পাথি

পান>পণ্ন>পর্ণ

পান নিছে গেলাইয়া=যত অমঙ্গল পান দিয়ে মুছে ফেলল।

পানই<উপানহ=এক জাতীয় পাদুকা। তু. 'বাঁধা পানই হাতে লইও'—যাদবেন্দ্র।

পানি সিউলী=কুমুদ পাতার মতো পাতা বিশিষ্ট জলজ উদ্ভিদ।

পাবড়া=ছুড়ে মারবার উপযোগী বংশখণ্ড।

পার্ব্বনী=পার্বণ উপলক্ষে দেয় টাকা ইত্যাদি।

পালিটা=পালতে মাদার

পাশাঙ্কুশ=পাশ+অঙ্কুশ। পাশ=বরুণদেবতার অস্ত্র; অঙ্কুশ=হাতী চালানোর সময় মাহুতগণ যে অস্ত্র ব্যবহার করে।

পিঙ্গল=পিঙ্গলাচার্য রচিত ছন্দ-শাস্ত্র।

পিড়া=ঘরের দাওয়া; দ্বারের সম্মুখস্থ গৃহভিত্তি।

পিপলী<পিপ্পল=অশ্বত্থ গাছ। অথবা পিপ্পলি>পিপলী=ওষুধে ব্যবহৃত ফল বিশেষ ও তার গাছ। ফলগুলি ছোট এবং ঝালবিশিষ্ট হয়।

পিলুই=প্লীহা

পিসী=পিতার ভগিনী। পিতৃস্বসা>পিউসিআ>পিসি বা পিসী।

পীঠে=পিঁড়িতে

পুখুর আড়=পুকুরের পাড়

পুড়াসি=এক প্রকার আরণ্য বৃক্ষ।

পুথি=পুস্তক। পুস্তিকা>পুত্থিআ>পুথি।

পুরট=স্বর্ণ

পুরন্দর=ইন্দ্র

পুরাণ=হিন্দু শাস্ত্রবিশেষ। পুরাণের পাঁচ লক্ষণ যথাঃ—সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত। প্রধান পুরাণ আঠারোখানি। এ ছাড়া বহু উপপুরাণ আছে। সর্বপ্রথম রচিত পুরাণ হচ্ছে

ব্রহ্মপুরাণ, একে তাই আদি পুরাণও বলা হয়। আর্য-অনার্য ধ্যানধারণা ও সংস্কৃতির সমন্বয়-সাধন পুরাণগুলির অন্যতম লক্ষ্য ছিল।

পুরুলীয়া = ঝিঙ্গে-ধেঁাদলতুল্য এক প্রকার লতা গাছ।

পুলোমজা = ইন্দ্রের স্ত্রী। দৈত্যরাজ পুলমার কন্যা ব'লে শচীপুলোমজা নামে খ্যাত।

পৃঠে < পৃষ্ঠে

পেটারিয়া = পেটারি সদৃশ ফলের গাছ।

পোঙাতি = পুঁইশাক

পোতদার > ফোতহ্‌দার (ফা.) = রাজস্ব আদায়কারী; ধনরক্ষক। যে ব্যক্তি বন্ধকী কারবার করে; মহাজন। মুদ্রাদির বিশুদ্ধতা পরীক্ষক।

পোতামাঝি = কারাগারের প্রহরী। পোতের (নৌকার) মাঝির মতো শক্তিশালী যে ব্যক্তি—এই অর্থে পোতামাঝি। পোতাঘর শব্দটি আবার কারাগার অর্থেও মধ্যযুগে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রজাপতি = হিন্দু শাস্ত্রমতে প্রজাপতিই সব কিছুর স্রষ্টা ও জন্মদাতা। মনুসংহিতায় ব্রহ্মাকেই প্রজাপতি বলা হয়েছে। ব্রহ্মার দশ মানসপুত্র—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, দক্ষ, ভৃগু ও নারদ-কেও প্রজাপতি বলা হয়। প্রথম সাতজন নক্ষত্ররূপে সপ্তর্ষিমণ্ডলে বিরাজমান রয়েছেন।

প্রতি-আশে = প্রত্যাশায়, প্রত্যাশা ক'রে।

প্রেমবতী = স্বামীর সোহাগ ও অনুরাগ যথা পরিমাণে লাভ করেছে যে স্ত্রীলোক।

প্রেমানন্দযুত = প্রেম ও আনন্দযুক্ত।

প্রসব সন্ধান = প্রসবের উপায়।

প্রসূতি মারুত = প্রসূতির মারুত বা গর্ভস্থ ভ্রূণ।

প্রহরণ = অস্ত্র। প্রহার।

ফড়া = ছিন্ন অঙ্গ

ফাঁপর < প্রস্ফার = হতবুদ্ধিতা, ফাঁপা শূন্যতার ভাব। তু. 'ফাফর হইল চিত'
—দৌলত উজির বাহরাম

বউলী<বলয়

বঙ্ক=বাঁকা মনোভাব সম্পন্ন অর্থাৎ শঠ।

বজ্জরসার=বজ্রশ্রেষ্ঠ। বজ্র>বজ্জর।

বট=কড়ি। হও।

বটিকা=বড়ি, ওষুধ।

বদর=কুল

বনবাইগুন=বনবেগুন। বাতিঙ্গন>বাইঙ্গন, বাইগণ>বাগন, বেগুন।

বন্দ্যবংশ=বন্দনীয় অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত বংশ। বন্দ্যঘটী=গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ বংশ।
"বাঁড়ল বা বন্দ্যঘটী গ্রাম মেমারী স্টেশনের দুই ক্রোশ দক্ষিণে।"—চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী

বরঙ্গ (ফা) =ঘণ্টা

বরমালা=বর নির্বাচন করা হয়ে যাবার পর বরকে যে মালা পরানো হয়।

বরা=শূকর। চণ্ডীদেবীর সামনে পূর্বে গো-শূকর-মহিষ প্রভৃতি বলি দেওয়া হ'ত। বর্তমান উচ্চতর হিন্দু সমাজে এই সকল পশু-মাংস প্রচলিত নাই। এতে প্রমাণিত হয়, পূর্বে দেবী শূকর ইত্যাদি ভক্ষণকারী নিম্ন সম্প্রদায়ের দেবী ছিলেন। পরে তিনি উচ্চবর্ণে প্রতিষ্ঠিতা হয়েছেন।

বরুণা=বরণা নামে পরিচিত এক প্রকার বৃক্ষ।

বরুণাসীম=বরুণা+অসীম।

বর্ণবিপ্রগণ=নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের পৌরোহিত্য করেন যে ব্রাহ্মণগণ।

বহিনী=বোন। ভগিনী>ভইণী>বহিনী।

বহুরী, বহুড়ী<বধূটী। তু· 'বড়ার বহুআরী আহ্মে পাইএ বড় লাজে।'
—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

বহেড়া=হরীতকী জাতীয় ফল বিশেষ। বিভীতক>বহেড়অ>বহেড়া।

বাইতি=<বাদিত্রিন্=বাদ্যকর সম্প্রদায়।

বাউড়ি=বাড়তি, সুদ

বাউরী<বাবরী<বর্বর

বাঁকুড়া রায়—ধর্মঠাকুরের এক নাম বাঁকুড়া রায়। গ্রন্থে উল্লেখিত রাজা বাঁকুড়া রায়ের নাম থেকে বুঝা যায়, ঐ রাজবংশে ধর্মঠাকুরের প্রভাব ছিল।

বাঁকুড়ি=বাড়ি

বাঁটে=বিলায়। বণ্ট্‌+এ>বাঁটে।

বাঁদী>বান্দী (ফা.)=দাসী।

বাঁশগাড়ি=জমি দখলের চিহ্ন স্বরূপ বাঁশ পুঁতে দেবার প্রথা এখনও আছে। পূর্বে এই উপলক্ষে একটা কর জমিদারকে দিতে হ'ত।

বাকস=বাসক, ওষুধের কাজে ব্যবহৃত এক প্রকার ক্ষুদ্র গাছ।

বাকসনা=বকফুল। বঙ্গসেনা>বাবসনা।

বাকুচি=এক প্রকার ওষুধের গাছ। এই গাছের বীজ থেকে ধবলের ওষুধ তৈরী হয়।

বাখান=ব্যাখ্যান

বাঘহাতা=বাঘের থাবার আকার বিশিষ্ট হাতকড়ি।

বাজন=বাজনা

বাজে<বাজই<বাদতি

বাট<বট্‌ট<বর্ত্ম

বাটুল<বট্টুল<বর্ত্তুল=গুলি।

বাড়ি=গৃহ। বাটী>বাড়ী, বাড়ি। আঘাত। অথবা বৃদ্ধি>বাড়ি=সুদ।

বাণা=পতাকা, বাণ।

বাণী=সরস্বতী

বাণ্যা=বণিক>বণিঅ>বেনে, বাণ্যা।

বাতনগিরি=কবির মামার বাড়ি।

বান্ধা=বন্ধক

বাপা=বাবা। বপ্র>বাপা।

বাব (ফা.)=কর

বামকলাখত=সম্ভবত বুনো কলার ক্ষেত।

বামন আঁটি=বামন হাটি নামে পরিচিত এক প্রকারের গাছ।

বার দিয়া=প্রকাশ্যে বের হয়ে; বাইরে সভা ক'রে।

বার শিঙা=বার শিং বিশিষ্ট হরিণ।

বারাহী=চুপড়ি আলু।

বারিচা=একপ্রকার বৃক্ষ।

বারুই<বারুকী বারুজীবী। পানের বরজ নির্মাণ যাদের জীবিকার উপায়।

বালিঘট=বালি ভরা ঘট। গঙ্গাজলে ডুবে আত্মহত্যা করবার জন্য লোকে গলায় বালিঘট বেঁধে নেয়।

বাষড়ি=বাসা+আড়ি। যে ব্যক্তি বাসাবাড়িতে থাকে।

বাঁসি=এক প্রকার প্রাচীন অস্ত্র।

বাসে=বাসস্থানে।

বিউন<ব্যজনী

বিবিনী=বিক্রয়কারিণী

বিহাতি<বৃশ্চিকপলী= যে গাছের স্পর্শমাত্রে সেই স্থান ভীষণভাবে চুলকাতে শুরু করে।

বিপাখ=বিপাক

বিভা—বিবাহ

বিরিঞ্চি=শিব

বিশাই=বিশ্বক।

বিষকণ্ঠ=(১) শিব। সমুদ্র-মন্থনের সময় উত্থিত বিষ পান করেন শিব। সেই বিষ উদরে না গিয়ে শিবের কণ্ঠে জমা হয়ে থাকে এবং কণ্ঠ নীল হয়ে যায়। এজন্য শিব বিষকণ্ঠ। বিষ আছে কণ্ঠে যার। (২) কণ্ঠ থেকে যার সব সময় বিষতুল্য বাক্য বহির্গত হয়।

বিষাণ=পশুর শিং অথবা শিঙা মতো যা শিঙা দ্বারা নির্মিত বাদ্যযন্ত্র বিশেষ, হস্তী বা শূয়োরের বিরাট দন্ত।

বিষ্ণুপদ=বিষ্ণুর বাম পায়ের নখ থেকে গঙ্গা নির্গত হয় ব'লে বিষ্ণুপুরাণে উল্লেখ আছে। বামনপুরাণে আছে, ভাগবতে। তপস্যায় বিষ্ণুর দ্রব পদ থেকে গঙ্গার উৎপত্তি হয়।

বিষ্ণুর পিণ্ড=বিষ্ণুর পীঠস্থান

বিহাই<বেবাহিঅ<বৈবাহিক।

বীড়া<বীটিকা; বীটি। কয়েকটি পান একত্রে মিলে বীড়া হয়।

বীরকাছ=বীরের উপযোগী কাছা।

বাঁশছাট—একপ্রকার বৃক্ষ

বুড়ি<বোড়ি<বোড্রী। এক বুড়ি সমান এক পয়সা ছিল। ৬৪ বুড়িতে এক টাকা হ'ত।

বুল=ঘুরে বেড়াও।

বুলে=পরিক্রমণ করে। তু. 'বাধিব হারাঅ বড়ায়ি বুল থানে থানে'—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

বৃহতী=কণ্টকারী জাতীয় গাছ।

বৃহন্নল=অর্জুন। অজ্ঞাতবাস কালে ক্লীবরূপী অর্জুন এই নাম গ্রহণ করেন। একদা উর্বশী অর্জুন কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে অভিশাপ দিলে অর্জুন ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হন।

বৈচ=বৈচি

বেউড় বাঁশ=বেষ্টন বা বেড় করার উপযোগী এক প্রকারের বাঁশ।

বেওচ=বেউচ—ঈষৎ টক অথচ মিষ্টি এক প্রকার বন্য ফল।

বেঙ্গ তড়কা=বেঙ্গ (ভেক+তড়কা বিক্ষেপ, বজ্রাঘাত)। যে বাজ ব্যাঙের মতো তড়কা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে তাকে বলে 'বেঙ্গতড়কা বাজ'।

বেঙ্গা=পিত্তল বিশেষ, নাম্নী [illegible] পিতলে।

বেড়ি=বলয়, বেষ্টনী

[illegible]। অনুরূপ শঙ্খবেণা, নাগবেণা ইত্যাদি

বেনটা=বান করান কাজ করে যে।

বেরাদর (ফা.)=ভাই, বন্ধু।

বেরি=বার

বেরুণীয়া<ভরণীয—বাঁকুড়া জেলায় বেরুণ অর্থে মজুর, মজুরী।

বেলক=বন্দুক

বেষ=বেশ

বেসাতি=পণ্যবিক্রয়, পণ্য দ্রব্য।

বৈতরণী=পরলোকে যমদ্বারস্থ একটি নদী, এই নদী দুর্গন্ধপূর্ণ, রুধিরবহা, উষ্ণতোয়া ও মহাবেগা। হিন্দু সমাজে বিশ্বাস প্রচলিত

আছে যে, ধেনু অর্থাৎ গাভীর লেজ আশ্রয় ক'রে এই বৈতরণী উত্তীর্ণ হয়ে স্বর্গলোকে পৌঁছান যায়।

বৈরীশল্ল=বৈরী+শল্ল (শল্য)। শত্রুর পক্ষে শল্যস্বরূপ বিপজ্জনক সৈন্যদল। অথবা বৈরী (শত্রু) নিধনকারী শল্য (মারাত্মক অস্ত্র) হাতে আগুয়ান সৈন্যদল।

বৈশাখ=বছরের প্রথম মাস এবং বড়ো পুণ্যমাস। এই মাসে সত্যযুগ শুরু হয়েছিল। হিন্দু-শাস্ত্রমতে এই মাসে প্রাতঃস্নান এবং হবিষ্যান্ন গ্রহণ বিধেয়।

তুলা-মকর-মেষেষু প্রাতঃস্নানং বিধীয়তে।
হবিষ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মহাপাতকনাশনম্ ॥—বৈষ্ণবামৃত।
মেষ=বৈশাখ, তুলা=কার্তিক, মকর=মাঘ

বোঁচা নারিকেল=ধান বা ডগা যথা নারিকেল-মালা।

ব্যাভার=ব্যবহার।

বায়ালিস=বিয়াল্লিশ। বায়ালিস বাজন=ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিনী মিলে যে বাজনার জন্ম দেয়।

ব্রাহ্মণী=দেবী নিজেকে ব্রাহ্মণী বলেছেন কারণ দেবতা মাত্রেই জাতিতে ব্রাহ্মণ।

ভঙ্গ=পরিহার, পরাজিত হয়ে পলায়ন।

ভবানী=চণ্ডীদেবী

ভাঁটি=ঘেঁটু ফুলের গাছ। ভাণ্ডীর>ভাঁটি

ভাঁড়ু<ভণ্ড

ভাচা=ভানবার ধান।

ভাট<ভট্ট

ভাটা=গুলি, বাঁটুল

ভাণ্ডা=ভাঁড়ার

ভাণ্ডীরক=বটগাছ

ভাত=ভাতা<ভৃতি

ভাদিয়া=একপ্রকার বৃক্ষ

ভাদুল্যা=গন্ধভাদুলে। গন্ধভদ্রা>গন্ধভাদুলে।

ভাদ্রপদ=ভাদ্র মাস

ভানুবংশ=সূর্য বংশ। এই বংশের কাহিনী অবলম্বনে রামায়ণ রচিত হয়। সূর্যের পৌত্র ইক্ষ্বাকু থেকে এই বংশ উদ্ভূত।

ভান্যা=ভান+ইয়া=ভানিয়া>ভান্যা

ভায়া<ভাঅ<ভ্রাতঃ।

ভারত-পুরাণ=মহাভারত

ভারতী=বাণী, বথা। তু. 'কাজ কহে আপনা ভারতী'—দৌলত কাজী।

ভারঙ্গাজী=বন-কাপাস

ভংকল্যা=ভৃঙ্গরাজ

ভালা<ভল্লাতক=ভেলাগাছ, এর রসে কাপড়ে স্থায়ী দাগ লেগে যায়।

ভালকা বাঁশ=মোটা ও নিরেট বাঁশ।

ভাবিনী=ভাবময়ী নারী, প্রেমিকা। তু. 'ভাবিনী হইতে [illegible] উচিত'—দৌলত উজির বাহরাম।

ভাস্বতী=দীপ্তিময়ী। একখানা জ্যোতিষ গ্রন্থ, রচয়িতা—শতানন্দ।

ভিতপুঙ্গী=এক প্রকারের লতা, এর ফল খুব তিতো।

ভিন্দিপাল=এক ধরণের প্রাচীন ক্ষেপণাস্ত্র।

ভীঠে=দিকে, পার্শ্বে। ভিত্তি>ভিত>ভিট, ভিঠ

ভীণু=ভিন্ন

ভীমা=চণ্ডীদেবীর অপর নাম।

ভূরণ্ডী=হাতি-শুঁড়ো গাছ।

ভড়ঙ্গ কেশর=নাগ কেশর

ভূএঁ<ভূমে।

ভূষণ্ডী=কামান। ভূ+ষণ্ডী—ভূ অর্থাৎ মাটি থেকে শুণ্ডের ন্যায় উত্থিত থাকে যে অস্ত্র।

ভেজাল্যা=এক প্রকারের বৃক্ষ

ভেট=সাক্ষাতের সময় উপহারস্বরূপ প্রদত্ত দ্রব্যসামগ্রী।

ভেঠনা=স্থানটি 'বর্ধমান জেলার নারায়ণপুরের নিকট মুণ্ডেশ্বরী নদীর তীরে।' —চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী।

ভেরাণ্ডা=এরণ্ড, রেড়িগাছ।

ভৈরবী = চণ্ডীদেবী দশমূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে মহাদেবের নিকট স্বীয় ঐশ্বর্য প্রকাশ করেছিলেন, দশ মূর্তিতে মহাদেবীর মহাশক্তি প্রকাশিত হয়েছিল ব'লে একে বলা হয় দশমহাবিদ্যা। এই দশ মূর্তির অন্যতমা হচ্ছে ভৈরবী, অন্যগুলি হচ্ছে—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা।

ভোট = ভোট (বা ভুটান) দেশীয় কম্বল।

ভ্রম = ভ্রমণ

মকর = গঙ্গাদেবীর বাহন, এক প্রকার কাল্পনিক জলজন্তু। মকরের মাথা ও সামনের পা দুটি কৃষ্ণসার হরিণের মতো এবং দেহ ও লেজ মাছের মতো। মদনদেবের পতাকা মকর-লাঞ্ছিত।

মকরন্দ = পুষ্পমধু

মখদম = আরবী 'খাদিম' শব্দ থেকে। গুরু, মৌলভী।

মত্তর = মুর্গা। এক প্রকারের বন্য শণ, ছায়া-ঢাকা স্থানে জন্মে। এর পাতা থেকে এক প্রকার শক্ত আঁশ পাওয়া হয় যা দিয়ে এককালে ক্ষত্রিয়দের কটিসূত্র এবং ধনুকের গুণ তৈরী করা হ'ত।

মণ্ডলিয়া = মণ্ডলস্বরূপ

মন্ত্রিত = মন্ত্র যুক্ত

মনসা কাঁটা = মনসা কাঁটা

মরীচি = ব্রহ্মার মানসপুত্র

মর্কট = এক প্রকার ছোট জাতের বানর।

মসীল (আ.) = অত্যাচার

মহাকড়া = মহাকরঞ্জ

মহাতরু = বৃহদাকার আরণ্য বৃক্ষ।

মহিষ = একজন অসুর। রম্ভাসুরের, মতান্তরে জম্ভাসুরের পুত্র। ব্রহ্মার কাছে মহিষাসুর বর লাভ করেছিলেন যে, পুরুষ জাতীয় কোনো জীবের দ্বারা তিনি কখনো পরাজিত হবেন না। তাই তিনি স্বর্গরাজ্য অধিকার করলে তখন দেবতারা

একজন শক্তিময়ী নারীর সন্ধান করলেন—দেবতাদের তেজ থেকে আবির্ভাব হ'ল এক অপূর্ব লাবণ্যময়ী অষ্টাদশহস্তা নারীর। ইনিই দুর্গাদেবী, নামান্তরে চণ্ডী। মহিষাসুর তিনবার জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনবারই দেবী কর্তৃক নিহত হন। প্রথমবার দেবী উগ্রচণ্ডারূপ, দ্বিতীয়বার ভদ্রকালীরূপ এবং তৃতীয়বার দুর্গারূপ ধারণ ক'রে মহিষাসুর বধ করেছিলেন।

মহিষমর্দিনী = মহিষাসুর নিধন করেছিলেন ব'লে দুর্গা বা চণ্ডীকে মহিষমর্দিনী বলা হয়।

মহিষাচাল = মহিষের মতো

মহিষা ঢাল = মহিষের চামড়ার তৈরী ঢাল

মাকড়া = মাকন

মাণ্ড = ফাঁ।

মাজুরি<মঞ্জুরা। তু. 'আঙ্গিনায় পড়িয়াছে নাঙ্গা মাজুরি'—কৃত্তিবাস।

মান্দারী, মান্দার = মন্দার, মাদার।

মামুদ সরীপ—'হুগলির আরামবাগ থানার মায়াপুর গ্রামে মামুদ সরীপের বংশের লোক এখনো আছেন'—চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী

মারহাট্টা = মহারাষ্ট্র দেশীয় লোক

মারাটী = এক প্রকার শাক

মাল<মল্ল = সাপ ধরা এদের ব্যবসায়

মাস<মাংস

মাসী = খালা। মাতৃস্বসা>মাউসিআ>মাসী।

মাস্যর = অগ্রহায়ণ। মার্গশীর্ষ>মাগশীর>মাইসর, মাস্যর।

মাহুত<মহামাত্র = হাতীর চালক।

মিরাস (আ.) = যে সম্পত্তি পুরুষানুক্রমে ভোগ করবার অধিকার থাকে।

মুকুতাছড়া<মুক্তাছটা। মুক্তার মালা।

মুকেরি = এক শ্রেণীর ব্যাপারী যারা বলদের পিঠে মাল বেচাবেনা ক'রে বেড়ায়।

মুঞে = মুখে। মুখ>মুহ>মু+এ—৭মীর চিহ্ন

মুটকি = মুষ্ট্যাঘাত। মুষ্টিক > মুটিক > মুটকি, মুকটি

মুঠ < মুষ্টি = বাঁট

মুড়া < মুণ্ড

মুড়াই = মুণ্ডেশ্বরী নদী

মুথা = তৃণবিশেষ, এর শিকড় সুগন্ধযুক্ত। মুস্ত > মুত্থ > মুথা, মুথো।

মুল্যা = মূল্যমান স্থির ক'রে।

মুসরি = মশারি

মৃগরাজ = সিংহ

মেলা < মেলানি = বিদায়। তু. 'মেলানি পাইল শিশুগণ'—দৌলত উজির বাহরাম

মোকাম = স্থান; আস্তানা।

মোতিপলা = মোতি ও পলা (প্রবাল)

মোতিপাঁতি = মুক্তাপঙ্‌ক্তি। মৌক্তিক > মাত্তিঅ > মোতি। পঙ্‌ক্তি > পন্তী, পান্তী > পাঁতি।

মোদক = ময়রা, যারা মিষ্টি তৈরী করে। মোয়া, নাড়ু।

মোহাসমুদ্র = ঢোলসমুদ্র, একপ্রকার শাঁখ।

মৌড় = মুকুট। মুকুট > মউড়, মৌড়।

যগজন < জগৎ + জন = মর্ত্তবাসী

যদুকুণ্ডু = 'যদুকুণ্ডুর বংশ এখনো ভেদিয়ার নিকট নারায়ণপুরে আছে।'—চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী।

যমধার, যমধর = যমকে ধারণ ক'রে আছে এমন অস্ত্র বা নখ যার স্পর্শে সুনিশ্চিত মৃত্যু হয়।

যরী = অরি

যশোদা = শ্রীকৃষ্ণের পালিকা মাতা। কৃষ্ণের প্রকৃত মা হচ্ছেন দেবকী। রাজা কংস যখন জানতে পারলেন যে দেবকীর গর্ভজাত সন্তান তাঁর ধ্বংসের কারণ হবে তখন তিনি দেবকীর গর্ভজাত প্রত্যেকটি সন্তানকেই ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই হত্যা করতে লাগলেন। দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান কৃষ্ণের জন্ম হওয়ার পর তাকে বাঁচাবার জন্য নন্দের স্ত্রী যশোদাকে

দেওয়া হয় এবং যশোদার কন্যা যোগমায়াকে দেবকীর কাছে এনে রাখা হয়। সেই থেকে যশোদার কাছে কৃষ্ণ পালিত হতে থাকেন।

যুঝে=যুদ্ধ। যুদ্ধ>যুজ্ ঝ>যুঝ।

যুত<যুত্ত<যুক্ত।

যুয়ায়=যোগায়। উচিৎ হয়।

য়েবে = একে

য়েড়ে=এড়ে দ্রষ্টব্য

য়েত=এত

যেয্যা = গিয়ে

রঙ্গণ=চিত্রকরণ, রঙ্গানো, ছোপানো।

রঙ্গরেজ (ফা)—রঞ্জন করে যে বা যারা। 'মালদহের নাম রঙ্গরেজ বাজার, ভ্রমবশতঃ এখন ইংরেজ বাজার হইয়াছে।'—চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী : চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রড়=দ্রুত পলায়ন

রণ্ডবা=বিধবা। ধাতুগত অর্থ নিষ্ফলা।

রমা=সুন্দরী নারী ; লক্ষ্মী দেবী।

রম্ভা=স্বর্গের অপ্সরা। সৌন্দর্য ও সঙ্গীত-পারদর্শিতার জন্য বিখ্যাত। ক্ষিরোদ সাগর মন্থনের সময় রম্ভা, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরা-গণের আবির্ভাব হয়।

রবিবার ত্রয়োদশী=রবিবারে ত্রয়োদশী তিথি পড়লে তাকে মদন ত্রয়োদশী বলা হয়। এই তিথি বিবাহের পক্ষে বিশেষ অনুকূল ও প্রশস্ত।

রস ল=রস অর্থাৎ পারদ মাখানো। আয়নার পশ্চাদ্দেশে পারদ মাখানো থাকে।

রাড়, রাঢ়<রাটি। রাটি অর্থে যুদ্ধ, কলহ, দ্বন্দ্ব। এর থেকে রাঢ় অর্থ দাঁড়িয়েছে—গোঁয়ার, উগ্র, হিংস্র-প্রকৃতি। অনেকে অনুমান করেন, এই নামের কোনো প্রাচীন কিরাত জাতি এতদঞ্চলে বাস করত, তারা সাহসী বীর যোদ্ধা ছিল। তাদের নামানুসারে এই অঞ্চল রাঢ় নামে প্রসিদ্ধ হয়।

রাণ্ডী = বিধবা ; স্ত্রীলোক।

রাতা<রত্ত<রক্ত। রক্তবর্ণ।

রায়বার = রায় (<রাজ+বার (<বারতা)—রাজবার্তা। রাজার জন্য বারতা (বার্তা) সংগ্রাহক।

রাহুত = রাউত, রাজপুত।

রূপরায় = সেকালের একজন প্রসিদ্ধ রাজপুত দস্যু।

রেজা<রীজহ্ (ফা.) = টুকরো

রোজা (ফা.) = উপবাস

রোস = রোষ

রোহিণী-সোম বন্দনা = রোহিণী ছিলেন দক্ষ কন্যা, তাঁরা ছিলেন সাতাশ বোন। এই সাতাশ জনকেই চন্দ্র বিয়ে করেন। কিন্তু চন্দ্র তাঁর ২৭ জন স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ ক'রে রোহিণীতেই আসক্ত ছিলেন বেশি। রোহিণীর প্রতি চন্দ্রের এই আকর্ষণের মতোই বর যেন বিশেষ ভাবে কন্যাতে আসক্ত হয়—এই কামনায় বিয়ের রাতে চন্দ্রের বন্দনা করা হয়ে থাকে।

লখি = লক্ষ্য করি। তু. 'শ্যাম লখি দশ দিশ দিবসক যুতি' = দৌলত কাজী।

লম্বোদর = গণেশ। স্থূলোদর।

লাঙ্গুড় = লাঙ্গুল, লেজ।

লাজাহুতি = লাজ+আহুতি। লাজ = খই। সেকালে কোন শুভ অনুষ্ঠানে খই নিক্ষেপ করা রেওয়াজ ছিল।

লাটা = নাটাই

লাফ<লম্ফ

লাল = উৎকৃষ্ট

লেই = লয়

লেটা = লাঠ্যাঘাত

লেম্বু = লেবু

লৈয় = নিয়ে

লোণ = লবন। লবন-তৈরীর জন্য ধার্য কর।

লোয়া = লতা

শগল্লাথ<সাক্‌লাৎ (আ.)=খুব দামী রঙীন রেশমী বস্ত্র।

শচী=ইন্দ্রের স্ত্রী। (১) শচী দেবরাজের স্ত্রী হ'লেও তিনি ছিলেন একজন দৈত্যকন্যা। তাঁর পিতা দৈত্য পুলোমন। ইন্দ্র পুলোমনকে হত্যা ক'রে তাঁর কন্যা শচীকে হরণ ক'রে নিজের স্ত্রী ক'রে নেন। (২) শচী শব্দের একটি অর্থ যজ্ঞ। ইন্দ্র দেবরাজ, অতএব যজ্ঞে ইন্দ্র-স্মরণে শ্রেষ্ঠ আহুতি প্রদান করা হ'ত—ইন্দ্র হতেন যজ্ঞপতি। যজ্ঞপতি অর্থে ইন্দ্রকে শচীপতি বলা হ'ত। এই ভাবে শচীর প্রতি ইন্দ্র অর্থে শচী হয়ে গেল ইন্দ্রের স্ত্রী।

শতমূল=এক প্রকার লতানে গাছ, ওষুধে ব্যবহৃত হয়।

শতেশ্বরী মাল=শত নরী বিশিষ্ট মালা বা হার।

শনে=সনে

শপন=স্বপন

শপ্ত=সপ্ত

শব=সব

শমরাজি=সোমরাজ

শমান=সমান

শরই=শরতৃণ

শরট=কৃকলাস

শরভ=মৃগবিশেষ। সিংহের চেয়ে বলবান অষ্টপদ বিশিষ্ট এক প্রকার পৌরাণিক মৃগবিশেষ।

শরাসন=ধনুক। শর+আসন।

শল্লক=সজারু

শশ=খরগোস

শশক=খরগোস

শশারু=সজারু

শহে=সহে

শাড়ী<শাটী

শাতুলিবে=অল্প একটু ভেজে নেবে।

শাবল<শর্ব্বলা=মাটি খুঁড়বার জন্য লোহার তৈরী খন্তা।

শিঙা=শিঙা, বাঁশি। শৃঙ্গ>শিঙ্গ, শিঙ্গা।

শিঙ্গাবেত=এক প্রকার বেত যার গায়ে শৃঙ্গ(>শিঙ্গা)-তুল্য কাঁটা থাকে।

শিয়াকুল=অতি ক্ষুদ্র কুলের মতো এক প্রকার বুনো ফলের কাঁটা গাছ।
শৃগালকোলিকা>শিয়ালকুল, শিয়াকুল।

শিবা=শিবজায়া দুর্গা বা চণ্ডীদেবী।

শিবাঘৃত=চার সের ঘিয়ের সাথে সওয়া ছয় সের শেয়ালের মাংস অন্যান্য ওষুধসহ ৩২ সের জল দিয়ে সিদ্ধ করলে শিবাঘৃত প্রস্তুত হয়। এটি উন্মাদ রোগের ওষুধ।

শীরিনি=পীরের উদ্দেশ্যে তৈরী নৈবেদ্য। ষীর (ফা.)+নী=ষীরণী বা শীরনি, সিন্নি। ষীর=দুগ্ধ। দুগ্ধ-চিনি সহযোগে প্রস্তুত খাদ্য।

শীল=আচার; আচরণ।

শুম্ভ-নিশুম্ভ=গবেষ্টী নামক অসুরের দুই পুত্র যথাক্রমে শুম্ভ ও নিশুম্ভ। বিন্ধ্যপর্বতে এদের অধিষ্ঠান ছিল। এরা ব্রহ্মার কাছে বর লাভ করেছিল যে পুরুষ জাতীয় কোন জীব এদেরকে বধ করতে পারবেনা। তখন দেবতারা দুর্গা বা চণ্ডীদেবীর আরাধনা করলে তিনি রং এই অসুরদ্বয় নিধন করেন।

শে=সে

শেমলী=শাল্মলি

শেয়ানা=ধূর্ত

শেল<শল্য=প্রাচীন অস্ত্রবিশেষ।

শোলঙ্গে=শলাকা দ্বারা। সজারুর কাঁটা দ্বারা।

ষষ্ঠী=কার্তিকেয়ের স্ত্রী। প্রকৃতির ষষ্ঠাংশ সম্ভূতা ব'লে এঁর নাম ষষ্ঠী। এই দেবী শিশু-সন্তানদের পালিকা এবং রক্ষয়িত্রী।

ষাট্যারা=নবজাতকের জন্মের ষষ্ঠ রাত্রিতে অনুষ্ঠেয় মাঙ্গল্যকার্যাদি। বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে ঐ রাতে ভাগ্য দেবতা ভাগ্যলিপি লিখতে আসেন। সেদিন সারারাত সন্তানের মাতা ও ধাত্রী জেগে থাকেন যেন বিধাতা-পুরুষ খারাপ কিছু লিখে না পালান। রাত জেগে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদি পালন করলে বিধাতা-পুরুষ খুশী হয়ে ভালো লেখেন এই হচ্ছে তাদের ধারণা।

ষাড়া = শ্যাওড়া

ষোড়শ মাতৃকা = ষোলজন মাতৃকা, এঁরা প্রত্যেকেই দেবী। এঁরা হচ্ছেন—
গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, কুলদেবতা ও আত্মদেবতা।

সকল্লাত = শগল্লাথ দ্রষ্টব্য।

সতা = সতীন। সাত-সতা দ্রষ্টব্য।

সত্যভামা = কৃষ্ণের স্ত্রী। সত্যভামার মনস্তুষ্টির জন্য কৃষ্ণ ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে স্বর্গলোক থেকে কল্পতরু এনে সত্যভামার বাড়িতে রোপণ করেছিলেন।

সন্ধি = সন্ধান, রহস্য, কৌশল। তু. 'নারীর মায়ার সন্ধি পুরুষে কি জানে' — কৃত্তিবাস।

সপ্তদ্বীপ = এ দেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতেরা পৃথিবীকে সাতটি মহাবিভাগে ভাগ করেন—জম্বু, কুশ, প্লক্ষ, শাল্মলী, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর। প্রত্যেকটি ভাগকে এক একটি দ্বীপ বলা হয়েছে।—'সপ্ত দ্বীপ পৃথিবীর কয় সব নর'—আলাওল।

সবিষেসে = সবিশেষে

সভার = সবার

সমএ = সময়ে

সমা = বৎসর

সমাধিল = সমাধা করিল।

সর্বজয়া = হলদি জাতীয় গাছ।

সাঁই = শমী। এই গাছের পাতা হয় ঝালরের মতো চেরা চেরা।

সাঁজ, সাঁঝ < সঞ্ঝা < সন্ধ্যা। সাঁজ দেওয়া = সন্ধ্যাবাতি জ্বালানো।

সাঁজুড়িয়া = একত্র ক'রে।

সাঁতলন < সন্তোলন = তেলে অল্প একটু ভেজে নেওয়া।

সাঙ্গা = ভার বহনের জন্য ব্যবহৃত বাঁক।

সাঙ্গি < শঙ্কু = বল্লম।

সাজাকুড়া < সজ্জাকুট = সাঁজোয়া, বর্ম।

সাজাতা = একপ্রকার বৃক্ষ।

সাটি=শাড়ি।

সাতনলা আঠাজাল=সাত নলের সাথে আঠা-মাখানো এক প্রকার ফাঁদ। এর দ্বারা পাখি ধরা হ'ত। 'ব্যাধ আইল সঙ্গে তথা লই নল জাল।'—আলাওল।

সাত সতা=সাত সতীন। শিবের ললাটে অগ্নি থাকে ব'লে অগ্নির সপ্ত শিখা শিবের সাত পত্নীরূপে কল্পিত। অগ্নির সপ্ত শিখা হচ্ছে—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, উগ্রা (স্ফুলিঙ্গিনী) এবং প্রদীপ্তা (বিশ্বরূপিণী।

সাধ<স্বাদ। অথবা শ্রদ্ধা>সদ্ধা>সাধ। গর্ভবতী রমণীর অভিরুচি অনুসারে খাদ্যাদি ভোজন-উৎসব। গর্ভিণীকে সপ্তম ও নবম মাসে সাধ খাওয়ানোর রীতি প্রচলিত।

সাধু—বণিক, মহাজন। সুদ (ফা.) বা লাভ পাবার জন্য যারা কারবার করে তারা সাউদ>সাধু।

সানা=শানা অর্থাৎ তাঁতের অংশবিশেষ। বর্ম, সাঁজোয়া। তাঁতের জন্য অথবা বর্ম প্রস্তুত করার জন্য দেয় কর।

সান্ধায়=লুকায়

সাপড়ি, সাপুড়া<সম্পুট=সাপ রাখবার পেড়ীর আকৃতিবিশিষ্ট গোল কৌটো বা আধার।

সাবিত্রী—সবিতার শক্তি; সত্যবানের স্ত্রী. অশ্বপতির কন্যা; বেদমাতা গায়ত্রী।

সাম্যবাক্য=সাম বাক্য। সাম=বেদ, তোষণ, সন্ধি।

সায়=সম্মতি, স্বীকার।

সিউলী<শৃঙ্খলী=খেজুর গাছ কেটে রস বের করে যারা।

সিকাভার=দুধারে শিকে ঝুলিয়ে ভার বইবার জন্য যে বংশদণ্ড ব্যবহার করা হয়।

সিতাসিত=সিত+অসিত, যথাক্রমে শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষ।

সিমা=সীমা

সিয়লি<শেফালি

সিয়ে, সীয়ে=সেলাই করে।

সিলাই<শিলাবতী—একটি নদীর নাম, মেদিনী পুর জেলায় অবস্থিত। শিলাই ও দারকেশ্বর নদীর সম্মিলিত ধারা রূপ-নারায়ণ নামে পরিচিত।

সিলিমাবাজ=আইন-ই-আকবরীতে উল্লিখিত একটি পরগণা। বর্ধমান শহর থেকে ছয় ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে দামোদর নদীর পূর্বদিকে এটি অবস্থিত ছিল।

সীপ=ঝিনুক। তু. 'যেন সিন্ধু মধ্যে সিপি সাধে স্বাতী-নীর'—আলাওল।

সুড়ি=শুঁড়ি<শৌণ্ডিক, মদ্যবিক্রেতা।

সুন, সুনী, সুনে=শুন, শুনিয়া, শুনে।

সুপত্য=সুপথ্য

সুরপতি=দেবরাজ ইন্দ্র

সুরা=দুর্গাদেবীকে পুরাণে 'সীধু-মাংস-পশু-প্রিয়া' অর্থাৎ মদ-মাংসে আসক্তা বলা হয়েছে।

সুসার=উত্তমরূপে সম্পাদিত, সুন্দর। তু. 'ভাবক-ভাবিনী-সতা করিলা সুসার'=দৌলত উজির বাহরাম।

সেঙাতিয়া ভেট=সেঙ্গাত (মিত্র, বন্ধু)+ইয়া=সেঙাতিয়া অর্থাৎ বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ প্রদত্ত ভেট। অথবা,—সেঁউতি (এক প্রকার দেশী সাদা ফুল)+ইয়া=সেউতিয়া>সঙাতিয়া অর্থাৎ ফুলের ভেট।

সেবকসন্তাপখণ্ডী=সেবকের সন্তাপ খণ্ডনকারিণী।

সেয়াতি=বৈঁচী জাতীয় উদ্ভিদ।

সেলামী (আ.)=নজরানা, দক্ষিণা।

সোঙরণ, সোঙরি=স্মরণ, স্মরণ ক'রে।

সোনলা<স্বর্ণালু। থোকা থোকা সোনার মত রঙ বিশিষ্ট ফুল হয় যে গাছের।

সোনা<সুবর্ণকা—উজ্জ্বল পীত বর্ণের থোকা থোকা গুচ্ছাকার ফুলের গাছ। এই গাছ থেকে লম্বা লাঠির মতো এক প্রকার ফল হয়।

স্বস্তিবাক্য=স্বস্তিপাঠ; বিবাহের বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ।

হট্ট=হাট

হন=ছন, ঘর ছাইবার উপযোগী তৃণবিশেষ।

হরিড়া<হরীতকী

হরিদ্রাবাস=সধবার পক্ষে হরিদ্রারঞ্জিত বাস মাঙ্গল্যের প্রতীক।

হরিস<হর্ষ

হাজাব ; হাজিল=জলমগ্ন করব ; জলমগ্ন হ'ল বা করল।

হাড়ি, হাড়ী=যূপকাষ্ঠ। অথবা, হড্ডিক>হাড়ি=অবনত হিন্দুসম্প্রদায় বিশেষ।

হাড়িরা চামর=হাঁড়ির আকার বিশিষ্ট বড়ো গোলাকৃতি চামর।

হাণ্ডি, হাণ্ডী=হাঁড়ি, হাঁড়ী।

হাতে কুশে=বিবাহ, দান, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কর্মে কুশের অঙ্গুরী পরিধান করার রেওয়াজ হিন্দু সমাজে চালু আছে।

হাথ<হত্থ<হস্ত।

হাথি কড়া=হাতীর বাচ্চা। হস্তী>হত্থী>হাথী, হাতী। কলি>কড়ি, কড়া।

হাফর মালী=এক প্রকার লতানে গাছ।

হাব্যাস (আ.)=আসক্তি, অভিলাষ।

হ'লান (আ.)=হালাল

হীনাধার=হীন বা ধার

হুলুই ধ্বনি=উলুধ্বনি। বর্তমানে কেবল বাঙালী হিন্দুদের মধ্যেই উলুধ্বনি দেবার প্রথা চালু আছে।

হৈমবতী=হিমালয়ের কন্যা ব'লে দুর্গাদেবীর অন্য এক নাম হৈমবতী।

সমাপ্ত